সন্তানের বাহিনী গড়তে চান ইলন মাস্ক, শুক্রাণু পাঠালেন জাপানি নারীকে পৃষ্ঠা ২৪

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 17 April 2025, 9th Year, Issue 422, 40 Pages

ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে লেবার এমপিদের চাপের মুখে যুক্তরাজ্য পৃষ্ঠা ২৪

বৃহস্পতিবার, ১৭ এপ্রিল ২০২৫, ৪ বৈশাখ ১৪৩২, ১৯ শাওয়াল ১৪৪৬, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪২২, পৃষ্ঠা ৪০

বিদেশি জীবনসঙ্গীদের জন্য রেসিডেন্সি কঠিন হচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রে বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে রেসিডেন্সি বা গ্রিন কার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়া আগের তুলনায় অনেক কঠিন হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক অভিবাসন নীতির পরিবর্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক কিংবা গ্রিন কার্ডধারীদের বিদেশি জীবনসঙ্গীরা এখন আরও কঠোর যাচাই-বাছাইয়ের সম্মুখীন হচ্ছেন।

ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা জানান, আগে যেসব ক্ষেত্রে দম্পতির গ্রিন কার্ড আবেদন ইন্টারভিউ ছাড়াই গৃহীত হতো, এখন সেসব ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলকভাবে সরাসরি ইন্টারভিউ নিতে হচ্ছে। এসব ইন্টারভিউতে শুধুমাত্র সাধারণ তথ্য নয়, বরং ব্যক্তিগত সম্পর্কের গভীরতা যাচাই

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

গ্রেফতার-ডিপোর্টেশনের মুখে হাজারো মানুষ

অভিবাসন

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতি আরও কড়াকড়ি হয়ে উঠেছে, যার ফলে বাড়ছে গ্রেফতার, জিজ্ঞাসাবাদ ও তাৎক্ষণিক ডিপোর্টেশন।

- আগের প্রশাসনের ‘সহানুভূতিশীল অভিবাসন নীতি’ বাতিল করে কড়া আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ‘অবৈধ অভিবাসন রোধ’ করা হবে।
- প্রবাসী কমিউনিটিতে ভয়, আতঙ্ক ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। স্কুল, কর্মস্থল কিংবা হাসপাতালে যেতে ভয় পাচ্ছেন অনেক অভিবাসী।

ইব্রাহীম চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রে গত এক মাস ধরে অভিবাসীদের ঘিরে আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা বাড়ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি আরও কড়াকড়ি হয়ে উঠেছে, যার ফলে দেশজুড়ে বাড়ানো হয়েছে অভিবাসী গ্রেফতার, জিজ্ঞাসাবাদ ও তাৎক্ষণিক ডিপোর্টেশনের হার। এ অবস্থায় মানবাধিকার সংগঠনগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করে বলছে, এই পদক্ষেপ শুধু আইনি অভিবাসীদেরই নয়, দীর্ঘ দিন ধরে বৈধভাবে বসবাসকারী বহু মানুষের জীবনকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।

ট্রাম্প প্রশাসন গত মাসে ঘোষণা দেয়, আগের প্রশাসনের ‘সহানুভূতিশীল অভিবাসন নীতি’ বাতিল করে কড়া আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ‘অবৈধ অভিবাসন রোধ’ করা হবে। এর অংশ হিসেবে কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া ও ভেনেজুয়েলার নাগরিকদের জন্য বাইডেনের দেওয়া মানবিক প্যারোল প্রোগ্রাম বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

অভিবাসীদের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ

বাধ্যতামূলক নিবন্ধন

ইফতেখার ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার পর থেকে আতঙ্কে দিন কাটছে লাখো মানুষের। বিশেষ করে অনিয়মিতভাবে বসবাসরত বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে এ নিয়ে দেখা দিয়েছে চরম উদ্বেগ ও দ্বিধা।

নতুন আইন অনুযায়ী, নিবন্ধন না করলে ছয় মাসের জেল বা মোটা অঙ্কের জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে, অথচ নিবন্ধন করলেও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা মিলছে না।

আইন বলছে, ১৪ বছরের ঊর্ধ্বে সকল অভিবাসীকে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে আঙুলের ছাপসহ বায়োমেট্রিক তথ্য দিয়ে নিবন্ধন করতে হবে। কেউ এই আইন না মানলে প্রতিদিনের জন্য ৯৯৮ ডলার জরিমানা এবং কারাদণ্ডের মুখে পড়তে পারেন। এমনকি ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসনের সুযোগ আজীবনের জন্য হারানোর ঝুঁকিও রয়েছে।

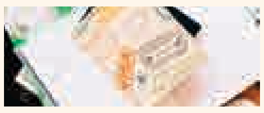

- নিবন্ধন না করলে ছয় মাসের জেল বা মোটা অঙ্কের জরিমানা।
- ১৪ বছরের ঊর্ধ্বে সকল অভিবাসীকে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে নিবন্ধন করতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

চাকরি হারাচ্ছেন হাজারো কর্মী

সিডিপেপ কর্মসূচি পিপিএলে

উত্তর আমেরিকা অফিস

নাজনীন নাহার—বয়স ৩০ পেরিয়েছে। ৫ বছর আগে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমিয়েছিলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকার একটি ফিসক্যাল ইন্টারমিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানে পে-রোল অপারেটর হিসেবে কাজ করে চলতো তার সংসার। রূপায়ন দেব ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন পড়াশোনা করতে। পড়াশোনার পাশাপাশি ব্রঙ্কসের একটি প্রতিষ্ঠানে কেয়ার কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করতেন তিনি। নিজের খরচের পাশাপাশি দেশের বাড়িতে বাবা মায়ের জন্যও অর্থ যেতো এই চাকুরির বেতন থেকে।

প্রতীকী ছবি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য ‘বাংলাদেশ ডে প্যারেড’

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে ‘বাংলাদেশ ডে প্যারেড’।

রোববার (১৩ এপ্রিল) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ৬৫টি সংগঠনের হাজারো প্রবাসী এতে অংশ নেন। ৬৯ স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে ৩৭ অ্যাভিনিউ হয়ে ৮৭ স্ট্রিট পর্যন্ত প্যারেডটি অগ্রসর হয়। লাল-সবুজের পতাকা ও যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা হাতে নিয়ে প্রবাসী তরুণ-তরুণীরা নেচে-গেয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা হাতে নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বর্ণাঢ্য ‘বাংলাদেশ ডে প্যারেড’

CDPAP Transition

Community Outreach Partner

• Bangla • Hindi • Urdu • Spanish

+1 347 571 1804

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যরাম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

সেলিম আদমজীর উপস্থাপনায় আসআলের বৈশাখী আয়োজন

জলি আহমেদ

নববর্ষ মানেই নতুন শুরুর আশ্বাস, প্রাণের উচ্ছ্বাস, আর শেকড়কে হৃদয়ে ধারণ করার উপলক্ষ। প্রবাসের মাটিতে সেই উৎসব যখন সাংস্কৃতিক চেতনাকে ঘিরে একত্র করে শ্রমিক, সংস্কৃতিকর্মী আর কমিউনিটির মানুষকে—তখন তা হয়ে ওঠে এক স্মরণীয় মিলনমেলা।

গত ১৩ এপ্রিল (রোববার) সন্ধ্যায়, বাংলা নববর্ষকে ঘিরে দক্ষিণ এশীয় আমেরিকান শ্রমিক সংগঠন অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার (আসআল) এর লং আইল্যান্ড চ্যাপ্টার আয়োজন করে এক অনন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উৎসবের প্রতিটি মুহূর্তে ছিল বাঙালিয়ানা, শ্রদ্ধা, ও সংহতির মেলবন্ধন। দিনটি ছিলো আসাল লঙ আইল্যান্ড চ্যাপ্টারের উদ্বোধনি দিন। অনুষ্ঠানমালায় ছিলো, সংগঠনের কর্মকর্তাদের পরিচিতি, প্রতিশ্রুতি এবং অধিকার আদায়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন সংগঠনের প্রাণপুরুষ, লং আইল্যান্ড চ্যাপ্টারের সেক্রেটারি সেলিম আদমজী। সুনামধন্য আদমজী পরিবারের এই সদস্য শুধু একজন সাংগঠনিক নেতা নন, তিনি কমিউনিটির আস্থা, এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি। তার প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় যেন নববর্ষের বৈশাখী হাওয়া ভেসে বেড়িয়েছে পুরো মিলনায়তনে।

আসআলের জাতীয় সভাপতি, প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা মাফ মিসবাহউদ্দীন ও জাতীয় সেক্রেটারি মোহাম্মদ করিম চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পুরো আয়োজনকে সমর্থন জানান এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান সবার প্রতি।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের লং আইল্যান্ড চ্যাপ্টারের নেতৃবৃন্দ। তারা হচ্ছেন, সাধারণ সম্পাদক সেলিম আদমজী, করসপন্ডিং সেক্রেটারি সৈয়দ জিল্লুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক রফিক খান, পলিটিকাল ডিরেক্টর মিয়া আলিম পাকি, ইমিগ্রেশন ডিরেক্টর সিকদার তাবরেজ, ট্রেজারার শওকত আলী, উইমেন্স কমিটি চেয়ার ড. শাহনাজ আলম, অর্গানাইজেশন ডিরেক্টর বাবর ভূঁইয়া, সহ-সভাপতি আবুল মিসবাহ উদ্দিন (হেলাল), শাহজাহান সিরাজ, কাউসার আহম্মেদ, কাজী ইসলাম জুয়েল ও আবু তৈয়ব।

বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার, ন্যায্য মজুরি ও সামাজিক ন্যায়ের প্রসঙ্গ। বক্তারা বলেন, প্রবাসে থেকেও বাঙালিরা নিজেদের সংস্কৃতি ও অধিকার নিয়ে সচেতন, এবং আসআলের ভূমিকা সে জায়গায় প্রশংসনীয়।

নববর্ষের রঙ ছুঁয়ে যায় প্রতিটি পরিবেশনায়। বাংলার গান, শেকড়ের সুর আর দেশীয় খাবারে যেন জেগে ওঠে প্রিয় মাতৃভূমির স্মৃতি। ঘরে তৈরি বিরিয়ানি, চটপটি, ফুসকা, পিঠাপুলি, আমের আচার, মিষ্টি আর গরম চা যেন স্মৃতির ডানায় চড়ে পৌঁছে দেয় গ্রামের বাড়ির উঠোনে, বৈশাখী মেলায়।

সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় মাতৃভূমির টান ছিল হৃদয়ছোঁয়া। শিল্পী জুয়েলের গাওয়া নববর্ষের গানগুলো যেন মুহূর্তেই এনে দেয় শেকড়ের সেই আত্মিক টান—“এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...”

প্রথম আলো নিউইয়র্ক, ইউএসএ বাংলা, এটিভি ইউএসএ ও বাংলাদেশ প্রতিদিনসহ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যম অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

আসআলের মূলমন্ত্র—"অফ দ্যা কমিউনিটি, ফর দ্যা কমিউনিটি"—এই ভাবনায় তারা যেমন অভিবাসী শ্রমিকদের পাশে থাকছে, তেমনি সমাজে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে গর্বের সঙ্গে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সংস্করণের সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী বলেন, ‘অনুষ্ঠানটিতে এসে মনে হচ্ছে আমরা আত্মপরিচয়ের উদযাপন করছি। প্রবাসে থেকেও বাঙালি হৃদয় জানে—সংগ্রামী মানুষেরাই সমাজ বদলের নেতৃত্ব দেয়। আর সেই সংগ্রামের সঙ্গী হয়ে ওঠে এমন একটি বৈশাখী সন্ধ্যা।’

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

আমরাই একমাত্র যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা
প্রদান করি
ZAM ZAM
TRAVEL US
আমাদের সার্ভিস সমূহঃ
এয়ার টিকেটিং
হজ্ব প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
হোটেল বুকিং
ভিসা প্রোসেসিং
ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?
বিশেষজ্ঞ দল
প্রিমিয়াম সহায়তা
যাচাইকৃত ভিসা চেকলিষ্ট
নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা
ZAM ZAM TRAVEL US
এয়ার লাইন সমূহ
SAUDIA
QATAR
Emirates
TURKISH AIRLINES
ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

CENTERLIGHT
Healthcare PACE
CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা হতে পারে।
আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে আমাদের সাহায্য করতে দিন।
আপনার PACE® -এর সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

সম্পাদকীয়

বাংলা নববর্ষ: বিশ্ববাংলার প্রাণের উৎসব

১৪২৯ সাল পেরিয়ে ১৪৩০-এ পা রাখার প্রহর। চৈত্রের খররৌদ্র শেষে বৈশাখের প্রথম প্রভাতে যে উৎসবের রেশ ছড়িয়ে পড়ে বাংলার মাটি থেকে নিউইয়র্ক, লন্ডন, টরন্টো কিংবা টোকিও পর্যন্ত—তা শুধু একটি দিনের সীমানায় আবদ্ধ নয়। বাংলা নববর্ষ বাঙালির অস্তিত্বের সুর, সংস্কৃতির আত্মপ্রকাশ, আর বিশ্ব দরবারে স্বকীয়তার অভিযাত্রা। বাংলা সনের জন্মলগ্ন জড়িয়ে আছে মোগল সম্রাট আকবরের রাজকীয় সিদ্ধান্তের সাথে। ১৫৮৪ সালে ফসলি সনকে রূপান্তরিত করে তৈরি হয় বাংলা ক্যালেন্ডার। কিন্তু এরও আগে থেকে বাংলার কৃষিজীবী সমাজ চৈত্রসংক্রান্তিতে বিদায় দিতো পুরনো বছরকে, বরণ করত নতুন ফসলের আশায় ভরা নতুন সন।

নববর্ষের এই চেতনা কেবল পঞ্জিকার পাতা নয়—এটি মাটির গন্ধে মিশে থাকা মানুষের প্রাণের হিসাব। এটি আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস, জীবনচক্র, কৃষিভিত্তিক সভ্যতা, লোকজ সংস্কৃতি এবং মানবিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। বাংলা নববর্ষ সেই বিরল উপলক্ষ, যা ধর্ম, শ্রেণি, ভাষা ও মতাদর্শের সীমারেখা মুছে দিয়ে মানুষকে মানুষ হিসেবে উদ্‌যাপনের ডাক দেয়।

বাংলা নববর্ষের উদ্‌যাপন কোনো একক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না কোনোদিনই। বরং এটি একেবারে মাটির কাছাকাছি থাকা সাধারণ মানুষের মাঝে জন্ম নিয়েছিল। কৃষিকাজ, ঋতুপরিক্রমা এবং হালখাতার সাথে এ নববর্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মুঘল আমলে রাজস্ব আদায়ের জন্য আকবরের শাসনকালে বাংলা সন চালু হলেও, এটি অচিরেই জনজীবনের অংশ হয়ে ওঠে। বছর শেষে দেনা-পাওনার হিসেব চুকিয়ে, ব্যবসায়ীরা 'হালখাতা' খুলতেন। সঙ্গে থাকত মিষ্টিমুখ, অতিথি আপ্যায়ন, উৎসবমুখর পরিবেশ।

এভাবেই বাংলা নববর্ষ হয়ে ওঠে একটি জাতির সম্মিলিত আনন্দযাত্রা। রাজধানীর রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণের অনুষ্ঠান, ঢাবির চারুকলার "মঙ্গল শোভাযাত্রা", কিংবা পাড়ায়-মহল্লায় পালিত বৈশাখী মেলা—এসবই বাঙালির প্রাণের উৎসবের বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি যখন ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তখন তার আত্মপরিচয়ের সাথে জড়িয়ে যায় বাংলা নববর্ষের এই অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক উৎসবটি। এটি এখন কেবল বর্ষবরণ নয়—একটি জাতীয় ঐক্যের দিন, একটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের রূপও বটে। যখনই দেশীয় সংস্কৃতির উপর নানা চাপ এসেছিল, তখন পয়লা বৈশাখ দাঁড়িয়েছিল এক প্রবল সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষার প্রতীক হিসেবে। সেই ধারা আজও বহমান। যতবার জাতি সংকটে পড়েছে, বাঙালি নতুন করে ফিরে তাকিয়েছে এই উৎসবের দিকে—আত্মপরিচয়ের জন্য, ঐক্যের জন্য, এবং ভবিষ্যতের আশার জন্য।

আজকের বৈশ্বিক বাস্তবতায় বাংলা নববর্ষ কেবল বাংলাদেশেই সীমিত নয়। আমেরিকা, কানাডা, যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্য কিংবা ইউরোপ—যেখানেই বাঙালি প্রবাসী সমাজ গড়ে উঠেছে, সেখানেই বাংলা নববর্ষের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

নিউইয়র্কের টাইম স্কয়ার বা জ্যাকসন হাইটস থেকে শুরু করে টরন্টোর স্কারবরো, লন্ডনের ইস্ট ল্যান কিংবা মেলবোর্নের ড্যান্ডেনং—সবখানে মঞ্চস্থ হচ্ছে বৈশাখী গান, মেলা, পান্তা-ইলিশের আয়োজন, আর শিশুদের ঐতিহ্যবাহী সাজে সজ্জিত করে প্রজন্মের মধ্যে বাঙালিয়ানা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই উৎসব শুধু আনন্দের নয়—এটি প্রবাসী প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা, ইতিহাস ও মূল্যবোধের পাঠশালা। দ্বিতীয় প্রজন্মের কিশোরী তানিশা যখন ক্যালিফোর্নিয়ার স্কুলে বাংলা নববর্ষের প্রেজেন্টেশন দেয়, তখন সে শুধু একটি উৎসবের কথা বলে না—বলে একটি জাতির গল্প।

গ্রামীণ বাংলায় নববর্ষের সকাল শুরু হয় পান্তা-ইলিশ দিয়ে। শহুরে জীবনে যেখানে ইলিশের দাম নিয়ে হাহাকার, সেখানে এই খাবারই হয়ে ওঠে সামাজিক সমতার বার্তাবাহক। হালখাতা, বৈশাখী মেলা, লাঠিখেলা কিংবা নৌকাবাইচ—বৈচিত্র্যের মাঝেই একাত্মতা খুঁজে পায় বাঙালি।

লন্ডনের ব্রিকলেনে বৈশাখী মেলায় যখন বাউল গানের সুর ভেসে যায়, টরন্টোর স্টিলস অ্যাভিনিউয়ে যখন মাইকের মাধ্যমে বেজে ওঠে নজরুলের "কারার ঐ লৌহকপাট", তখন বোঝা যায়—বাংলা নববর্ষের সীমানা এখন ভৌগোলিক নয়, বিশ্বজনীন।

নিউইয়র্কের টাইম স্কয়ারের প্রবাসীরা মিলে আয়োজন করেন বৈশাখী উৎসব। সেখানে রবীন্দ্র সঙ্গীত থেকে শুরু করে বাংলা র‍্যাপ পর্যন্ত শোনা যায়। দুবাইয়ের ১৪৮ তলার বুর্জ খলিফার নিচে বসে বৈশাখের পান্তা ভাতের আয়োজন। টোকিও নগরীতে জাপানি বন্ধুরা শিখছে আল্পনা আঁকা, আর বাংলাদেশি শিশুরা শার্টে লিখে চলেছে "সবাই কে সালাম!"

এই উৎসব শুধু আনন্দের নয়—এটি প্রবাসী প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা, ইতিহাস ও মূল্যবোধের পাঠশালা। দ্বিতীয় প্রজন্মের কিশোরী তানিশা যখন ক্যালিফোর্নিয়ার স্কুলে বাংলা নববর্ষের প্রেজেন্টেশন দেয়, তখন সে শুধু একটি উৎসবের কথা বলে না—বলে একটি জাতির গল্প।

এই বিশ্ববাংলার নববর্ষ আজ এক নতুন সংহতির প্রতীক। এখানে প্রবাসীরা তাঁদের শিশুদের শেখাচ্ছেন বাংলা গান, কবিতা, আবৃত্তি—যাতে তাঁদের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। এখানে নববর্ষ কেবল নস্টালজিয়ার উপলক্ষ নয়, বরং সাংস্কৃতিক টিকে থাকার সংগ্রামের এক বর্ণময় কৌশল। আমরা অনেক সময় নববর্ষকে রাজনৈতিক চশমায় দেখি, বা নানা বিতর্কে জড়িয়ে ফেলি। কিন্তু এ উৎসবটি বরাবরই এক শান্তিপূর্ণ, অন্তর্দর্শী ও প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক আয়োজনে পরিণত হয়েছে। এ দিনটি আমাদের শেখায়, কেমন করে ঐতিহ্যকে আধুনিকতার সঙ্গে মেলানো যায়, কেমন করে একটি জাতি তার আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখে পরিবর্তনের জোয়ারে।

বাংলা নববর্ষ আমাদের অন্তরে যে সৌন্দর্য, মানবতা, শিল্পবোধ এবং সহনশীলতা জাগিয়ে তোলে—তা কোনো বিভেদের নয়, বরং তা সম্প্রীতির। এটি একটি অসাম্প্রদায়িক, সর্বজনীন চেতনার প্রকাশ। বাংলা নববর্ষকে আরও বিস্তৃতভাবে উদযাপন করতে হলে আমাদের প্রয়োজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মেলা-আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। পাশাপাশি আমাদের গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও উচিত এই উৎসবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তুলে ধরা, শুধুমাত্র ইলিশ-পান্তা বা সাজ-পোশাকের মধ্যেই আটকে না থেকে।

বাংলা নববর্ষ কেবল একটি ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টানো নয়—এটি বাঙালির অন্তর্গত প্রাণের প্রকাশ। এটি সময়ের প্রবাহে জড়িয়ে থাকা একটি সংস্কৃতি-চর্চা, যা আমাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি গড়ে দেয়। আজকের বিশ্বে, যেখানে জাতিসত্তা নানা সংকটে, বৈশ্বিক প্রবাহে শেকড় হারানোর ভয়, সেখানে বাংলা নববর্ষ আমাদের মনে করিয়ে দেয়—আমরা বাঙালি, আমাদের একটি ভাষা আছে, একটি সংস্কৃতি আছে, একটি আত্মা আছে।

তাই বাংলা নববর্ষ হোক প্রতিবার নতুন করে আত্ম-অনুসন্ধানের, ঐক্যের এবং আনন্দযাত্রার অঙ্গীকার। আনন্দের নামেই হোক বা মঙ্গলের—এ নববর্ষ হোক আমাদের সকলের, সারা বিশ্বের -বিশ্ববাংলার।

বাংলাদেশ-চীন বন্ধুত্ব, ভারতের আহাজারি

ড. ইজাজ আহসান

গত পনেরো বছর ধরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি ছিল একান্তভাবে ভারত-কেন্দ্রিক। অনেক ক্ষেত্রে অবস্থা এমন ছিল যে, দিল্লির হুকুমের ওপর নির্ভর করত কার সাথে কি সম্পর্ক হবে। যেমন পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা, সার্কের মতো একটা প্রতিশ্রুতিশীল সংস্থাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার ক্ষেত্রে ভারতের সাথে তাল মিলিয়ে চলা, এমনকি দিল্লির পরামর্শের ওপর চীনের সাথে সম্পর্ক নির্ণয় করা। তিস্তা প্রকল্পে রাতারাতি চীনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ভারতকেই এই প্রকল্পের যোগ্য কারিগর বলে ঘোষণা করা। তার ফলে ভারত ছাড়া আর কোনো রাষ্ট্রের সাথেই বলতে গেলে তেমন গঠনমূলক সম্পর্ক স্থাপনে বাংলাদেশের সফলতা ছিল না।

বিশেষ করে ক্ষমতা হারানোর আগ মুহূর্তে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। একপ্রকার তাকে শূন্য হাতে চীন থেকে সফর শেষ হওয়ার একদিন আগেই ফিরে আসতে হয়। কারণ চীন ততক্ষণে যা বোঝার তা বুঝে গেছে। তাদের বিশ্বানই ছিল–এই সরকার ভারতের হুকুমের বাইরে আসতে পারবে না তা নিশ্চিত। অতএব তাকে আর খাতির করার দরকার কি। তাই ভারতের একান্ত বাধ্য অনুগত একটা সরকার পাশে থাকায় বেশ মুখেই দিন কাটছিল ভারতের। আর হবেই বা না কেন পৃথিবীর কোনো দেশ আছে, যে তার জনগণের ভাগ্য আর অধিকারকে পদদলিত করে শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্য এভাবে অন্য দেশের খায়ের খাঁ গিরি করে।

কিন্তু বিধি বাম। এভাবে যে চট করে গণেশ উল্টে যাবে তা কি কেউ ভেবেছিল। স্বভাবিকভাবেই এখানে দুঃখ-হতাশা আর ক্ষোভের কারণ আছে। চিতার আগুনে যেমন নিজের একান্ত প্রিয়জনের দেহ জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যায় শুধু তাকিয়ে থাকতে হয় তেমনি ভারতের কাছেও ঘটনাটা একান্ত হৃদয় বিদারক ছিল। ফলে মুহূর্তেই তাদের হিংসা বিদ্বেষ আর আহাজারির বহিপ্রকাশ ঘটে খোলাখুলি। বিশেষ করে ভারতীয় মিডিয়া সাংবাদিকতার সব রীতিনীতি ভেঙে আক্রোশে ফেটে পড়ে। অনেকের মতে ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাই এ হেন আচরণের মূল কারণ।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধরনের ঘটনায় খুব সতর্ক ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান হয়। যেমন সিরিয়ার বাসার আল আসাদ ইরান ও রাশিয়ার একান্ত অনুগত হলেও পালিয়ে যাওয়ার পর এরা কিন্তু তাকে নিয়ে তেমন কোন কিছু বলেনি। রাশিয়া শুধু মাত্র তাকে আশ্রয় দিয়েছে, এর বেশি কিছু না। এমনকি অনেক দেশ এই পলাতক আসামিদের আশ্রয়ও দেয় না। যেমন ইরানের রেজা শাহকে যাকে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতা হারানোর পর আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। যদিও পশ্চিমাদের একান্ত অনুগত বলে তিনি পরিচিত ছিলেন। ভারত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শুধু আশ্রয় দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তাকে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরাতে সব রকম সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। আর শুধু প্রধানমন্ত্রীকেই নয় তার একগাদা সাঙ্গপাঙ্গদের আশ্রয় দিয়েছে ভারত। এতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকেই বরং ক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার কথা।

ভারতের এহেন আচরণ কূটনৈতিক বোদ্ধাদের হতবাক করেছে। যাই হোক সে কথায় পরে আসছি। নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী–প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে। ভারতের এই আচরণে বাংলাদেশের ক্ষতি না হয়ে বরং লাভ হয়েছে বেশি। প্রথমেই ভারত বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। যার সঙ্গত কোনো কারণ নেই। এমনকি ভারতের চিকিৎসকরা বাংলাদেশিদের চিকিৎসা প্রদান করা থেকে বিরত থাকবেন বলে প্রকাশ্যে বয়ান দেন। যেটা একান্ত অমানবিক। চিকিৎসা মত সেবায় কোনো রাজনীতি চলে না, চলে না কোনো ভেদাভেদ।

মনে করা হয়েছিল, এতে বোধহয় বাংলাদেশের রোগীরা চিকিৎসা না পেয়ে মারা পড়বে। কিন্তু এই সুযোগ চীন হাতছাড়া করেনি। চীনে বাংলাদেশিদের সব রকম সহায়তা দিতে এগিয়ে আসে। শুধু তাই নয় এখানে একটা বিশেষায়িত হাসপাতাল করার উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে চীন। এদিকে ভিসা বন্ধের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে পড়া শুরু হয়েছে। হোটেল-রেস্তোরাঁ ব্যবসায় ধস নেমেছে। অনেক হাসপাতাল রোগী শূন্য। ভারতের এই আচরণ বাংলাদেশকে চীনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অতীতে চীনের সাথে সম্পর্ক যেভাবে রেখে ঢেকে করতে হতো এখন তা প্রকাশ্যে চলে এসেছে। বিশেষ করে অধ্যাপক ইউনুসের চীন সফরে ব্যাপারটা একেবারেই সবার কাছে খোলাসা হয়ে গেছে। যদিও সফরটা কোনো রাষ্ট্রীয় সফর ছিল না। ব্যাপারটা ছিল বোয়াও সম্মেলনে যোগদান। কিন্তু তাকে যেভাবে বিশেষ বিমান পাঠিয়ে অভ্যর্থনা জানান হয়েছে তা থেকেই পরিষ্কার চীন বাংলাদেশ সম্পর্ক এখন কোন পর্যায়ে।

চীনের সাথে বাংলাদেশের এই সম্পর্ক বিভিন্ন দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব মোড়লের সব থেকে উঁচুতে আছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা ভারতের চোখে বাংলাদেশকে দেখছিল। মোটকথা ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার চৌকিদারি প্রদান করেছিল। কিন্তু তা যে কতটা ভুল ছিল তা তারা ইতিমধ্যে টের পেয়েছে। এখন যদি ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর আরও চাপ বৃদ্ধি করে তবে বাংলাদেশ চীনের দিকে আরও বেশি ঝুঁকে পড়বে। অর্থনৈতিক লাভ-অলাভ বাদ দিলাম ভারতের গোলযোগপূর্ণ সাতটি রাজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের জন্য জীবনমরণ সমস্যা। ভারত ইতিপূর্বে এই রাজ্যগুলোর সাথে যোগাযোগের জন্য বাংলাদেশের ট্রানজিট সুবিধা নিয়েছে। এখন যদি তা বন্ধ হয়ে যায় তবে মহাবিপদ।

এই বিপদে ঘি ঢেলেছেন অধ্যাপক ইউনুস। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে একটা শক্তিশালী অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি। এটা হলে ভারত এই রাজ্যগুলোর ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাবে। বাংলাদেশের ও চীনের শক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

আরেক বড় সমস্যার সমাধানের পথে বাংলাদেশ এগিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আর তা হলো রোহিঙ্গা সমস্যা। চীনের সহায়তা ছাড়া এ সমস্যার কোনো সমাধান আশা করা কঠিন। কিন্তু জাতিসংঘের মহাসচিবের বাংলাদেশ সফর আর অধ্যাপক ইউনুসের চীন সফরের পর এর সমাধানের পালে হাওয়া লাগতে শুরু করেছে। বিমসটেক সম্মেলনে মিয়ানমার সরকার লক্ষাধিক শরণার্থীর জাতীয়তা স্বীকার করে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলেছে। রোহিঙ্গা সমস্যার পিছনে ভারতেরও হাত আছে এমনটা অনেকেই মনে করে থাকে। কিন্তু চীন যদি এগিয়ে আসে তবে ভারতের তেমন কিছু করার থাকবে না।

তাই ভারতের আহাজারি আর আস্ফালন আর কী কাজে আসবে বলে মনে হয়? অনেক দিন ধরে গোসা করে থাকার পর নরেন্দ্র মোদি অধ্যাপক ইউনুসের সাথে বৈঠক করেছেন। মুখ গোমড়া করে থাকলেও কথা হয়েছে অনেক বিষয়ে। এমন কি পালিয়ে যাওয়া আসামিদের ফেরত চাওয়া নিয়েও নাকি কথা হয়েছে। ভারত বুঝতে পেরেছে বাংলাদেশ এখন আর তাদের নেই। এখন গোসা বা আস্ফালন করার চড়া মূল্য দিতে হবে। চীনের অর্থ প্রযুক্তি বিনিয়োগ উন্নয়নের অভিজ্ঞতা–এর সবই বাংলাদেশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। যেহেতু চীন ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী তাই বাংলাদেশের সাথে চীনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন ভারত আর মার্কিনিরা সেই বাধা তুলে দিয়েছে নিজেদের অজান্তেই। চীনের প্রভাব বলয়ের বাইরে সম্ভবত বাংলাদেশই শেষ রাষ্ট্র ছিল। এর আগে নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তা ন–সবাই চীনা বলয়ের মধ্যে চলে গিয়েছে। এখন চীনা বলয় বিস্তৃতি লাভ করেছে ইরান থেকে নিয়ে ভিয়েতনাম পর্যন্ত। তাই বাংলাদেশের সাথে লাগতে যাওয়া হচ্ছে সাপের ল্যাজে পা দেওয়ার মতো কাজ। আশা করি ভারতের কাণ্ডজ্ঞান আছে। মনের কষ্ট মনে রেখে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করবে।

লেখক: ওমান প্রবাসী শিক্ষক

ফ্রান্সে চিকিৎসা সুবিধা: যতটা মানবিক, ততটাই বাস্তব

শাহাবুদ্দিন শুভ

ফ্রান্সের চিকিৎসা ব্যবস্থা বরাবরই আমাকে গভীরভাবে বিস্মিত করেছে। একটি দেশের উন্নত স্বাস্থ্যসেবার সংজ্ঞা কেবল প্রযুক্তি বা আধুনিক হাসপাতাল দিয়ে নয়, মূলত সেটি নির্ধারিত হয় সেই ব্যবস্থার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা। আর ফ্রান্স এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এখানে মানুষ আগে সে সাদা না কালো, মুসলিম না খ্রিষ্টান, বৈধ না অবৈধ, নাগরিক না আশ্রয়প্রার্থী, সে বিষয় নয়। প্রধান বিষয় হলো, এই মানুষটির মৌলিক অধিকার-বিশেষত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। মানবতার এ জয়গান আমার হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়।

আমার পরিচিত এক বাংলাদেশি রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী ফ্রান্সে আসার পরপরই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবাক করার মতো ঘটনা ঘটে- মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটি অ্যাম্বুলেন্স ও একজন চিকিৎসক উপস্থিত হন। তার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি দেখে আরও ১০ মিনিটের মধ্যে আসে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স! হেলিকপ্টারে করে তাকে দূরবর্তী এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তার সুচিকিৎসা শুরু হয়। এমন দ্রুততা, মানবিকতা ও সমন্বয় দেখে আমি হতবাক হয়ে যাই।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এমন কিছু কল্পনাও করা যায় না। বাংলাদেশে অ্যাম্বুলেন্স পেতে হলে অনেকেরই জীবন বাজি রাখতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই শুধু টাকা দিয়েও সময়মতো চিকিৎসা পাওয়া যায় না। সরকারি হাসপাতালগুলোতে ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা, আর বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপে রোগীরা যেন দ্বিগুণ কষ্টে পড়ে। চিকিৎসা সেখানে সেবা নয়, একটি বানিজ্যিক সেবা মাত্র।

ভারতের অভিজ্ঞতা ও ফ্রান্সের তুলনা

২০২৩ সালে আমি ভারতের চেন্নাইয়ে অবস্থিত রামাচন্দ্র হাসপাতালে একবার চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলাম। সেখানকার চিকিৎসক অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তারা আমার লিভারে সামান্য চর্বি জমা (ফ্যাটি লিভার) রয়েছে বলে জানান এবং ওষুধ দেন। ঢাকায় ফেরার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক লিভার বিশেষজ্ঞকেও দেখাই। তিনি আরও কিছু ওষুধ দেন এবং পরামর্শ দেন নিয়মিত সেগুলো খাওয়ার জন্য।

এরপর আমি ফ্রান্সে আসার কিছু দিন পর স্থানীয় এক জেনারেল ফিজিশিয়ানের শরণাপন্ন হই। তিনি ঢাকার চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন দেখে চমকে ওঠেন। তার চোখ-মুখে উদ্বেগ ফুটে ওঠে। তিনি জানালেন, এই ধরনের ওষুধ ফ্রান্সে খুব সহজে কাউকে দেওয়া হয় না। এরপর তিনি আমাকে একজন গ্যাস্ট্রো-লিভার বিশেষজ্ঞের কাছে রেফার করেন।

ফ্রান্সের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম আছে- আপনি চাইলেই সরাসরি কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যেতে পারবেন না। আগে একজন জেনারেল প্র্যাকটিশনার আপনাকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং মনে করলে বিশেষজ্ঞের কাছে রেফার করবেন। আবার চাইলেই বিশেষজ্ঞের এপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় না, এক্ষেত্রে এক-দুই মাস অপেক্ষা করতে হয়। আমার সৌভাগ্যবশত অপেক্ষার সময় খুব বেশি লাগেনি।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমার পুরোনো প্রেসক্রিপশন দেখে মাথা নাড়লেন এবং প্রশ্ন করলেন, কেন এমন ওষুধ দেওয়া হয়েছে? এরপর তিনি দীর্ঘমেয়াদি কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান, যেগুলো করতে প্রায় দেড় মাস সময় লেগে যায়। প্রতিটি পরীক্ষার পর আমি তাকে মেইলে রিপোর্ট পাঠাতাম এবং তিনি সেখান থেকেই ওষুধ পরিবর্তন করে দিতেন। যখন সব রিপোর্ট শেষ হলো, আমি আবার তার কাছে যাই। তিনি বললেন, বড় ধরনের কোনো সমস্যা নেই, শুধু বছরে একবার পরীক্ষা করলেই চলবে। সবচেয়ে মানবিক যে দিকটি আমার চোখে পড়েছে, তা হলো-প্রথম সাক্ষাতে আমি যেসব পারিবারিক তথ্য দিয়েছিলাম, তিনি সেগুলো স্মরণ রেখেছেন। তিনি জানতে চাইলেন, আমার স্ত্রী ও কন্যারা কেমন আছেন। এমন আন্তরিকতা দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ হই।

একটি চলন্ত গাড়ির মধ্যে কান পরীক্ষা

এক দিন সকালে স্থানীয় একটি সুপারমার্কেটে গিয়েছিলাম। সেখানকার পার্কিং লটে একটি বড় গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে একটি পোস্টারে চোখ আটকে যায়। তাতে লেখা- 'ফ্রি কানের চিকিৎসা।' আমি বিস্ময় নিয়ে ভেতরে ঢুকে একজন নার্সকে জিজ্ঞেস করি, আমি কি এখানে আমার কান পরীক্ষা করাতে পারি? তিনি হাসিমুখে আমাকে স্বাগত জানান, অনলাইনে একটি ফর্ম পূরণ করেন এবং গাড়ির ভেতরে থাকা যন্ত্রপাতি দিয়ে আমার কানের সব ধরনের পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার শেষে আমাকে এক কাপ কফি ও একটি কলা দিয়ে বিদায় জানান। আর বাসায় ফেরার আগেই আমার ইমেইলে জানিয়ে দেন যে মাসের শেষ সপ্তাহে আরেকটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা : একই কাজ, ভিন্ন চিত্র

এই কানের অভিজ্ঞতা যখন স্মরণ করি, তখন আমার দেশের একটি ঘটনা মনে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামী নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ- যিনি আমার পরিচিত- তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে পরীক্ষা করে কিছু টেষ্ট দেন। টেষ্টের জন্য তিনটি আলাদা রুমে যেতে হয়। সেখানে হেডফোন পরিয়ে বিভিন্ন সাউন্ড টোনে পরীক্ষা করেন। তবে বিষয়টি এতটাই যান্ত্রিক ছিল যে, কোনো রোগীর সাথে সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। অথচ আমি ফ্রান্সে সম্পূর্ণ অচেনা একটি জায়গায়, অচেনা একজন চিকিৎসকের কাছ থেকে যে আন্তরিকতা পেয়েছি, তা আমাকে চমৎকৃত করেছে।

একটি দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা কেমন হবে, সেটি নির্ভর করে তার নীতিমালা, চিকিৎসকদের মনোভাব ও নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ববোধের উপর। ফ্রান্সে আমি যা দেখেছি, তা নিছক চিকিৎসা নয় এ এক নিখাদ মানবিকতার প্রকাশ। বাংলাদেশেও এরকম ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব, যদি আমরা মানবিকতা ও দায়িত্ববোধকে অগ্রাধিকার দিই। চিকিৎসা যেন হয় সেবা, ব্যবসা নয় - এই চেতনা রাষ্ট্রযন্ত্র, চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে গেঁথে দিতে পারলেই সম্ভব এক নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখা।

লেখক : ফ্রান্স প্রবাসী সাংবাদিক, লেখক ও কলামিষ্ট
ahmedshuvo@gmail.com

ফিলিস্তিন নিয়ে আরব নেতাদের নীরবতা

সাদিয়া সুলতানা

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে কয়েক দশক ধরে চলমান দমন-পীড়ন, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সামরিক আগ্রাসনের ইতিহাস নতুন কিছু নয়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসরায়েলি বাহিনীর নৃশংস হামলা, বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা, শিশু হত্যা, হাসপাতাল ধ্বংস এবং খাদ্য ও জ্বালানি অবরোধের মতো কর্মকাণ্ডগুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যেমন তীব্র নিন্দা পেয়েছে, তেমনি তা অনেক আরব দেশের সরকারের পক্ষ থেকে এসেছে নীরবতা ও অস্পষ্ট অবস্থান। এ নীরবতা শুধু রাজনৈতিক নয়, একধরনের নৈতিক ব্যর্থতাও বটে, যা মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা বিশ্বের জনমানসের কাছে প্রশ্ন আকারে হাজির হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন রিপোর্টে গাজা অঞ্চলে যুদ্ধাপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ২০২৩ সালের শেষ ভাগ থেকে ২০২৪ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত পরিচালিত সামরিক অভিযানে গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে। ইসরায়েলি বোমা হামলায় বহু হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্র ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে আহত মানুষের সেবা পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পানি, খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বিঘ্নিত করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

জাতিসংঘ বলছে, গাজার ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। শিশুদের পুষ্টিহীনতা আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এসব কর্মকাণ্ডকে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা ‘মানবতাবিরোধী অপরাধ’ হিসেবে বিবেচনা করছেন।

আরব বিশ্বের নীরবতা: সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, বাহরাইন, মরক্কোসহ বেশ কয়েকটি আরব রাষ্ট্র দৃশ্যত ফিলিস্তিন ইস্যুতে একধরনের কৌশলগত নীরবতা বজায় রাখছে। একসময় যেসব দেশ ফিলিস্তিনের পক্ষে ছিল, আজ তাদের অনেকে ইসরায়েলের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী।

> অধিকাংশ আরব দেশে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় চলে। ফিলিস্তিন ইস্যুতে কথা বললে আমেরিকা তাদের বিরুদ্ধে নাখোশ হতে পারে। সে জন্য তারা নীরবতার ভূমিকা পালন করছে। তবে আরব নেতারা নীরব থাকলেও এসব দেশের জনগণ প্রতিবাদ জারি রেখেছে।

সৌদি আরবের দ্বৈত ভূমিকা: সৌদি আরব একদিকে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের দাবিদার, অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসনের সময় সৌদি আরব বিবৃতি দিলেও তা ছিল কূটনৈতিক ভাষায় জড়ানো—কোনো কঠোর নিন্দা নয়, কার্যকর কোনো পদক্ষেপও নয়।

মিসরের সীমিত প্রতিক্রিয়া: মিসর, যেটি গাজার একমাত্র চতুর্থ দিকের সীমান্ত রাফাহ ক্রসিং নিয়ন্ত্রণ করে, তারাও ইসরায়েলি চাপে এই সীমান্ত প্রায়ই বন্ধ রেখেছে। ফলে খাদ্য ও চিকিৎসাসামগ্রী গাজায় পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

আমিরাত, বাহরাইন ও মরক্কো: এই দেশগুলো ২০২০ সালে আমেরিকার মধ্যস্থতায় ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে (আব্রাহাম চুক্তির মাধ্যমে)। এর পর থেকে তারা সরাসরি ফিলিস্তিন ইস্যুতে নীরব থেকেছে বা খুব সীমিত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে।

নীরবতার কারণগুলো: আরব রাষ্ট্রগুলোর এ ধরনের নীরবতার পেছনে রয়েছে একাধিক কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ।

অনেক আরব রাষ্ট্র ইসরায়েলকে এখন শুধু একটি আঞ্চলিক শক্তি নয়, বরং প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অংশীদার হিসেবে দেখছে। ইরানকে হুমকি মনে করে অনেক উপসাগরীয় রাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নকে নিরাপত্তা কৌশলের অংশ হিসেবেও বিবেচনা করছে।

অধিকাংশ আরব দেশে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় চলে। ফিলিস্তিন ইস্যুতে কথা বললে আমেরিকা তাদের বিরুদ্ধে নাখোশ হতে পারে। সে জন্য তারা নীরবতার ভূমিকা পালন করছে।

তবে আরব নেতারা নীরব থাকলেও এসব দেশের জনগণ প্রতিবাদ জারি রেখেছে। জর্ডান, মিসর, মরক্কো, ইয়েমেন, লেবাননসহ বহু দেশে হাজার হাজার মানুষ ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় বইছে।

উল্টো দিকে তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া—এই দেশগুলো তুলনামূলকভাবে সরব থেকেছে। তুরস্ক কূটনৈতিকভাবে সক্রিয় থেকেছে, ইরান রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন দিয়েছে, মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া কঠোর নিন্দা জানিয়েছে। বাংলাদেশও জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছে।

ফিলিস্তিন ইস্যু শুধু একটি ভৌগোলিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নয়, এটি একটি ন্যায়-অন্যায়, মানবতা ও নিপীড়নের লড়াই। আরব নেতাদের নীরবতা এ নিপীড়নকে বৈধতা দিচ্ছে, যা শুধু ফিলিস্তিনিদের জন্য নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্যই হুমকি। এই অবস্থান পরিবর্তনের জন্য দরকার আরব দেশগুলোর জনগণের শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাপ। তারা নৈতিক অবস্থান স্পষ্ট না করলে আজ যারা নীরব, কাল তারা নিজেরাই নিপীড়নের শিকার হতে পারে।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

INTERLINKED360

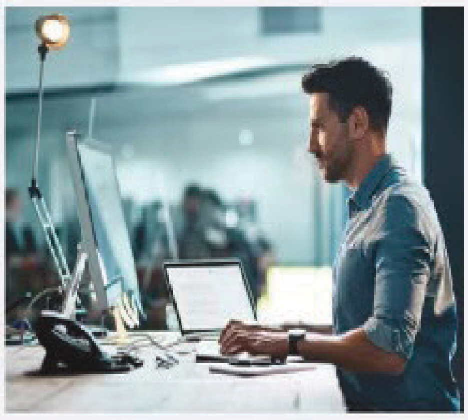

জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই
আমাদের সেবা সমূহ

- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট
- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
যোগাযোগ মাধ্যমঃ
516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

৪র্থ বাংলাদেশ রেমিট্যান্স ফেয়ার ২০২৫

বৈধ রেমিট্যান্স, উন্নত বাংলাদেশ

Bangladesh Remittance Fair 2025

১৯-২০ এপ্রিল ২০২৫
(শনিবার এবং রবিবার)

বিকাল ৩টা - রাত ৮ টা

সানাই রেস্তোরাঁ ও পার্টি হল
জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক, ইউএসএ

ENTRY FREE

মেলার আকর্ষণ

- মেলায় থাকবে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২০টির অধিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- মানি ট্রান্সফার কোম্পানির অংশগ্রহণ
- প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ
- রেমিট্যান্স অফশোর ব্যাংকিং ও প্রবাসী ব্যবসা সংক্রান্ত সেমিনার আলোচনা এবং প্রশ্ন/উত্তর পর্ব
- সেরা ১০ বাংলাদেশি-আমেরিকান রেমিট্যান্স প্রেরককে পুরস্কার প্রদান
- বাংলাদেশের শীর্ষ ৩ রেমিট্যান্স রিসিভার ব্যাংককে পুরস্কার প্রদান
- শীর্ষ ৩ মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি/ রেমিট্যান্স চ্যানেল পার্টনারকে পুরস্কার প্রদান
- রেমিট্যান্স নেটওয়ার্কিং ডিনার ও প্রবাসী নেটওয়ার্কিং ডিনার

মেলায় অংশগ্রহণ করছে

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- মানি ট্রান্সফার অপারেটর
- রেমিট্যান্স চ্যানেল পার্টনার
- মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস
- অফশোর ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী
- মানি ট্রান্সফার এবং রেমিট্যান্স অ্যাপ
- প্রবাসী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দ

কারা মেলা পরিদর্শন করবেন?

- রেমিট্যান্স প্রেরণকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি প্রবাসী
- পেশাজীবী সম্প্রদায় ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্য
- প্রবাসী ফোরাম ও সমিতির সদস্য
- প্রবাসী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী প্রমুখ

স্টল বুকিং ও যোগাযোগ
+১(৩৪৭)৬৫৬-৫১০৬ | +১(৩৪৭)৮৬৪-১২১৮
info@bangladeshremittancefair.com

অতিথিবৃন্দ

প্রধান অতিথি

জনাব ড. আহসান এইচ মনসুর
মাননীয় গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

বিশেষ অতিথি

জনাব ড. মো. হাবিবুর রহমান
ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

জনাব মো. হাফিজুর রহমান
প্রশাসক, এফবিসিসিআই

জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী
চেয়ারম্যান, সোনালী ব্যাংক পিএলসি

জনাব আব্দুল হাই সরকার
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস

এছাড়া বাংলাদেশ এবং আমেরিকার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ মেলায় উপস্থিত থাকবেন

In association with: FBCCI
Media Partners: বণিক বার্তা, The Business Standard, TBN24, ঠিকানা
Organized by: BUSCCI, USA-Bangladesh Business Links

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ক্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

আগামী রমজানের আগে নির্বাচন চায় জামায়াত

ঢাকা ডেস্ক

আগামী রমজানের আগে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর গুলশানে মার্কিন ডেপুটি হেড অব মিশনের বাসভবনে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোল চুলিকের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা জানান জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।

বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, এমন প্রশ্নের জবাবে শফিকুর রহমান বলেন, 'তারা জানতে চেয়েছে, আমরা কখন নির্বাচন চাচ্ছি। আমরা বলেছি, সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এ বছরের ডিসেম্বর অথবা আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচন দিতে চেয়েছে। আমরা প্রধান উপদেষ্টার কমিটমেন্ট ঠিক আছে কি না, দেখতে চাই।'

শফিকুর রহমান আরও বলেন, 'জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করলে বর্ষা, ঝড়ঝাপটা, বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে।

ড্রামা সার্কলের জমকালো বর্ষবরণ উৎসব

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী নাট্যসংগঠন ড্রামা সার্কল তার ৩০ বছরের ধারাবাহিকতায় আবারও উদযাপন করলো বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। ১৪ এপ্রিল, সোমবার, উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে অনুষ্ঠিত এই বৈশাখী বর্ষবরণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল।

বিকেল থেকেই অনুষ্ঠানস্থলে আসতে থাকেন শত শত অতিথি। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অতিথিদের পান্তা ইলিশ দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এই পর্বের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ড্রামা সার্কলের প্রতিষ্ঠাকালীন সভানেত্রী এবং বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্কের সাবেক সভানেত্রী নার্গিস আহমেদ।

রাত ৮টায় মূলমঞ্চে শুরু হয় শুভেচ্ছা বক্তব্য ও বৈশাখী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ড্রামা সার্কলের সভাপতি আবীর আলমগীর এর সঞ্চালনায় একে একে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নার্গিস আহমেদ, এম এম শাহীন (সাবেক সংসদ সদস্য, সাপ্তাহিক ঠিকানা), নাজমুল আহসান

(সাপ্তাহিক পরিচয়) , এম ওয়াজেদ আলী খান (সাপ্তাহিক বাংলাদেশ), ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন (সাপ্তাহিক প্রথম আলো), শাহাব উদ্দিন সাগর (সাপ্তাহিক নবযুগ), জাকারিয়া মাসুদ জিকু (সাপ্তাহিক নিউইয়র্ক সময়) এবং মাহফুজুর রহমান (বর্ণমালা সম্পাদক)

শুভেচ্ছা পর্বের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক আয়োজন। ড্রামা সার্কলের শিল্পীরা পরিবেশন করেন উদ্বোধনী বৈশাখী সংগীত। এতে অংশ নেন চন্দন চৌধুরী, জাফরিন আবেদীন, লেমন চৌধুরী, কান্তা আলমগীর এবং ফারহানা তুলি।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন হোসেন জব্বার শৈবাল এবং ফারজানা মমো। মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে নীলা ড্যান্স একাডেমি এবং অন্তরা সাহা নৃত্য দল। আবৃত্তি পরিবেশন করেন ডাঃ ফারুক আজম। যন্ত্র সংগীতে ছিলেন, কীবোর্ডে: মাসুদ রহমান , অক্টোপ্যাডে: তুষার রঞ্জন, বেজ গীটারে: আকাশ আহসান

এবছরের আয়োজনে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় ড্রামা সার্কলের উপদেষ্টা ও কমিউনিটির প্রবীণ ব্যক্তিত্ব ডঃ দেলোয়ার হোসেন এবং তাঁর সহধর্মিণী ডাঃ দিলরুবা হোসেন-কে। তাঁদের ড্রামা সার্কলের দীর্ঘদিনের কার্যক্রমে অবদান এবং ২০১৯ সালে নিউইয়র্কের নাসাউ কলিসিয়াম-এ অনুষ্ঠিত ৩৩তম ফোবানা সম্মেলনের সফল আয়োজনের জন্য এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

প্রতি বছরের মতো এবারও শ্রেষ্ঠ বৈশাখী সাজে নির্বাচিত দুজনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিচারক ছিলেন "দি বিউটিফুল লেডিস অফ ইউএসএ"-এর এডমিন সিলভি এবং নাদিয়া।

৩০ বছরের এক অবিচল ধারায় ড্রামা সার্কল নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য একটি অনন্য বৈশাখী উদযাপন উপহার দিয়ে চলেছে। এবারের আয়োজনও তার ব্যতিক্রম ছিলো না—গান, নাচ, কবিতা, আড্ডা আর ভালোবাসায় ছিলো এক অনন্য বাঙালিয়ানার মেলা।

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিজয়ধ্বনিতে গোটা এলাকা প্রকম্পিত করেন।

প্যারেডের শুরুতে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস, স্টেট সিনেটর জন ল্যু, স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান জোহরান মামদানীসহ অন্যান্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। তারা এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন।

'হিউম্যানিটি অ্যাম্পাওয়ারমেন্ট রাইটস ফাউন্ডেশন'-এর সহযোগিতায় প্যারেডের সামগ্রিক দায়িত্বে ছিল 'বাংলাদেশ সোসাইটি'। চমৎকার আবহাওয়ায় প্যারেড অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম।

এই প্যারেডের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বহুজাতিক সমাজে নিজেদের অবস্থানকে আরও জোরালোভাবে প্রদর্শন করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও বাঙালিদের এই সুশৃঙ্খল ও বর্ণাঢ্য আয়োজনে মুগ্ধ হয়ে অভিবাদন জানান।

একাত্তরে গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে ক্ষমা চাইতে বলেছে ঢাকা

জানালেন পররাষ্ট্রসচিব

ঢাকা ডেস্ক

একাত্তরে গণহত্যার ক্ষমা চাওয়া, বাংলাদেশের টাকা ফেরত নেওয়া ও আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ফেরত নিতে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে পাকিস্তানের কাছে। বাংলাদেশে সফররত পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব আমনা বালুচের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই তথ্য জানিয়েছেন পররাষ্ট্রসচিব মো. জসীম উদ্দিন। তিনি জানান, বাংলাদেশের টাকা ফেরত দিতে আলোচনা এগিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে ইসলামাবাদ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানান তিনি।

এ সময় পররাষ্ট্রসচিব আরও জানান, পাকিস্তানের কাছ থেকে ৪ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলারের দাবি করেছে বাংলাদেশ। শিগগিরই বাংলাদেশ-পাকিস্তান সরাসরি ফ্লাইট চালুর বিষয়ে একমত হয়েছে বৈঠকে। পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সামনের দিনগুলোতে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার বিষয় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া বাণিজ্য, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, পরিবহন যোগাযোগ উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ফেরত নিতে আলোচনা হয়েছে। দু'দেশের সম্পর্ক মজবুত করতে দ্রুত অনিষ্পত্তি ইস্যু সমাধানের তাগিদ দিয়েছে ঢাকা।

মো. জসীম উদ্দিন জানান, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা সফর করবেন ২৭ ও ২৮ এপ্রিল।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব জানিয়েছেন, অমীমাংসিত ইস্যু নিয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনা অব্যাহত রাখা হবে। পররাষ্ট্রসচিব জানান, জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে স্থবির সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চায় বাংলাদেশ। দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ থাকলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও জোরদার করা সম্ভব।

এদিকে আমেরিকার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক বিষয়ে পররাষ্ট্রসচিব জানান, আমেরিকার উচ্চ শুল্ক আরোপের বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমেরিকার মানবিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। আলোচনা হয়েছে সার্ক সচল করা নিয়ে। দ্বিপক্ষীয় বিষয়সহ আলোচনা হয়েছে চলমান সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে।

গ্রেফতার-ডিপোর্টেশনের মুখে হাজারো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) গত এক মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাপক ধরপাকড় চালায়। শুধুমাত্র টেক্সাস ও ফ্লোরিডা মিলিয়ে অন্তত ৮ হাজার অভিবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অনেকের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ না থাকলেও শুধুমাত্র বৈধ কাগজপত্র না থাকার অভিযোগে তাদের আটকে রাখা হয়েছে।

এই তৎপরতার ফলে প্রবাসী কমিউনিটিতে ভয়, আতঙ্ক ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। স্কুল, কর্মস্থল কিংবা হাসপাতালে যেতে ভয় পাচ্ছেন অনেক অভিবাসী। নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ জার্সি ও ইলিনয়সহ অভিবাসীবহুল রাজ্যগুলোতে স্থানীয় কমিউনিটি সংগঠনগুলো অভিবাসীদের সচেতন করতে জরুরি সভা ও হেল্পলাইন চালু করেছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যাকলু, আমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বহু সংগঠন এই নীতিকে 'অমানবিক ও বৈষম্যমূলক' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

অ্যাকলু বিবৃতিতে জানায়, এই ধরনের নির্বিচারে গ্রেফতার ও ডিপোর্টেশন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। বহু মানুষ বছরের পর বছর এই দেশে বসবাস করছেন, কর দিচ্ছেন, সন্তানদের শিক্ষিত করছেন- এখন হঠাৎ করে তাদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা শুধু আইন বিরোধী নয়, বর্বরতার শামিল।'

ফেডারেল আদালতের হস্তক্ষেপে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে অভিবাসীদের মাঝে। বিচারক ইন্দিরা তালওয়ানি সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের প্যারোল প্রোগ্রাম বাতিলের পরিকল্পনায় স্থগিতাদেশ জারি করেন। এতে প্রায় ৫ লাখ অভিবাসীর আপাতত ডিপোর্টেশনের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে।

বর্তমান পরিস্থিতি অভিবাসীদের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল ও সংকটময়। মানবাধিকার রক্ষা, আইনি সহায়তা ও নীতিনির্ধারকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা এখন সময়ের দাবি। ট্রাম্প প্রশাসনের এই নতুন অভিবাসন নীতি যদি টেকসই ন্যায়বিচারের পথে পরিচালিত না হয়, তাহলে এর ফলে কেবল অভিবাসীরাই নয়, গোটা সমাজেই সংকট তৈরি হতে পারে অনেকেই মনে করছেন।

বিদেশি জীবনসঙ্গীদের জন্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করতেই প্রশ্ন করা হচ্ছে। যেমন—প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ, যৌথভাবে বসবাসের দৈনন্দিন রুটিন, ঘুমের অভ্যাস এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য পর্যন্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনজীবী অশ্বিন শর্মা বলেন, ইউএসসিআইএস এখন অনেক বেশি গভীরভাবে প্রতিটি সম্পর্ক যাচাই করছে। বাইডেন প্রশাসনের সময় কিছুটা নমনীয়তা থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে সেই সুযোগও সংকুচিত হচ্ছে। বিশেষ করে যারা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করছেন, তাদের স্থানীয় মার্কিন কনস্যুলেটে ইন্টারভিউ দিতে হচ্ছে।

আর যারা দেশটির ভেতরে আছেন (যেমন, এইচ-১বি ভিসাধারী), তাদেরকে ইউএসসিআইএসর অফিসে উপস্থিত হয়ে ইন্টারভিউ দিতে হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারী জীবনসঙ্গী উপস্থিত থাকতে না পারায়, আবেদনকারীকেই পুরো সম্পর্কের সত্যতা প্রমাণ করতে হচ্ছে।

অভিবাসন আইনজীবী স্নেহল বাত্রা জানান, প্রতিটি আবেদনকারীকে সম্পর্কের যথার্থতা প্রমাণে বিস্তৃত তথ্যপ্রমাণ প্রস্তুত রাখতে হবে। এ ধরনের প্রমাণের মধ্যে থাকতে পারে, একসঙ্গে তোলা ছবি, যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, অর্থ স্থানান্তরের রশিদ, কললিস্ট, সামাজিক অনুষ্ঠান বা ভ্রমণের তথ্য, যৌথ লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি প্রভৃতি।

এই কঠোরতার ফলে অনেক অভিবাসী পরিবার দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। নীতিগত এই পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই আবেদন প্রক্রিয়া বিলম্বিত করছে এবং পরিবারগুলোকে দীর্ঘদিন আলাদা থাকতে বাধ্য করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন, যারা বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের আবেদন করতে চান, তাদের আবেদনপত্র অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তুত করতে হবে এবং সম্পর্কের সত্যতা প্রমাণে যতটা সম্ভব বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি জমা দিতে হবে।

চাকরি হারাচ্ছেন হাজারো কর্মী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নাজনীন-রূপায়নের মতো এমন

হাজার হাজার কর্মীর উপার্জনের মাধ্যম ছিলো নিউইয়র্কের হোমকেয়ার ফিসক্যাল ইন্টারমিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানগুলো। তবে সম্প্রতি সিডিপেপ কর্মসূচি পিপিএলে রূপান্তরের সিদ্ধান্তের পর বন্ধ হওয়ার পথে প্রায় সাড়ে ৬শ আর্থিক মধ্যস্থকারী প্রতিষ্ঠান। আর চাকরি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এসব প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার কর্মচারী।

এছাড়া এই পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তিগত সহায়কদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা সুবিধাও কমে যেতে পারে। যার ফলে আরও কর্মী এই পেশা ছাড়তে বাধ্য হবেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশি কর্মীরা চাকরি হারিয়ে একেবারেই ভেঙে পড়ছেন।

জামাল হোসেন নামে এক কেয়ার কোঅর্ডিনেটর বলেন, আমরা প্রতিদিন ভোক্তাদের সঙ্গে কাজ করি। তাদের সমস্যা শুনি, সহায়তা করি। এখন হঠাৎ এই পরিবর্তনে শুধু আমাদের নয়, সেবা গ্রহীতাদেরও জীবন ঝুঁকিতে পড়বেন।

সাবিহা ইসলাম নাসে এক ফিসকাল ইন্টারমিডিয়ারির পরিচালক বলেন, আমরা বিগত ১০ বছর ধরে নিউইয়র্কে সিডিপেপ সেবা দিয়ে আসছি। হঠাৎ করে আমাদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র একটি বহিরাগত কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হলো, যারা স্থানীয় বাস্তবতা বোঝে না। এতে হাজারো কর্মী ও ক্লায়েন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

নিউইয়র্কের জামেস্টাউনে অবস্থিত হোম হেলথ কেয়ার সংস্থা ভেঞ্চার ফোর্থ ইনক। সম্প্রতি তাদের ৪১৭ কর্মীর মধ্যে ২৮০ জনকে ছাঁটাই করেছে। যা জামেস্টাউন অফিসের দুই-তৃতীয়াংশ কর্মীকে প্রভাবিত করেছে। জামেস্টাউনের মতো অনো প্রতিষ্ঠান কর্মীদের ছাঁটাই করার পরিকল্পনা করছেন।

রাজ্য সরকারের মতে, নতুন বাজেট পরিকল্পনায় খরচ কমানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এই পরিবর্তন এনেছে। তবে সমালোচকরা বলছেন, এতে চাকরি হারাবেন হাজার হাজার প্রশাসনিক কর্মী, পে-রোল অপারেটর, কেয়ার কোঅর্ডিনেটর এবং অন্যান্য স্টাফ। অনেক প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার শঙ্কাও দেখা দিয়েছে।

ফিসক্যাল ইন্টারমিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানগুলো এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ ও পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ তুলেছেন। যদিও আদালত একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। তবে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান এখনো অনিশ্চিত।

প্রিডম কেয়ার নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রায় ৩০ হাজার সিডিপেপ ভোক্তাকে সেবা প্রদান করে থাকে। সিডিপেপ পিপিএলে স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের পর প্রতিষ্ঠানটি নিউইয়র্ক রাজ্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। যেখানে তারা অভিযোগ করেছে, পিপিএলকে সুবিধা দিতে বিডিং প্রক্রিয়াটি 'প্রতারণামূলক' ছিল ।

এদিকে নিউইয়র্ক লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স গ্রুপ এবং অন্যান্য আইনজীবীরা রূপান্তরের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের সঙ্গে একটি প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা চুক্তিতে পৌঁছেছেন। যার ফলে সিডিপেপ ভোক্তারা ১৫ মে পর্যন্ত পিপিএলে নিবন্ধনের সময় পেয়েছেন। অপরদিকে ব্যক্তিগত সহায়কদের জন্য এই সময়সীমা ৬ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১ এপ্রিল নিউইয়র্ক স্টেটে সিডিপ্যাপ কর্মসূচির অধীনে আগের ছয় শতাধিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে এককভাবে পেমেন্ট প্রসেসর হিসেবে পিপিএলকে নিযুক্ত করা হয়। সম্প্রতি ফেডারেল জজ মি. ব্লকের নির্দেশনায় এই সময়সীমা বাড়িয়েছেন।

অভিবাসীদের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নতুন আইনে যেসব তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—বাসস্থানের ঠিকানা, পারিবারিক বিবরণ, অভিবাসন অবস্থা ও পূর্ব অপরাধসংক্রান্ত তথ্য। অভিবাসী অধিকারকর্মীদের আশঙ্কা, এই তথ্যগুলো পরবর্তীতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর হাতে চলে যেতে পারে এবং সেগুলোর ভিত্তিতে ট্র্যাকিং, আটক কিংবা বহিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

অন্যদিকে, এই ফর্ম না পূরণ করলেও রয়েছে আইনি ঝুঁকি। ইচ্ছাকৃতভাবে নিবন্ধন না করলে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা হাজার ডলারের বেশি জরিমানার বিধান রয়েছে। ফলে অনেকেই দ্বিধায়—নিবন্ধন করবেন, নাকি করবেন না।

আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যেসব অভিবাসী ইতোমধ্যেই গ্রিন কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, আই-৯৪ কিংবা ইমিগ্রেশন কোর্টের নোটিশ পেয়েছেন, তারা আইনত নিবন্ধিত হিসেবে বিবেচিত হবেন। তাই তাদের নতুন করে এই ফর্ম পূরণের প্রয়োজন নেই। তবে তাদের সবসময় বৈধ পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে।

'এলিয়েন রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট'-এর আওতায় ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে থাকা সকল অভিবাসীদের সবসময় বৈধ অভিবাসন সংক্রান্ত পরিচয়পত্র বহন করতে হবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, এটি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অংশ। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সচিব ক্রিস্টি নোম স্পষ্ট ভাষায় বলেন, যারা এই নিয়ম মানবেন না, তাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে কোনো নিরাপদ স্থান থাকবে না।

বহু মানবাধিকার সংগঠন এই আইনকে 'নজরদারিমূলক ফাঁদ' হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে। সংগঠনগুলোর মতে, এটি মূলত অভিবাসীদের শনাক্ত করে ধরপাকড় ও বহিষ্কারের একটি কৌশল। ইউনাইটেড ফার্মওয়ার্কার্স অফ আমেরিকা, মেক দ্য রোড নিউইয়র্কসহ একাধিক সংগঠন এই আইনের বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জ এনেছে। তবে আদালত জানিয়েছে, তারা এখনও পর্যাপ্ত আইনগত ভিত্তি তুলে ধরতে পারেনি।

ক্ষমতার দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন নীতিকে আরও কঠোর করেছে। ট্রাম্পের লক্ষ্য, 'অবৈধভাবে বসবাসকারীদের' দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যারা এখনই যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করবেন, তাদের ভবিষ্যতে বৈধভাবে ফেরার সুযোগ থাকতে পারে। তবে আইন ভঙ্গ করলে সেই সুযোগও হারাতে হবে।

ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন, নিবন্ধন করা বা না করা—কোনটি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, তা বুঝতে একজন অভিজ্ঞ অভিবাসন আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া জরুরি। ইতোমধ্যেই বহু অভিবাসী স্থানীয় এনজিও ও আইনি সহায়তা কেন্দ্রে গিয়ে 'ইমিগ্রেশন চেকআপ' নিচ্ছেন।

সব মিলিয়ে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অনিয়মিত অভিবাসীদের জন্য নিবন্ধন আইন এখন যেন এক দোদুল্যমান বাস্তবতা। করলেও বিপদ, না করলেও বিপদ। এমন পরিস্থিতিতে অভিবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে, আর মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, এটা নিরাপত্তা নয়, বরং এক নতুন আতঙ্কের নাম!

Bioskope Films
Presents
নিউইয়র্ক সহ সারা দেশে
শুভমুক্তি
শুক্রবার
আগামী
২৫শে এপ্রিল
২০২৫
FRIDAY-THURSDAY
April 25 - Thurs. May 1
Kew Garden Cinemas
8105 Lefferts Blvd, Kew Gardens, NY 11415
FRIDAY
April 25th : 2pm • 5pm • 8pm
SATURDAY
April 26th : 2pm • 5pm • 8pm
SUNDAY
April 27th: 1:30pm • 4:30pm • 7:30pm
MONDAY
April 28th thru...
THURSDAY
May 1st : 1:30pm • 4:30pm • 7:30pm
A Bioskope Films USA Canada Distribution
SVF Alpha-i & CHORKI
AFRAN NISHO
IN
দাগি
Tickets Online and at Theatre Ticket Booth
A FILM BY SHIHAB SHAHEEN

সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপির বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলা নববর্ষ ১৪৩২-কে বরণ করে নিতে সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা।

সোমবার (১ বৈশাখ) বিকেলে সিলেটের ঐতিহাসিক রেজিস্ট্রারি মাঠ থেকে বৈশাখী শোভাযাত্রার সূচনা হয়। পরে এটি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, 'বৈশাখী উৎসব আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই উৎসব আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি, সংহতি ও মিলনের বার্তা পৌঁছে দেয়। দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত সকলকে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানাই।'

শোভাযাত্রা-পূর্ব সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। তিনি বলেন, 'ফ্যাসিবাদমুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশে মুক্ত সংস্কৃতিচর্চার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ আমাদের জাতীয় পরিচয়ের মেরুদণ্ড, যা সব জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। সিলেটবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই উৎসবকে করে তুলেছে আরও বর্ণাঢ্য।'

> সোমবার ১ বৈশাখ বিকেলে সিলেটের ঐতিহাসিক রেজিস্ট্রারি মাঠ থেকে বৈশাখী শোভাযাত্রার সূচনা হয়। পরে এটি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ্ সিদ্দিকী বলেন, 'বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের গৌরবের বিষয়, যা আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের মর্যাদা বাড়িয়েছে। লোকজ ঐতিহ্য ও সাধকদের বাণীতে নিহিত রয়েছে মানবিকতা, ভালোবাসা ও সহনশীলতার বাণী।'

মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদি বলেন, 'ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি সম্প্রদায়ের উৎসব আমাদের জাতীয় জীবনের অংশ। নববর্ষ সবার জীবনে বয়ে আনুক শান্তি, আনন্দ ও সমৃদ্ধি। সিলেটবাসীসহ দেশের সকল মানুষকে নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।'

অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমরান আহমদ চৌধুরী ও মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী।

শোভাযাত্রায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সভাপতি মোমিনুল ইসলাম মোমিন, মহানগর যুবদলের সভাপতি চৌধুরী তারেক, মহানগর যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুল হক চৌধুরী, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মকসুদ আহমদ, মহানগর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মির্জা সম্রাট হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব শাকিল মুর্শেদ, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আফসর খাঁন।

রাষ্ট্রের মূলনীতি পরিবর্তনে আপত্তি বিএনপির

ঐকমত্য কমিশনকে বিএনপি

সংস্কার প্রশ্নে পাঁচটি কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

ঢাকা ডেস্ক

সংবিধান সংস্কারে বিএনপি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাছে লিখিতভাবে যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছিল, গতকাল কমিশনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় নানা যুক্তি-ব্যাখ্যায় দলটি সে অবস্থানই প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ সংবিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পরিবর্তনে কমিশনের করা সুপারিশগুলোতে বিএনপির জোরালো আপত্তি রয়েছে।

তবে দলটির দায়িত্বশীল নেতারা বলছেন, কিছু কিছু বিষয়ে কমিশনের যুক্তিসংগত সুপারিশ গ্রহণের জন্য বিবেচনা করছে বিএনপি। সে বিষয়গুলো দলের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে বৈঠকে জানানো হয়েছে।

সংস্কার প্রশ্নে ঐকমত্য গঠনের লক্ষ্যে পাঁচটি কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এর অংশ হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার দিনভর দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপির সঙ্গে আলোচনা হয়। তবে আলোচনা শেষ হয়নি। আগামী রোববার আবারও আলোচনা হবে বলে ঐকমত্য কমিশন ও বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, গতকাল সংবিধান সংস্কার কমিশনের কিছু প্রস্তাব (প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, মৌলিক অধিকার, আইন বিভাগ) নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রথম দিনের আলোচনা শেষে গতকাল বিকেলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ সাংবাদিকদের বলেন, বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির বিষয়ে পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে চায়। যেখানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নেই। 'আল্লাহর উপর আস্থা এবং বিশ্বাস'-এর কথা আছে। তাতে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদসহ সবকিছু আছে রাষ্ট্র ও সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে। বিএনপি বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির পক্ষে নয়। বহুত্ববাদের বিরোধিতা করেছে বিএনপি।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার যে কথাগুলো স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লেখ আছে, সেসব বিষয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছে সংস্কার কমিশন। এ বিষয়ে বিএনপি দলীয়ভাবে আলোচনা করে পরে সিদ্ধান্ত জানাবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরুর আগে সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, দুর্নীতি দমন ও বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশের বিষয়ে দলগুলোর কাছ থেকে লিখিত মতামত নিয়েছিল ঐকমত্য কমিশন। সেখানে যেসব বিষয়ে দলগুলো আংশিক একমত বা ভিন্নমত জানিয়েছিল, সেগুলো নিয়েই দলগুলোর সঙ্গে আলাদা আলোচনায় বসছে ঐকমত্য কমিশন। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল বিএনপির সঙ্গে আলোচনা শুরু করল কমিশন।

বিএনপির পক্ষে আলোচনায় অংশ নেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, সালাহউদ্দিন আহমদ, বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইসমাঈল জবিউল্লাহ, আইনজীবী রুহুল কুদ্দুস কাজল ও সাবেক সচিব মনিরুজ্জামান খান। ঐকমত্য কমিশনের পক্ষে ছিলেন কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, কমিশনের সদস্য বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, বদিউল আলম মজুমদার, ইফতেখারুজ্জামান ও সফর রাজ হোসেন। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) মনির হায়দার সঞ্চালক ছিলেন।

আলোচনার শুরুতে অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র কেবল বারবার হোঁচট খেয়েছে তাই নয়; একটি ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে একটি জাতীয় সনদ তৈরি করা। যাতে করে দেশে একটি স্থায়ী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

দিনব্যাপী আলোচনা

জাতীয় সংসদের এলডি হলে গতকাল সকাল সাড়ে দশটায় আলোচনা শুরু হয়। কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানের স্বাগত বক্তব্যের পর শুরু হয় রুদ্ধদ্বার আলোচনা। দুপুরে বিরতি দিয়ে আলোচনা চলে বিকেল পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মোট আলোচ্যসূচির এক-তৃতীয়াংশের মতো বিষয়ে গতকাল আলোচনা হয়েছে। এ দিন সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবগুলো নিয়ে বিএনপির নেতারা দলীয় অবস্থানের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। ঐকমত্য কমিশন মূলত বিএনপির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা শুনেছে বেশি। কিছু বিষয়ে কমিশন নিজেদের যুক্তি দিয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে বিএনপি বলেছে, তারা দলীয় ফোরামে আলোচনা করে জানাবে। কমিশনও বিএনপির ব্যাখ্যা-বক্তব্য নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে বলে জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ছোটখাটো কিছু বিষয়ে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা দেখালেও বৈঠকে বিএনপি নিজেদের প্রস্তাবের পক্ষে মোটামুটি অনড় অবস্থানেই ছিল। কিছু বিষয়ে বিএনপি নীতিগতভাবে একমত হলেও প্রক্রিয়াগত দিক থেকে মতভিন্নতা আছে। যেমন-সংবিধান সংস্কার কমিশন আইনসভা বা সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করার সুপারিশ করেছে। বিএনপি এই সুপারিশের সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত। কিন্তু কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে, সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন হবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে। অর্থাৎ নিম্নকক্ষের সাধারণ নির্বাচনে একটি দল সারা দেশে যত ভোট পাবে তারা সে অনুপাতে উচ্চ কক্ষে আসন পাবে; বিএনপি এই পদ্ধতির বিষয়ে একমত নয়।

বৃহস্পতিবার (Thursday), ১৭ এপ্রিল ২০২৫

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার ছাড়া নির্বাচনে এনসিপি অংশ না-ও নিতে পারে

নাহিদ ইসলাম বললেন

ঢাকা ডেস্ক

নাহিদ ইসলাম

রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার ছাড়া জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সেই নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) অংশগ্রহণ না-ও করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, সংস্কার ছাড়া নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টি অংশগ্রহণ করবে কি না, সেটা বিবেচনাধীন থাকবে।

বুধবার (১৬ এপ্রিল) বিকেলে রাজধানীর গুলশানে মার্কিন ডেপুটি হেড অব মিশনের বাসভবনে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোল চুলিকের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি।

রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার ছাড়া নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, 'আমরা বলেছি যে এখানে ন্যূনতম সংস্কার নয়, বরং রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কারের জন্য আমরা কাজ করছি। এই পরিবর্তনগুলো ছাড়া নির্বাচন হলে, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সেই নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টি অংশগ্রহণ করবে কি না, সেটাও বিবেচনাধীন থাকবে।'

এক প্রশ্নের জবাবে নাহিদ ইসলাম বলেন, 'বর্তমান সময়ে যে মাঠ প্রশাসন রয়েছে, সেই মাঠ প্রশাসন মনে হচ্ছে নিরপেক্ষ আচরণ করছে না। বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চলছে এবং সেসব জায়গায় প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে। এগুলোর কথা আমরা বলেছি। অনেক জায়গায় প্রশাসন বিএনপির পক্ষ অবলম্বন করছে এবং চাঁদাবাজির ঘটনায়ও তারা নীরব দর্শক। এ ধরনের প্রশাসনের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে না।' তিনি বলেন, 'আমরা বলেছি, এ ধরনের প্রশাসন যদি থাকে, তাহলে এর অধীনে নির্বাচন করাটা সম্ভব নয়। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের জন্য নিরপেক্ষ প্রশাসন, আমলাতন্ত্র, পুলিশ নিশ্চিত করতে হবে।'

নাহিদ অভিযোগ করে বলেন, 'আমরা দেখছি, প্রশাসন বিএনপির পক্ষ অবলম্বন করছে অনেক জায়গায়। মাঠপর্যায়ে যেসব জায়গায় চাঁদাবাজি চলছে, সেই জায়গায়ও প্রশাসন আসলে নীরব ভূমিকা পালন করছে।' নাহিদ আরও বলেন, 'সংস্কার বিষয়ে আমরা যে প্রস্তাবনাগুলো সংস্কার কমিশনে দিয়েছি, সেগুলোর কথা বলেছি।' এ ছাড়া সংস্কার, বিচার ও গণপরিষদ নির্বাচন প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

'ড্রিমস অব বাংলাদেশ'কে সংবর্ধনা

অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগান

১১ জানুয়ারি আদালতে এসব লোকজনের নামে অভিযোগ গ্রহণ করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

'ড্রিমস অব বাংলাদেশ' নাসা ফাইনালিস্ট দলের সম্মানে গত রোববার (৬ এপ্রিল)

ওয়ারেনের একটি রেস্টুরেন্টে সংবর্ধনা ও মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগান (বাম)। 'ড্রিমস অব বাংলাদেশ' নামের ছাত্র দলটি যারা নাসা হিউম্যান এক্সপ্লুরেশন রোভার চ্যালেঞ্জ- ২০২৫'-এর ফাইনালিস্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করছে।

বিশ্বব্যাপী ৭ হাজার ৮০০ টিরও বেশি দলের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে এই বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের দলটি ৭২টি ফাইনালিস্ট দলের মধ্যে একটি হিসেবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। তারা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছে নাসার ফাইনাল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য, যা অনুষ্ঠিত হবে ১০-১২ এপ্রিল আলবামার হান্টভিলের ইউএস স্পেস অ্যান্ড রকেট সেন্টারে। নাসা মার্শাল স্পেস ফ্লাইট সেন্টারে এ আয়োজন করেছে।

মিশিগান ইভেন্টে দলটি তাদের উদ্ভাবনী প্রোটোটাইপ রোভার প্রদর্শন করে, যা চাঁদ ও মঙ্গলগ্রহের কঠিন ও পাথুরে ভূখণ্ডে চলাচলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। তাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ডিজাইন ও কারিগরি দক্ষতা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে এবং বাংলাদেশি তরুণদের অসাধারণ সম্ভাবনার প্রমাণ উপস্থাপন করে।

মিশিগানের স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ মাইক ম্যাকফল অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট অব রিকগনিশন দেন। তিনি বলেন, 'আপনারা শুধু বাংলাদেশ নয়- বিশ্ব মহাকাশ গবেষণার ভবিষ্যৎকেই প্রতিনিধিত্ব করছেন।'

অনুষ্ঠানটি বামের সভাপতি জাবেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং তাহমিদ হাসান চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য মতিন চৌধুরী, উপদেষ্টা আমিনুর রশিদ চৌধুরী, লুৎফর বারী নিয়ন, আহাদ আহমেদ, সুমন কবির, সহসভাপতি সৈয়দ মতিউর রহমান শিমু, আলী আহমেদ ফারিশ, কোষাধ্যক্ষ জসিম চৌধুরী, কমিউনিটি নেতা প্রিন্সিপাল রেজাউল আমিন, শিক্ষক সৈয়দ আমিনুর রহমান, চট্টগ্রাম এলামনাই এসোসিয়েশন অব মিশিগানের কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আফতাব ও বাপ্পী চৌধুরী।

'ড্রিমস অব বাংলাদেশ' দলের সদস্যরা হলেন মাহাদির ইসলাম (স্টুডেন্ট টিম লিড), মো. মঈন উদ্দিন (কোচ), আন নাফেউ অর্কপ্রতীক আচার্য্য, হাসিন ইসরাক চৌধুরী তাহা, মারজিয়া আফিফা পৃথিবী, রুবাইয়াত এইচ রহমান, সামিম আহনাফ তাহমিদ, মো. ইয়াসিন আরাফাত, আয়েশা জাহরা সাফা, মো. রিফাত হোসেন, ফাতেমা জাহান সিফা, আবদুল্লাহ আল জুনায়েদ।

নিউইয়র্কে সাতকানিয়া সমিতির ঈদ আনন্দ সন্ধ্যা

গান, হাসি আর মিলনমেলার উচ্ছ্বাসে প্রবাসজীবনে এক ভিন্নমাত্রা যোগ করলো সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক আয়োজিত 'ঈদ আনন্দ সন্ধ্যা'। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার প্রবাসীদের সংগঠনের এই আয়োজন করে পরিণত হয় এক হৃদয়ছোঁয়া মিলনমেলায়।

গত রবিবার (১৩ এপ্রিল) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জামাইকার ইকরা পার্টি হলে এই আয়োজন সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু হওয়া এই উৎসবে অংশ নেন নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত সাতকানিয়ার পরিবার ও প্রবাসীরা।

সরেজমিনে দেখা যায়, প্রবাসীরা পরিবার-পরিজনসহ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে দেশীয় সাজপোশাকে মেতে ওঠেন আড্ডা, হাসি আর গানে। পরিচিত মুখগুলোকে কাছে পেয়ে সবাই ছিলেন উচ্ছ্বসিত। কেউ গান গাইছেন, কেউ স্মৃতিচারণ করছেন, আবার কেউ প্রিয়জনদের সঙ্গে ক্যামেরাবন্দি হচ্ছেন—ঈদের রেশ যেন নতুন করে ফিরে আসে। দেশীয় সংগীতের ছন্দ, নিজস্ব কণ্ঠে পরিবেশনা ও খোশগল্পে আয়োজনে

যোগ হয় আন্তরিকতা ও আবেগ। পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে প্রবাসে থেকেও যেন অনুভূত হচ্ছিল শিকড়ের গন্ধ।

এতে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক আহমদ নবী চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. নূর মোহাম্মদ, সদস্য সচিব মো. সফিউল্লাহ, যুগ্ম সদস্য সচিব মোহাম্মদ মুসা ও মো. সামসুজ্জোহা। সংগঠনের সভাপতি আবুল কাশেম এবং সাধারণ সম্পাদক আমিন উল্লাহ বলেন, এটি শুধুই একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠান নয়, এটি ছিল প্রবাসে থেকেও একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্ধন দৃঢ় করার উদ্যোগ। আমরা চাই, ভবিষ্যতেও এই ধারা আরও প্রসারিত হোক।

অনুষ্ঠানের শেষাংশে সমিতির পরবর্তী পরিকল্পনা তুলে ধরেন সংশ্লিষ্টরা। শিশুদের উপস্থিতি এবং পরিবারের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই আয়োজনকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

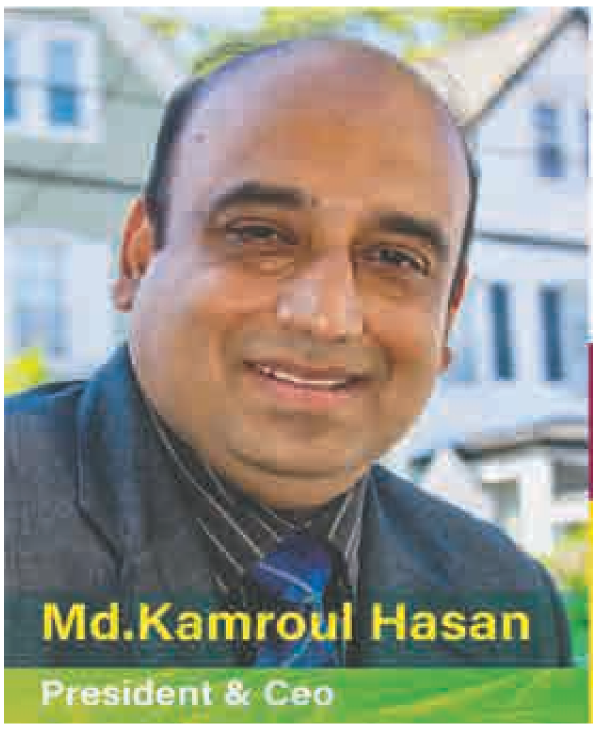
Md.Kamroul Hasan
President & Ceo

YOURHOMESOLD
GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইন্স্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN
TAXI
SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

বাংলাদেশের ফেনীকে ঘিরে ব্রঙ্কসের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ভাবনা

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

একটি শিশু বসে আছে একটি বাটিতে, নিচে বুকসমান পানি। তাঁর চোখজুড়ে ভয় আর অজানা অনিশ্চয়তা। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের ভয়াবহ বন্যায় ফেনী থেকে তোলা সেই ভাইরাল ছবিটি নাড়িয়ে দিয়েছিল অনেককে। আর নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস ল্যাটিন স্কুলের একটি শ্রেণিকক্ষে সেই ছবিই একদল শিক্ষার্থীর মনে জাগিয়ে তোলে প্রশ্ন—এই শিশুর ভবিষ্যৎ কেমন হবে?

সেই প্রশ্ন থেকেই শুরু হয় তাদের যাত্রা। সেই যাত্রার গন্তব্য—একটি কল্পিত ভবিষ্যতের ফেনী। যেখানে রয়েছে ভাসমান শহর, টেকসই প্রযুক্তি আর মানুষের মাঝে একতাবদ্ধ হওয়ার গল্প। আর সেই শহরের নকশা তৈরি করেই তারা অর্জন করেছে 'ফিউচার সিটি' প্রতিযোগিতায় নিউইয়র্ক রিজিওনে তৃতীয় স্থান। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ৩০টিরও বেশি দল।

প্রকল্পের মূল ভাবনা

এই বছরের থিম ছিল "Above the Water"। শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জ ছিল এমন একটি শহরের পরিকল্পনা করা, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার পরিস্থিতিতেও টিকে থাকতে পারে।

তারা বেছে নেয় বাংলাদেশের 'ফেনী' শহরকে। কল্পনা করে ১০০ বছর পরের এক শহর—যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মিলেমিশে তৈরি করেছে টেকসই এক বসবাসযোগ্য জায়গা।

কী ছিল সেই ভাসমান শহরে?

শাপলার হাওর আকৃতির শহর, যার স্থাপত্যে রয়েছে শাপলা ফুলের অনুপ্রেরণা। প্রাকৃতিক হাসপাতাল ও ওয়েলনেস রিট্রিট—চিকিৎসা ও মানসিক শান্তির মিলনস্থল সমুদ্রের ঢেউ থেকে শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা। বটগাছ ঘিরে আধুনিক কমিউনিটি স্পেস, যা গ্রামীণ সংযোগের প্রতীক

এই শহর কেবল প্রযুক্তিনির্ভর নয়, এটি একটি সংস্কৃতিসম্মত ও মানবিক শহর, যেখানে মানুষ একে অন্যের পাশে দাঁড়ায়।

ভবিষ্যতের ফেনী প্রকল্পে আরও যা ছিল—

পরিবেশবান্ধব, দৃষ্টিনন্দন ও সংস্কৃতিসম্মত ডিজাইন।

টেকসই শক্তি ও স্বাস্থ্যসেবা

কমিউনিটি সংহতির আধুনিক ধারণা ভিন্ন সংস্কৃতির শিক্ষার্থীদের একসাথে কাজের অনন্য উদাহরণ

বাংলাদেশি আমেরিকান শিক্ষিকা মিস তাসবিহা চৌধুরী জানান, "ছাত্রছাত্রীরা শুধু একটি শহরের নকশা করেনি, তারা একটি গল্প বলেছে। বাংলাদেশের ফেনীর সেই শিশুটির চোখে দেখা ভয় তারা রূপান্তর করেছে সম্ভাবনার আলোয়। নিজের শেকড়ের সাথে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করতে পেরে আমি গর্বিত।

শিক্ষার্থী কার্লেনি ভাসকেজ বলেন, "আমি কখনো বাংলাদেশ যাইনি। কিন্তু এই প্রকল্প করতে গিয়ে মনে হয়েছে, ওখানকার মানুষও আমারই মতো। আমরা সবাই একই পৃথিবীর বাসিন্দা। এটা একটা দায়িত্বের অনুভূতি।"

স্কুলজুড়ে উচ্ছ্বাস

এদিকে পুরস্কার ঘোষণার পর ব্রঙ্কস ল্যাটিন স্কুলে এক বর্ণাঢ্য সমাবেশের আয়োজন করা হয়। পুরো স্কুল কমিউনিটির সামনে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করে তাদের প্রকল্প। এতে উপস্থিত ছিলেন পরিবার, শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা। তারা করতালির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন।

আমেরিকান কারি এওয়ার্ডসের প্রস্তুতি চলছে জোরোসোরে

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বারের মতো হতে যাচ্ছে আমেরিকান কারি এওয়ার্ডস। আগামী ২৪ মে নিউইয়র্কের অভিজাত ভেন্যু টেরেস অব দ্য পার্কে আয়োজনের মূল পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। তারই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে জোরেসোরে। বাংলাদেশ, ভারত, এশিয়া ও ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশ থেকে রন্ধন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শেফ এবং অন্যান্য প্রফেশনালরা এওয়ার্ড আয়োজনের বিভিন্ন পর্বে অংশ নেবেন।

একই সঙ্গে হোম শেফদেরও এতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। এ জন্য মূল পর্ব এওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আগে নিউইয়র্কের কুইন্স ও ব্রঙ্কসে দুটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। বাসা-বাড়িতে যারা ক্যাটারিং করেন তাদের মধ্যে তিনটি ক্যাটাগরিতে তিনজনকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা করে বেস্ট হোম শেফ এওয়ার্ড দেওয়া হবে। আগামী ১১ মে জ্যামাইকার কুইন্সে আশা হোম কেয়ার এবং ১৮ মে রোববার ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানিতে হোম শেফদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। এছাড়াও +১৯১৭-৭২২-৪৭০৩ নম্বরে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানা যাবে।

আগামী ২৪ মে কুইন্সের অভিজাত ভেন্যু টেরেস অন দ্য পার্কে এছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এওয়ার্ডস দেওয়া হবে। ক্যাটাগরিগুলো হল বেস্ট কারি রেস্টুরেন্ট, বেস্ট শেফ, বেস্ট হোম শেফ (৩টি), বেস্ট ফুড ব্লগার, বেস্ট এন্টারপ্রোনিউর, কারি লিজেন্ড এওয়ার্ড, শেফ অব দ্য ইয়ার, পারসনালিটি অব দ্য ইয়ার ও লাইফটাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড।

ইতোমধ্যে আমেরিকান কারি এওয়ার্ডসের জুরিদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। গত ২৩ মার্চ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে আমেরিকান কারি এওয়ার্ডসের অফিশিয়াল পেইজে জুরিদের নাম প্রকাশ করা হয়। আমেরিকান কারি এওয়ার্ডসের জুরিরা হলেন বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় শেফ টনি করিম খান, ভারতের বিশিষ্ট রন্ধন বিশেষজ্ঞ ও কালিনারি ফোরামের সদস্য ড. ইজ্জত হুসেন, মালয়েশিয়ান কালিনারি বিশেষজ্ঞ রসাহম বিন রুসলি, সৌদি আরবে ওয়ার্ল্ড কালিনারি অ্যাসোসিয়েশনের (ডব্লিউএসি) সার্টিফাইড প্রশিক্ষক মনতাসির মাসউদ, বাহরাইনের বিখ্যাত কালিনারি বিশেষজ্ঞ ও হসপিটালিটি কনসালটেন্ট সিলভারস্টার রোজারিও, জর্ডানের পেশাদার কালিনারি বিশেষজ্ঞ মাহমুদ ইয়াসিন, ব্রিটিশ-বাংলাদেশি ক্যাটারিং ব্যবসায়ী অলি খান এমবিই, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির সহকারী অধ্যাপক মো. গোলাম মোস্তফা, বাংলাদেশের সফল নারী উদ্যোক্তা, রন্ধনশিল্পী ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব রাহিমা সুলতানা রীতা, আন্তর্জাতিক রন্ধনশিল্পী, রান্নার সৃজনশীল উদ্ভাবক ও লেখক শাহেদা ইয়াসমিন, কালিনারী বিশেষজ্ঞ মেরীনা খন্দকার এবং কালিনারী বিশেষজ্ঞ লবি রহমান।

আমেরিকান কারি এওয়ার্ডসে বাংলাদেশের কনটেন্ট ক্রিয়েটর, ফুড ব্লগার ও ইনফ্লুয়েন্সার আদনান ফারুক হিল্লোল, রাফসান দ্য ছোটভাই খ্যাত ইফতেখার রাফসান ও জলটান বিডি খ্যাত নুসরাত ইসলামকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ইতোমধ্যে তাদের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বারের মতো আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড আয়োজনের খবরে ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সাড়া পড়েছে। আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা যৌথভাবে খলিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠান খলিল ফুড ও খলিল ফুড ফাউন্ডেশন এবং নিউইয়র্কের অন্যতম সফল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আশা গ্রুপ অব কোম্পানিজ।

আমেরিকান কারি এওয়ার্ডসের স্বপ্নদ্রষ্টা খলিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার মো. খলিলুর রহমান জানান, যুক্তরাষ্ট্রে রন্ধনশিল্প জগতে কারি এওয়ার্ডসের আয়োজন সাড়া ফেলেছে। ইতোমধ্যে এওয়ার্ড ট্রফির একটি ইউনিক ও স্বতন্ত্র ডিজাইন করা হয়েছে। জোরেসোরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আশা করছি, সবার অংশগ্রহণে ভিন্নধারার দারুণ একটি আয়োজন আমরা করতে পারবো।

আশা গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আকাশ রহমান বলেন, 'সারাবিশ্বে রন্ধন একটি জনপ্রিয় শিল্প। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বারের মতো হলেও আয়োজনটিকে আমরা আন্তর্জাতিকমানের করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছি। ইতোমধ্যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে দক্ষ যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বেশকিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের সার্বিক প্রস্তুতি জোরেসোরে চলছে।'

> আয়োজকরা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বারের মতো আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড আয়োজনের খবরে ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সাড়া পড়েছে। আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা যৌথভাবে খলিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠান খলিল ফুড ও খলিল ফুড ফাউন্ডেশন এবং নিউইয়র্কের অন্যতম সফল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আশা গ্রুপ অব কোম্পানিজ।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া
ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.
৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

Presented by:
GOLDEN AGE HOME CARE
Organized by:
ANANDO BARTHA & Hitrick Band
Powered by:
Nurul Azim
Diamond Sponsor:
Title Sponsor:
RIVER CRUISE
আনন্দ ভ্রমণ
Gold Sponsor
Grand Sponsor:
SKYLINE PRINCESS
Location
1 World's Fair Marina
1 Marina Rd, Flushing, NY 11368
April 27 2025 Sunday
From 6pm to 11 pm
Raffle Draw
আকর্ষণীয় পুরস্কার
Presenter:
Sharmina Shiraz
Sponsor:
আজই টিকেটের জন্য যোগাযোগ করুন
Joy : (646) 512 8551
Hira : (929) 636 4741
VIP $100
ADULT $70
KIDS $40
টিকেট প্রাপ্তির স্থান:
• Samia Travels & Elite Printing
73-19 37TH RD, Diversity Plaza, Jackson Heights, NY 11372
• TM DRIVING SCHOOL
37-22 73rd street, Suite 1D
Jackson Heights, NY 11372
• ALL COUNTY HOME CARE
150 47 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
• Sumi's Beauty Salon & Boutique
176 08 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432
Media Partner
Toriqul H Badal
Convener
347 612 6951

সন্তানের বাহিনী গড়তে চান ইলন মাস্ক, শুক্রাণু পাঠালেন জাপানি নারীকে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক একাধিক সন্তান নিয়ে একটি 'বাহিনী' গড়ার পরিকল্পনা করছেন বলে জানা গেছে। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম 'এক্স' ব্যবহার করে সম্ভাব্য মায়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। এ ছাড়া সন্তান জন্মের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে অনেককে তিনি সারোগেট মাদার হওয়ারও প্রস্তাব দিয়েছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

টেসলার প্রধান নির্বাহী মাস্ক এখন পর্যন্ত চারজন নারীর ১৪টি সন্তানের বাবা হয়েছেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। মাস্কের সন্তানের মা হওয়া এই নারীরা হলেন অ্যাশলি সেন্ট ক্লেয়ার, গায়িকা গ্রাইমস, নিউরোলিঙ্কের নির্বাহী কর্মকর্তা শিভন জিলিস ও তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী জাস্টিন মাস্ক।

তবে একটি সূত্রের দাবি, মাস্কের সন্তানের প্রকৃত সংখ্যা এরচেয়ে বেশি হতে পারে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাপানের কিছু কর্মকর্তার অনুরোধে মাস্ক একজন হাইপ্রোফাইল জাপানি নারীকেও নিজের শুক্রাণু পাঠিয়েছেন।

মাস্কের চার সন্তানের মা শিভন জিলিসকে অন্য মায়েদের মধ্যে 'বিশেষ মর্যাদার' অধিকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। জিলিস মাস্কের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের কিছু অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতা ও বড় প্রযুক্তিবিদদের অংশগ্রহণে একটি নৈশভোজ।

২৬ বছর বয়সী সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাশলি সেন্ট ক্লেয়ার গত সেপ্টেম্বরে মাস্কের ১৩তম সন্তানের জন্ম দেন। অ্যাশলি জানান, মাস্ক তাঁকে একাধিক বার্তা পাঠিয়ে 'বিশাল পরিবার' গড়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। একটি বার্তায় মাস্ক তাঁকে বলেছেন, 'আমি চাই তুমি আবার গর্ভধারণ করো... এই পৃথিবী ধ্বংসের আগে আমাদের একটা

"লিজিয়ন" তৈরি করতে হবে।'

প্রসঙ্গত, 'লিজিয়ন' বলতে মূলত একটি সৈন্যদলকে বোঝায়, যাতে ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার মানুষ থাকে। রোমান যুগে, 'লিজিয়ন' বলতে সেনাবাহিনীর একটি বৃহৎ ইউনিটকে বোঝাত এবং এখনো অনেক সামরিক বাহিনীতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

অ্যাশলি সেন্ট ক্লেয়ার জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে তাঁকে ১৫ মিলিয়ন ডলার ও মাসিক ১ লাখ ডলার সহায়তার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আর শর্ত ছিল, তিনি জন্ম সনদে মাস্কের নাম উল্লেখ করতে পারবেন না এবং পিতা হিসেবে মাস্কের পরিচয়ও প্রকাশ করতে পারবেন না। এসব প্রস্তাব দেন মাস্কের ঘনিষ্ঠ সহযোগী জ্যারেড বার্চাল। যিনি অ্যাশলির সন্তান প্রসবের সময় হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাশলি গোপনীয়তার শর্তে সম্মত না হলেও জন্ম সনদে মাস্কের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি গত ফেব্রুয়ারিতে মাস্কের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনেন। এর পরেই মাসিক সহায়তা ১ লাখ থেকে ৪০ হাজার ডলারে নেমে আসে এবং পরে তা আরও কমে ২০ হাজার ডলারে দাঁড়ায়। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মাস্ক ক্রিপ্টো প্রভাবশালী টিফানি ফংয়ের মতো অন্য নারীদের সঙ্গেও সন্তান জন্মদানের প্রস্তাব নিয়ে যোগাযোগ করেন। ফং যখন এই বার্তাগুলো প্রকাশ্যে শেয়ার করেন, তখন মাস্ক তাঁকে এক্সে আনফলো করেন বলে জানা গেছে।

অ্যাশলি সেন্ট ক্লেয়ারসহ বেশ কয়েকজন নারী দাবি করেছেন, মাস্কের দল এসব বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে অর্থ ও কঠোর গোপনীয়তার চুক্তি ব্যবহার করে। মাস্কের এই পারিবারিক ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করেন জ্যারেড বার্চাল। তিনি মাস্কের এসব কর্মকাণ্ডকে 'মেধার ভিত্তিতে পরিচালিত' বলে বর্ণনা করেছেন, যেখানে 'ভালো কাজের জন্য' সুবিধা দেওয়া হয়।

মাস্কের অসংখ্য সন্তান জন্মদানের ইচ্ছা তাঁর এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত যে—জনসংখ্যার হ্রাস মানব সভ্যতার জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। তিনি প্রায়ই বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হলে 'সভ্যতা ভেঙে পড়বে' ও 'বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের' আরও সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা উচিত।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুসারে, মাস্কের জীবনের বেশির ভাগ অংশ আইনি ও আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সুরক্ষিত। মাস্কের তিন সন্তানের মা কানাডিয়ান সংগীতশিল্পী গ্রাইমস জানিয়েছেন, সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য মাস্কের সঙ্গে আইনি লড়াই তাঁকে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে তিনি তাঁর এক সন্তানের চিকিৎসার জন্য মাস্কের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু মাস্ক তাঁকে কোনো সহায়তা করেননি।

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

COMMITTED HOME CARE

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত **FACILATOR** হিসেবে **CDPAP** সার্ভিস **TRANSFER** এ সহযোগিতা করে থাকি।

আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য **COMMITTED HOME CARE** নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:

37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: itopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

SK FILMS
USA DISTRIBUTIONS
REAL ENERGY PRODUCTION & AZEEM HAROON PRESENTS
A RIDHI SIDHI ENTERTAINMENT PRODUCTION
PRODUCED BY SHAHREEN AKTER SUMI
MEGASTAR SHAKIB KHAN
BORBAAD
DIRECTED BY: MEHEDI HASSAN HRIDOY
CINEMART CINEMAS
10603 Metropolitan Ave, Forest Hills, NY 11375
4/17/25 THU 7:30 PM PREMIERE SHOW
4/18/25 FRI 8:00 PM 8:40 PM
4/19/25 SAT 8:00 PM 8:40 PM
4/20/25 SUN 7:00 PM 8:00 PM
4/21/25 MON 1:30 PM 4:30 PM 7:30 PM
4/22/25 THU 1:30 PM 4:30 PM 7:30 PM
4/23/25 WED 1:30 PM 4:30 PM 7:30 PM
KEW GARDENS CINEMAS
81-05 Lefferts Boulevard, Kew Gardens, Queens, NY 11415
4/18/25 THU 5:00 PM (DAILY)
GET YOUR TICKET NOW
অগ্রিম টিকেট পাওয়া যাচ্ছে
থিয়েটার ওয়েবসাইট এবং থিয়েটার বক্স অফিসে
IN ASSOCIATED WITH:
Galaxy media
EVENT PARTNER:
GOLDEN AGE HOME CARE
MEDIA PARTNER:
আজকাল
SUPPORTED BY
NAWBAB

‘বরবাদ’ দিয়ে বিশ্ববাজারে এসকে ফিল্মস

উত্তর আমেরিকা অফিস:

নির্মাণের পাশাপাশি এবার আন্তর্জাতিক পরিসরে আনুষ্ঠানিকভাবে সিনেমা পরিবেশনা শুরু করতে যাচ্ছে ঢাকাই সিনেমার সুপারস্টার শাকিব খানের নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসকে ফিল্মস (শাকিব খান ফিল্মস)। দেশের স্বনামধন্য এই ফিল্ম প্রোডাকশন হাউজটি এখন থেকে নিয়মিত নর্থ আমেরিকা (এসকে ফিল্মস ইউএসএ) এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ পুরো উপসাগরীয় অঞ্চলে (এসকে ফিল্মস ইউএই) সিনেমা পরিবেশনা করবে। যার সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়েছে গ্যালাক্সি মিডিয়া।

গত বুধবার (৯ এপ্রিল) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্তোরাঁয় এসকে ফিল্মস ইউএসএ-এর আন্তর্জাতিক যাত্রা শুরুর বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি জানানো হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন এসকে ফিল্মস ইউএসএ-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকা বদরুদ্দোজা সাগর, ফারজানা আক্তারসহ অনেকে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসকে ফিল্মস ইউএসএ জানায়, আগামী ১৮ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র ও ১৯ এপ্রিল কানাডায় ‘বরবাদ’ মুক্তির মাধ্যমে এসকে ফিল্মস ইউএসএ

আন্তর্জাতিকভাবে ফিল্ম ডিসট্রিবিউশন শুরু করতে যাচ্ছে।

হিরো দ্য সুপারস্টার, পাসওয়ার্ড, বীর- সিনেমাগুলোর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসকে ফিল্মস আরও জানায়, অচিরেই মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া-তে এসকে ফিল্মস চলচ্চিত্র পরিবেশনার কাজ শুরু করবে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

বিবৃতি দিয়ে এসকে ফিল্মস কর্তৃপক্ষ জানায়, বড় পরিসরে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলা সিনেমাকে বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিবে এসকে ফিল্মস ইন্টারন্যাশনাল। সেই ধারাবাহিকতায় এসকে ফিল্মস আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ফিল্ম ডিসট্রিবিউশনের উদ্যোগ নিয়েছে।

ঈদুল ফিতরে বাংলাদেশের ১২০টি সিনেমা হলে মুক্তির পর সারাদেশে ব্যাপক আলোচনার তৈরি করেছে ‘বরবাদ’। মুক্তির ১০দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও দর্শকদের এ সিনেমা নিয়ে আগ্রহ করেমি। সিনেপ্লেক্স, মাল্টিপ্লেক্স থেকে সিঙ্গেল স্ক্রিন; সবখানে দৈনিক হাউজফুল যাচ্ছে।

বাংলাদেশের দর্শকদের ‘বরবাদ’ দেখে সেই উল্লাস আগ্রহ বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রবাসী বাঙালীদের। শাকিব খানের প্রিয়তমা, রাজকুমার, তুফান দেখে মুগ্ধ হওয়া প্রবাসী দর্শকরা এখন বরবাদের জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

এসকে ফিল্মস ইউএসএ-এর পক্ষে বদরুদ্দোজা সাগর বলেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার প্রবাসীরা ‘বরবাদ’ দেখার জন্য অনেক আগ্রহী। এসকে ফিল্মস ইউএসএ এসব দর্শকদের আগ্রহকে সম্মান জানিয়ে ১৮ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র ও ১৯ এপ্রিল কানাডায় বরবাদ অফিশিয়ালি ইন্টারন্যাশনালি রিলিজ করছে।যেসব স্টেটে বাঙালী কমিউনিটি রয়েছে সেসব স্থানের থিয়েটার গুলোকে চলবে ‘বরবাদ’। প্রথম সপ্তাহে ৩৫ থেকে ৪০টি থিয়েটারে ‘বরবাদ’ চলবে।

১৮ এপ্রিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব শহরে ‘বরবাদ’ চলবে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, নিউ ইয়র্ক, বোস্টন, ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটন ডিসি, আটলান্টা, মিশিগান, সানফ্রান্সিসকো, লস এঞ্জেলেস, ম্যারিল্যান্ড, বাফেলো, ফিলাডেলফিয়া। এবং ১৯ এপ্রিল কানাডার বাঙালী জনবসতিপূর্ণ মন্ট্রিয়াল, অটোয়া এবং টরেন্টো এই তিন শহরে চলবে ‘বরবাদ’।

রিয়েল এনার্জি প্রডাকশনের ব্যানারে মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত ‘বরবাদ’ ছবিতে শাকিব খানের নায়িকা ইধিকা পাল। আরও আছেন মিশা সওদাগর, ফজলুর রহমান বাবু, শহীদুজ্জামান সেলিম, যীশু সেনগুপ্ত, শ্যাম ভট্টাচার্য, মানব সাচদেভ প্রমুখ।এছাড়া আইটেম গানে পারফর্ম করেছেন ওপার বাংলার অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ঈদের প্রথম সাতদিনে দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলো থেকে ‘বরবাদ’ ২৭ কোটি ৪৩ লাখ টাকার বিক্রি করে অপ্রত্যাশিত সাড়া পেয়েছে।

মাঝ আকাশে ফ্লাইটে আগুন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকায় মাঝ আকাশে ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে আগুন ধরে গেছে। এরপর দ্রুত ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করা হয়। এতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি। ইঞ্জিনে খরগোশ এসে পড়ায় সেখান থেকে আগুন ধরে যায় বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসিনিউজ বলছে, গত রোববার ডেনভার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আলবার্তার এডমন্টনের উদ্দেশে ছেড়ে যায় ইউনাইটেড ফ্লাইট ২৩২৫। উড্ডয়নের সঙ্গে সঙ্গেই আগুন ধরে যায় এতে। বিমানটি উড্ডয়নের আগে ইঞ্জিনে একটি খরগোশ ঢুকে পড়ার পর আগুনের সূত্রপাত বলে মনে হচ্ছে।

মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ (এফএএ) বলছে, ওই সময় বোয়িং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজে ১৫৩ জন যাত্রী ও ছয়জন ক্রু ছিলেন। উড্ডয়নের পর তাদেরকে অন্য ফ্লাইটে আলবার্তার এডমন্টনে পাঠানো হয়।

একজন যাত্রী জানান, খরগোশটি যখন টারবাইনে পড়ে, তখন তিনি একটি বিকট শব্দ শুনতে পান। তারপর বিমানটি উপরে উঠতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে কম্পন শুরু হল। তিনি বলেন, ‘প্রতি মুহূর্তে ইঞ্জিন থেকে আগুন আসছিল, এর পেছনে ছিল একটি বিশাল আগুনের গোলা। বিমানের সবাই তখন আতঙ্কিত।’

আরেকজন যাত্রীও তাঁর অভিজ্ঞতা শেয়ার করে বলেন, তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন বিমানটি বিধ্বস্ত হতে চলেছে। তিনি বলেন, ‘আমার পেট খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং কেবল ভাবছিলাম, আমি বিমান বিধ্বস্ত হতে দেখব।’

ইউনাইটেড এয়ারলাইনস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘ডেনভার থেকে এডমন্টনগামী আমাদের ফ্লাইটটি সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলা করে নিরাপদে ডেনভারে ফিরে এসেছে।’ ঘটনার বিষয়ে এফএএর তদন্ত চলছে।

মার্কিন ফেডারেল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের (এফএএ) তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালে ৭১৩টি মার্কিন বিমানবন্দরে প্রায় ১৯ হাজার ৪০০টি ফ্লাইটে বন্যপ্রাণীর কারণে এমন সংকটের খবর পাওয়া গেছে।

হুতি নিধনের নামে নির্বিচারে বেসামরিক হত্যা করছে যুক্তরাষ্ট্র, ইয়েমেন নিহত ১২৩

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইয়েমেনি ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান অভিযানে এ পর্যন্ত মোট ১২৩ জন নিহত হয়েছেন, যাদের বেশির ভাগই বেসামরিক নাগরিক। ইয়েমেনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে গতকাল সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আল–জাজিরা।

সংবাদমাধ্যমটির তথ্যমতে, মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হওয়া এই মার্কিন অভিযানে এখন পর্যন্ত আহত হয়েছেন প্রায় আড়াই শ নাগরিক। যাদের মধ্যে রয়েছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ও শিশু। যদিও ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, ইয়েমেনি ভূখণ্ডে তাদের হামলার একমাত্র লক্ষ্য হুতিরা। তবে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর তথ্য বলছে ভিন্ন কথা। ইয়েমেনি সংবাদমাধ্যমগুলোর তথ্য অনুযায়ী, এই অভিযানে মূলত বেসামরিকদেরই লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে।

কিন্তু ওয়াশিংটনের দাবি, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হুতি বিদ্রোহীদের হামলা এবং লোহিত সাগর দিয়ে চলাচলরত বাণিজ্য জাহাজগুলোর নিরাপত্তার স্বার্থেই এই অভিযান চালানো হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীটিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করা হবে।

এরই মধ্যে হুতিরা দুর্বল হয়ে পড়েছে বলেও দাবি করেছেন ট্রাম্প। তবে, হুতি বিদ্রোহীরা বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তারা আরও দাবি করছে, হুতিদের সঙ্গে না পেরে বেসামরিক কর্মকর্তা এবং অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে মার্কিন সেনারা। গোষ্ঠীটি মার্কিন প্রশাসনকে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন ও অবরোধ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হুতিদের সামরিক অভিযান চলবেই। একে ফিলিস্তিনের প্রতি নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব বলেও অভিহিত করে তারা।

গত রোববার সানার একটি সিরামিক কারখানায় হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। এতে ছয়জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। সানার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলে, বেসামরিক লোকজন ও অবকাঠামোতে যুক্তরাষ্ট্রের এমন হামলা গণহত্যার শামিল।

পরদিন সোমবার হুতি নিয়ন্ত্রিত আল–মাসিরাহ টিভি জানায়, ইয়েমেনজুড়ে নির্বিচারে বিমান হামলা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। যার মধ্যে ১৫টিই চালানো হয় মা’রিব প্রদেশে।

এদিকে, চুপ করে বসে নেই হুতিরা। তারাও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ ও ইসরায়েল লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। রোববারও ইসরায়েলি ভূখণ্ডে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে গোষ্ঠীটি। তাদের দাবি, ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীও হুতিদের হামলার কথা স্বীকার করেছে। তাদের দেওয়া তথ্যমতে, হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সময় জেরুজালেম ও তেল আবিবে সাইরেন বেজে ওঠে। ইসরায়েলি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে বলেও জানায় তারা।

ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হুতিদের এই হামলাকে স্বাগত জানিয়েছে হামাস। এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘ইয়েমেন নিজেই রক্তাক্ত হচ্ছে। তবু, তারা ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়িয়ে জায়নবাদী ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখেছে। ফিলিস্তিনিরা ইহুদিদের এই অবদান কখনো ভুলবে না।’

এক বিবৃতিতে গোষ্ঠীটি ইসরায়েল ও তার মিত্রদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে, ‘ইসরায়েলি শত্রু এবং আমেরিকানদের বুঝতে হবে যে, ইয়েমেনের নেতৃত্ব, জনগণ ও সেনাবাহিনী কখনোই ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানানো বন্ধ করবে না। পরিণাম যা-ই হোক কখনোই পিছু হটবে না ইয়েমেন।’

In Pursuit of Excellence

LAW OFFICES OF CHANDA THAPA PLLC

260 W 35th Street, Floor 11
New York, NY 10001

ATTORNEY CHANDA THAPA

INJURED?

CALL
929-707-8656

FREE
CONSULTATION
24/7

১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে কমিউনিটি এর মধ্যে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম

আপনার টাকা না পাওয়া পর্যন্ত কোন ফি নেই

Attorney Eitan Magendzo

ইনজুরি মামলায় ১১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা
একটি একসিডেন্ট মামলায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার

নির্মাণ সাইট বা রেস্তোরাঁয় কাজ করতে গিয়ে আহত?

উবার বা লিফট পরিচালনা করার সময় আহত?

নিজ বা মালিকের গাড়ি চালানোর সময় আহত

সুপারমার্কেট বা দোকানে কাজ করতে গিয়ে আহত?

যেকোনো আঘাত, পড়ে যাওয়া বা দুর্ঘটনা
আমাদের কল করুন

Mohammad Zahid Hossain
LLM, USA

আমরা বাংলায় কথা বলি

মনে রাখবেন যে অতীতের ফলাফলগুলি ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।
এটি একটি বিজ্ঞাপন। আপনার যদি আইনি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন

ঝুঁকি নেবেন না, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Call: **929-707-8656** or Email: **info@chandalaw.com**

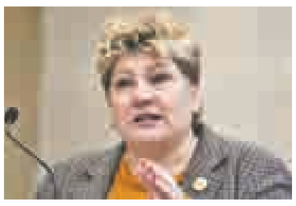
এমিলি থর্নবেরি

ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে লেবার এমপিদের চাপের মুখে যুক্তরাজ্য

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে যুক্তরাজ্যের উপর চাপ বাড়ছে। আসছে জুনে যুক্তরাষ্ট্রে এক সম্মেলনে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃত দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য যেন ফ্রান্সকে অনুসরণ করে— এই দাবি পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে তুলে ধরেছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লেবার পার্টির এমপিরা। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে এতথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

জাতিসংঘের নিউইয়র্ক সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনের সহ-আয়োজক ফ্রান্স ও সৌদি আরব। মাখোঁ এরই মধ্যে বলেছেন, এই সম্মেলন একটি নির্ধারক মুহূর্ত হওয়া উচিত।

যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের পররাষ্ট্রবিষয়ক বাছাই কমিটির চেয়ার এমিলি থর্নবেরি বলেছেন, যুক্তরাজ্যের জন্য ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার এখনই সময়। আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে, ফরাসিদের সঙ্গে মিলে এটা করতে হবে। অনেক দেশ আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে; তাঁরা অপেক্ষা করছে।'

তিনি আরও বলেন, 'পশ্চিমা বিশ্ব শিগগির পদক্ষেপ না নিলে, একদিন হয়তো স্বীকৃতি দেওয়ার মতো কোনো ফিলিস্তিন আর অবশিষ্ট থাকবে না।'

আরব-ব্রিটিশ সমঝোতা পরিষদের (সিএএবিইউ) চেয়ার ক্রিস ডয়েল এই উদ্যোগকে সমর্থন করে বলেছেন, এটি অনেক আগেই করা উচিত ছিল এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের দুই স্থায়ী সদস্যের এমন পদক্ষেপ বিশ্বের কাছে শক্তিশালী বার্তা দেবে।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাজ্য এখনই পদক্ষেপ না নিলে দেরি হয়ে যেতে পারে। কারণ ইসরায়েল স্পষ্টই পশ্চিম তীরকে কার্যত সংযুক্ত করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক লেবার এমপি সিএএবিইউয়ের সমর্থক। তাঁদের অনেকেই গাজায় ইসরায়েলের আচরণে ক্ষুব্ধ। এছাড়াও গত সপ্তাহে দুজন লেবার এমপিকে পশ্চিম তীরে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে ইসরায়েলবিরোধী তৈরি করেছে।

তবে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের আনুষ্ঠানিক অবস্থান হলো— তারা 'সবচেয়ে প্রভাব ফেলতে' সক্ষম এমন 'উপযুক্ত সময়ে' ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে। তবে ডেভিড ক্যামেরন যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তিনি এই নীতিতে কিছুটা অগ্রগতি ঘটান। ক্যামেরন বলেন, স্বীকৃতির জন্য দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের চূড়ান্ত পরিণতির অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। ইসরায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, কোনো রাষ্ট্রেরই যুক্তরাজ্যের সিদ্ধান্তে ভেটো দেওয়ার অধিকার নেই।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

সৌদি-যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক চুক্তি শিগগির

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জ্বালানি সহযোগিতা ও বেসামরিক পারমাণবিক প্রযুক্তি নিয়ে একটি প্রাথমিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব। এ বছরের শেষ নাগাদ এই চুক্তির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে গতকাল রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট।

সৌদি আরবের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদমাধ্যম আরব নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্রিস রাইট বলেন, দুই দেশের মধ্যে পরমাণু সহযোগিতা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এ বছরের শেষের দিকে জানানো হবে। তিনি বলেন, এই সহযোগিতা সৌদি আরবে একটি বাণিজ্যিক পারমাণবিক বিদ্যুৎ শিল্প গড়ে তোলার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে এবং এ বছরই এই চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনের পর এক বিবৃতিতে মার্কিন জ্বালানি দপ্তরের প্রেস সেক্রেটারি ও মুখপাত্র বেন ডিয়েট্রিচ বলেন, 'রোববার মার্কিন জ্বালানি সচিব ক্রিস রাইট ঘোষণা করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব জ্বালানি সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরে সম্মত হয়েছে।'

বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগানের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগান ইউএসএএর কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ও সাংবাদিকদের মধ্যে শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত রোববার (১৩ এপ্রিল) সন্ধ্যায় ওয়ারেনের একটি রেষ্টুরেন্টে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ঈদ-উল-ফিতর, স্বাধীনতা দিবস ও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে সাংবাদিকদের মাঝে আনন্দঘন পরিবেশে শুভেচ্ছা ও মতবিনিময় হয়। মিশিগানে অবস্থানরত সাংবাদিকরা এতে অংশগ্রহণ করেন এবং মিলনমেলায় রূপ নেয় এই সন্ধ্যা।

বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ফেরদৌসের সঞ্চালনায় ও সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানার সভাপতিত্বে

আলোচনা পর্বে প্রেস ক্লাবের বিগত কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও মিডিয়া জগতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ আরও বেগবান করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়।

সভায় বক্তব্য দেন সংগঠনের সহ-সভাপতি পার্থ দেব ও শফিক রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক ফারজানা চৌধুরী পাপড়ি, কার্যনির্বাহী সদস্য ফয়সাল আহমেদ মুন্না, হারান কান্তি সেন, মাহমুদুল হক লিটু, সঞ্জয় দেব ও ইশতিয়াক আহমেদ রূপু। বক্তারা বলেন, 'বাংলা প্রেস ক্লাব শুধু একটি সাংবাদিক সংগঠন নয়, এটি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম।'

সবাই মিলে আগামী দিনে প্রেস ক্লাবের কার্যক্রম আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

উগ্রপন্থার পথে কিশোর, মা-সৎপিতাকে খুন

রোকেয়া দীপা

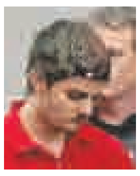
নিকিতা ক্যাসাপ

১৭ বছর বয়সী কিশোর—নিকিতা ক্যাসাপ। নৃশংসভাবে খুন করেছেন নিজের মা এবং সৎপিতাকে। এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার একটি চক্রান্ত। যা উগ্র ডানপন্থী আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল। ক্যাসাপ বর্তমানে ওয়াকেশা কাউন্টি কারাগারে আটক রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রথম শ্রেণির দ্বৈত হত্যা, মরদেহ গোপন, চুরির অভিযোগ ও মিথ্যা পরিচয় ব্যবহার করে অর্থ আদায়।

গত ১ মার্চ ওয়াকেশা কাউন্টি শেরিফের অফিস জানায়, ক্যাসাপের মা তাতিয়ানা ক্যাসাপ (৩৫) এবং সৎপিতা ডোনাল্ড মায়ারার (৫১) মরদেহ তাদের বাসভবন থেকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ গ্রেফতার করার পর জানা যায়, ক্যাসাপ তার মোবাইল ডিভাইসে উগ্র ডানপন্থী জঙ্গি সংগঠন "The Order of Nine Angles"-এর সাথে সম্পর্কিত ঘৃণামূলক ও উসকানিমূলক কনটেন্ট সংরক্ষণ করছিলেন। ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) জানায়, ক্যাসাপ মার্কিন সরকারের উচ্ছেদ এবং ট্রাম্প হত্যার পরিকল্পনা করছিলেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যাসাপের ডায়েরিতে পাওয়া গেছে 'হেইল হিটলার' বার্তা এবং শ্বেতাঙ্গ জাতির প্রতিরক্ষায় তার গড়া পরিকল্পনা। ডায়েরিতে অ্যাডলফ হিটলারের ছবি ও উগ্র বার্তাগুলো পাওয়া যায়। যা তার উগ্রবাদী চিন্তাভাবনাকে স্পষ্ট করে। তদন্তকারীদের মতে, ক্যাসাপ একটি ড্রোন এবং বিস্ফোরক সংগ্রহ করছিলেন। যার মাধ্যমে তিনি একটি বড় আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন।

গত ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শুনানিতে, ক্যাসাপ আদালতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে দোষ স্বীকার বা অস্বীকার করেননি। পরবর্তী শুনানি আগামী ৭ মে অনুষ্ঠিত হবে। এই ঘটনা শুধু একটি পারিবারিক হত্যাকাণ্ডই নয়, বরং এটি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও চরমপন্থী উগ্রবাদ মোকাবিলায় নতুন এক চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছে।

আমেরিকার সাধারণ জনগণ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন তাকিয়ে রয়েছে আদালতের পরবর্তী রায়ের দিকে, যা হয়তো এই চরমপন্থী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বৃহত্তর প্রতিরোধ গড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile | SIMPLE | h2o UNLIMITED | T-Mobile | UNIVISION mobile | Lycamobile
Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla, Urdu, Arabic, English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196-43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ব্রঙ্কস ব্যুরো আওয়ামী লীগের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত।

গত ১৩ই এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কস স্ট্রালিন বাংলাবাজারের খলিল বিরিয়ানি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ আব্দুল মুহিত।

সাধারণ সম্পাদক মোশাহিদ চৌধুরীর পরিচালনায় অতিথি ছিলেন নিউইর্য়ক মহানগর আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান ও মিরেশ্বরাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুল আলম দিদার।

সভায় বক্তব্য রাখেন নবী হোসেন প্রধান, সহসভাপতি অধ্যক্ষ মোঃ ছানাউল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কাসেম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ গোলাম রব্বানী বেলাল, সদস্য মোঃ আব্দুল হান্নান, পলাশ চৌধুরী,যুগ্ম সম্পাদক খন্দকার ইমরান, সহ-সভাপতি আবু তাহের চৌধুরী,মোঃ তোফাজ্জল আলী,রেজা আব্দুল্লাহ, মোঃ মাসুক, রাফিজা রাফি,সহ-সভাপতি হেদায়েত চৌধুরী, আব্দুল হালিম,রেজাউল হক রুহেল প্রমুখ।

সভায় বক্তারা দেশে অহেতুক আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। সবশেষে উপস্থিত সবাইকে আপ্যায়ন করানো হয়।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ।
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

টিউশন!

বাংলাদেশি স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের জন্য অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষক

শিক্ষাগত যোগ্যতা
- এমএস ছাত্র, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি
- এমবিএ ইন ফাইন্যান্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- এমএস ইন ফিজিক্স, ঢাকা

দক্ষতা
- অংক ও পদার্থবিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে ব্যাখ্যা করা, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে
- বাংলা ও ইংরেজিতে পারদর্শী, যা শেখার প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করে তোলে, বিশেষ করে যেসব ছাত্র বাংলাদেশ থেকে নতুন এসেছে এবং ভাষাগত পার্থক্যের কারণে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে

যোগাযোগ
929-281-4654

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকাতে ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি সম্পূর্ণ বেসমেন্ট এখন থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬৫১-৭১৮৮, ৯১৭-৬৫১-৯৫২৮

জীবনসংগী খুঁজছি

আমি পঞ্চাশউর্দ্ধো একজন স্বচ্ছল তরুন। এক দশক আমেরিকায় একাকিত্ব উপভোগ করে, এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি পিছুটানমুক্ত একজন তরুনী সহযোদ্ধা খুঁজছি। ইচ্ছে দু'জন মিলে সুন্দর এই পৃথিবীটাকে সাধ্যমতো ঘুরে দেখবো। আপনি অথবা আপনার পরিচিত এমন কেউ থাকলে দয়া করে ক্ষুদে বার্তা পাঠান। গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যোগাযোগ (929) 519-3551। ই-মেইল : spicevill@myyahoo.com

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান : Captor USA Corporation.
পদ : Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা : নতুন বা ১/২ বছর
স্থান : Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময় : ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা : 202-683-5854. Email : amrsolarllc@yahoo.com

বেইজমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ৮৯ এভিনিউ ও ২১২ প্লেস কিউ ০১, ৩৬, ৪৩ এবং ২২ লং আইল্যান্ড এমটিয়ে ক্লোজ টু হিলসাইড ভাড়া হবে। একবেড বাথ বড় লিভিং এপ্রিল থেকে । 718-675-9305

BASEMENT FOR RENT

Two bedrooms, kitchen bathroom; Queens Village 89th ave/215th Street. $1600/month. Please contact for details 7187857123

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail : yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইন্জিনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ : 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, , ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ড ধারী পাত্র পাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন : 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell : 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ : 516-247-8260 Email : jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ : 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ : অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ : 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি :সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ : desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ : (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ফিলাডেলফিয়ায় প্রথমবারের মতো বইমেলা, ২৭ সংগঠন নিয়ে সভা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

'আলোকিত জাতি ও সুন্দর পৃথিবী গড়তে বই পড়ার বিকল্প নেই'—এই স্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হলো ফিলাডেলফিয়া বইমেলার প্রথম পরামর্শ সভা। গত শনিবার (১২ এপ্রিল) নর্থইস্ট ফিলাডেলফিয়ার উন্দাল রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় বইমেলার সময়সীমা, উদ্দেশ্য, প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

আয়োজক কমিটির পক্ষে মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম আরিফ সভার শুরুতে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক বইমেলা আগামী মাসেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে ফিলাডেলফিয়াতেও একটি বইমেলা আয়োজন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। স্বল্প সময়ের নোটিশেও সভায় যে আগ্রহ ও অংশগ্রহণ দেখা গেছে, তাতে বইমেলা আয়োজনের সম্ভাবনা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

সভাটি পরিচালনা করেন কমিউনিটির সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব কামরুল হাসান। তিনি বলেন, বইমেলা শুধু একটি সাংস্কৃতিক আয়োজন নয়, বরং এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বইয়ের সঙ্গে যুক্ত করার একটি মহৎ সামাজিক উদ্যোগ। তিনি ফিলাডেলফিয়াবাসীর দীর্ঘদিনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করে কবি আহমেদ সায়েম, আবৃত্তিকার আব্দুল হাফিজ চৌধুরী এবং জহুরা খাতুন

> আয়োজক কমিটির পক্ষে মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম আরিফ বলেন, নিউইয়র্ক বইমেলা আগামী মাসেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে ফিলাডেল-ফিয়াতেও একটি বইমেলা আয়োজন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

কলিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান।

সভায় বৃহত্তর ফিলাডেলফিয়ার ১২টি সংগঠনের প্রতিনিধি সরাসরি এবং ৬টি সংগঠনের প্রতিনিধি ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। সর্বমোট ২৭টি সংগঠন বইমেলা আয়োজনের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে। এছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ সরাসরি এবং ভার্চুয়ালি সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং বইমেলা আয়োজনের প্রতি উৎসাহ ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেন।

বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় বইমেলা সংক্রান্ত পূর্ব পরিকল্পনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে না পারলেও ভার্চুয়ালি সভায় যুক্ত হয়ে দুজন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও চিকিৎসক ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও ড. ইবরুল চৌধুরী বইমেলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

সভায় যেসব সংগঠন বইমেলার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে: বিএডিবি, বিটিএসপি, বিসিপি, বেসাপ, বিএসপি, কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব পিএ, বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, হবিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি, বাংলাদেশি কমিউনিটি ফোরাম অব পিএ, বৃহত্তর কুমিল্লা সোসাইটি, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি অব বাংলাদেশি কমিউনিটি, লক্ষ্মীপুর ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি, গোলাপগঞ্জ সোসাইটি, বৃহত্তর রংপুর সোসাইটি, বৃহত্তর দিনাজপুর সোসাইটি, সপ্তক সংগীত নিকেতন, সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশন, নরসিংদী সোসাইটি, কুষ্টিয়া সোসাইটি, চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশন, নর্থইস্ট বিডি ক্লাব, নিবাস, নেক্সটজেন বাংলাদেশি কমিউনিটি অব পেনসিলভানিয়া, নর্থপেন বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি, বাংলাদেশি কমিউনিটি অব পেনসিলভানিয়া–ল্যান্সডেল এবং নিউ ইয়র্কের মুক্তধারা ফাউন্ডেশন।

আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে নর্থইস্ট ফিলাডেলফিয়ায় প্রথমবারের মতো বইমেলা আয়োজনের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা আলোচনায় উঠে আসে। সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়, ২০২৫ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে ফিলাডেলফিয়ায় বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে। সফল আয়োজন নিশ্চিত করতে দ্রুত একটি জুম সভার মাধ্যমে কমিটি গঠন ও ভেন্যু নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সেনাবাহিনীর অভিবাসন দমন অভিযানে নতুন মাত্রা

মেক্সিকো সীমান্ত

ইব্রাহীম চৌধুরী

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্তে অবৈধ অভিবাসন দমন অভিযানের অংশ হিসেবে সামরিক বাহিনীকে সীমান্তের নির্দিষ্ট এলাকাগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

১১ এপ্রিল শুক্রবার রাতে স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপিতে ট্রাম্প এই নির্দেশ দেন। ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্ত সিল করে অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে সামরিক অভিযান" শিরোনামের ওই স্মারকলিপি স্বরাষ্ট্র সচিব ডগ বার্গাম, প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ, স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা সচিব ক্রিস্টি নোয়েম এবং কৃষি সচিব ব্রুক রলিন্সকে প্রেরণ করা হয়েছে।

নির্দেশনা স্মারকে বলা হয়েছে, "আমাদের দক্ষিণ সীমান্ত এখন নানা ধরনের হুমকির মুখে। পরিস্থিতির জটিলতা বিবেচনায় আমাদের সামরিক বাহিনীকে সীমান্ত রক্ষায় পূর্বের তুলনায় আরও সরাসরি ভূমিকা পালন করতে হবে।"

এই স্মারকলিপিতে প্রতিরক্ষা বিভাগকে 'রুজভেল্ট রিজার্ভেশনসহ বিভিন্ন ফেডারেল জমির নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। রুজভেল্ট রিজার্ভেশন হলো মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্ত বরাবর ৬০ ফুট প্রশস্ত একটি ফেডারেল জমির অংশ, যা ক্যালিফোর্নিয়া, অ্যারিজোনা এবং নিউ মেক্সিকোর ওপর দিয়ে বিস্তৃত। এর মাধ্যমে সেনাবাহিনী সেসব এলাকায় 'অনধিকার প্রবেশকারী' অভিবাসীদের আটক করার আইনি অধিকার পাবে এবং পরবর্তীতে তাদের অভিবাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ফেডারেল জমিতে সেনাবাহিনীর কাজের মধ্যে থাকবে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, নজরদারির যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সীমান্ত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা। এই নির্দেশ কার্যকর হওয়ার ৪৫ দিনের মাথায় প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ করবেন। তবে প্রয়োজনে হেগসেথ এই সময়সীমা ও জমির পরিধি আরও বাড়াতে পারবেন। এই সামরিক দখলের আওতায় দেশীয় আদিবাসী সংরক্ষিত ভূমি বা 'নেটিভ রিজার্ভেশন'-গুলো থাকবে না**, স্মারকলিপিতে এমনটাই বলা হয়েছে। নির্দেশটি ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতি জোরদারের সাম্প্রতিকতম পদক্ষেপ। এর আগে তিনি দক্ষিণ সীমান্তে 'জাতীয় জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করেছিলেন।

এরমধ্যে গত বৃহস্পতিবার এক মার্কিন ফেডারেল বিচারক রায় দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত নাগরিক নয় এমন ব্যক্তিদের ফেডারেল সরকারের কাছে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত বৈধ। যদিও আইনটি ১৯৪০-এর দশকে প্রণীত হলেও এতদিন তা সবার জন্য সমভাবে কার্যকর হয়নি।

২০২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (DHS) এই ঘোষণা দেয়। যারা নিবন্ধনে ব্যর্থ হবেন, তারা জরিমানা বা কারাদণ্ডের মুখে পড়তে পারেন বলেও সতর্ক করা হয়।

সমালোচকরা মনে করছেন, এই পদক্ষেপ আসলে Posse Comitatus Act–এর সীমাবদ্ধতা এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল। এ আইন অনুযায়ী, মার্কিন সামরিক বাহিনী সাধারণত নাগরিক আইন প্রয়োগে অংশ নিতে পারে না।

ট্রাম্প ও তাঁর রিপাবলিকান সহযোগীরা দাবি করেন, মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশকারী অভিবাসীরাই যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানিল প্রবাহের মূল উৎস। অবশ্য সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, মাদক পাচারের দায়ে দণ্ডিত ৯০ শতাংশ ব্যক্তিই মার্কিন নাগরিক।

জনসংখ্যা হ্রাসে নতুন রেকর্ড গড়ল জাপান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

২০২৪ সালে জাপানের জনসংখ্যা রেকর্ড পরিমাণে কমে দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৩০ লাখে। আগের বছরের তুলনায় এই জনসংখ্যা ৮ লাখ ৯৮ হাজার কম। দেশটির ইতিহাসে জনসংখ্যার দিক দিয়ে এটাই সবচেয়ে বড় বার্ষিক পতন।

এ বিষয়ে মঙ্গলবার যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতির দেশ জাপান টানা ১৪ বছর ধরে জনসংখ্যা হ্রাসের মুখোমুখি। জন্মহার মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ার ফলে এই হ্রাস ঘটছে। বিষয়টি দেশটির ভবিষ্যৎ শ্রমবাজার, অর্থনীতি এবং এমনকি জাতীয় নিরাপত্তার ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে জাপানে ৭৫ বছর বা তার বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৭ লাখ ৭৭ হাজারে, যা মোট জনসংখ্যার ১৬.৮ শতাংশ।

বোয়িং থেকে উড়োজাহাজ কেনা বন্ধের নির্দেশ চীনের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ওয়াশিংটন-বেইজিং দ্বৈরথের জেরে এবার বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছে মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং। ব্লুমবার্গে মঙ্গলবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বোয়িং থেকে নতুন করে বিমান না কিনতে চীনা এয়ারলাইনসগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে শি জিনপিং সরকার।

পাশাপাশি বোয়িং নির্মিত বিমানের যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রেও চীন নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে বলে প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

বেইজিংয়ের নতুন সিদ্ধান্তের কারণে কার্যত চীন থেকে ব্যবসা গোটাতে হবে মার্কিন বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংকে। জিনপিং সরকারের এই পদক্ষেপে প্রতিদ্বন্দ্বী এয়ারবাস এবং 'কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফ্‌ট করপোরেশন অব চায়না' (কোম্যাক) লাভবান হবে বলে মনে করছেন অনেকেই।

তবে ব্লুমবার্গের ওই প্রতিবেদন বলছে, বোয়িংয়ের চাহিদার কথা মাথায় রেখে মার্কিন বিমান সংস্থার তৈরি বিমান ভাড়া নেওয়ার জন্য চীনা সংস্থাগুলোকে পরামর্শ দিয়েছে জিনপিং সরকার। প্রকাশিত একটি খবরে দাবি, চীনের শীর্ষস্থানীয় তিনটি বিমান সংস্থা— এয়ার চায়না, চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইনস এবং চায়না সাদার্ন এয়ারলাইনস ২০২৫-২৭ সালের মধ্যে যথাক্রমে ৪৫, ৫৩ ও ৮১টি বোয়িং বিমানের কেনার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছিল। কিন্তু তাতে বাধ সাধলেন জিনপিং।

গত ২ এপ্রিল ট্রাম্প বিশ্বের অধিকাংশ দেশের ওপর নানা মাত্রায় পাল্টা শুল্ক আরোপ করেন। এরপর আমেরিকার প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর মধ্যে আমদানি করা পণ্যের দাম কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলোই চীনে নিজেদের পণ্য তৈরি করে।

চলতি বছর মার্চে প্রথমবার চীনের সব ধরনের পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প। পরে ২ এপ্রিল এটিকে বাড়িয়ে ৩৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে তার পরের দিনই মার্কিন পণ্যের ওপর ৩৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে বেইজিং।

চীনের এমন পদক্ষেপে ব্যাপক ক্ষুব্ধ হন ট্রাম্প এবং তিনি বলেন, ৮ এপ্রিলের মধ্যে এই শুল্ক প্রত্যাহার না করলে চীনা পণ্যের ওপর রপ্তানি শুল্ক আরও ৫০ শতাংশ বাড়ানো হবে এবং ৯ এপ্রিল থেকে তা কার্যকর হবে।

এমন পরিস্থিতিতে মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে ৮৪ শতাংশে উন্নীত করে চীন। বেইজিংয়ের এ পদক্ষেপের পর বুধ ও বৃহস্পতিবার দুই দফায় চীনের ওপর ধার্যকৃত শুল্ক বৃদ্ধি করে ১৪৫ শতাংশ করেন ট্রাম্প। এর পরিপ্রেক্ষিতে চীনও মার্কিন পণ্যের ওপর পাল্টা ১২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে।

সম্প্রতি বাণিজ্য যুদ্ধের মধ্যেই আমেরিকায় চুম্বক ও বিরল খনিজ রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে চীন। বিভিন্ন চীনা বন্দরে চুম্বকের চালান পাঠানো বন্ধ করেছে শি জিনপিং প্রশাসন। চীনের নতুন পদক্ষেপে বড় ক্ষতির মুখে পড়তে যাচ্ছে আমেরিকা। কারণ, এসব খনিজ ও চুম্বক বৈদ্যুতিক গাড়ি, সেমিকন্ডাক্টর ও সামরিক সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

১৬ ও ১৭ আগস্ট মিশিগানে 'বিশ্ব সিলেট সম্মেলন'

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে আগামী ১৬ ও ১৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'বিশ্ব সিলেট সম্মেলন ২০২৫। এ উপলক্ষে গত রোববার (১৩ এপ্রিল) সন্ধ্যায় আয়োজকদের পক্ষ থেকে ওয়ারেন সিটির একটি রেস্টুরেন্টে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মিশিগানে কর্মরত সাংবাদিকসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক দলের নের্তৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্যোক্তারা জানান, দুই দিন ব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মিশিগানের ট্রয় সিটির আমেরিকান পলিশ কালচারাল সেন্টারে।

আয়োজকদের একজন কর্মকর্তা সাহাব আহমেদ সুমিন জানান, এ সম্মেলনে বৃহত্তর সিলেট জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে। এতে সেমিনার, গান, নৃত্য, কবিতা, সিলেটি সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন জিনিষের সাথে নতুন প্রজন্মের পরিচয় করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হবে। থাকবে সিলেটের রকমারি স্বাদের খাবারের বিভিন্ন স্টল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সিলেটের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এখানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আয়োজকরা জানান, এ সম্মেলন প্রবাসে চিরাচরিত যে মেলা হয়, সে ধরনের কোন মেলা নয়। এতে দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের তথা সিলেটের মানুষের জীবনধারা, সংস্কৃতি, কিংবদন্তি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকাচার, ভাষা, গান, হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন জিনিস তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

এ আয়োজনে সকলকে সমবেত হয়ে সাহায্য, সহযোগিতা, পরামর্শ দিয়ে অনুষ্ঠানটি সফল করতে আয়োজকরা আহ্বান জানিয়েছেন।

১৮-২০ এপ্রিল মিশিগানে 'বরবাদ'-এর প্রদর্শনী

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যের ওয়ারেন সিটির একটি রেস্টুরেন্টে শনিবার (১২ এপ্রিল) সন্ধ্যায় শাকিব খানের 'বরবাদ' সিনেমাটি মিশিগানে প্রদর্শন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সিনেমাটির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন এসকে ফিল্মসের বদরুদ্দোজা সাগর।

তিনি জানান, এবার এসকে ফিল্মস আন্তর্জাতিক পরিসরে সিনেমা পরিবেশন শুরু করলো। আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ এপ্রিল মিশিগানের ওয়ারেন সিটির 'এমজেআর ইউনিভার্সেল গ্রান্ড সিনেমা' হলে ছবিটি প্রদর্শিত হবে। প্রতিদিন বিকেল ৬টায় শো শুরু হবে। দর্শকদের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে শো আরো বাড়ানো হতে পারে বলে তিনি জানান।

ছবিটি মুক্তির ১০ দিন পেরিয়ে গেলেও দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে এখনো হাউজফুল যাচ্ছে। দেশে ১২৩টি প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি চলছে। আমেরিকার যে সব অঙ্গরাজ্যে প্রবাসী বাঙালি রয়েছেন সেসব স্থানের থিয়েটারগুলোতে বরবাদ সিনেমাটি পরিবেশিত হবে।

মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত বরবাদ ছবিটিতে অভিনয় করেছেন শাকিব খান, ভারতীয় অভিনেত্রী ইধিকা পাল, কলকাতার অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত, মিশা সওদাগর, ফজলুর রহমান বাবু, শহীদুজ্জামান সেলিম, শ্যাম ভট্টাচার্য। এছাড়াও আইটেম গানে অভিনয় করেছেন কলকাতার অভিনেত্রী নুসরাত জাহান।

মিশিগানে সিনেমাটি প্রদর্শিত হবে ওয়ারেন সিটির ২৮৬০০ ডিকুইন্ডার রোডের 'এমজেআর ইউনিভার্সেল গ্রান্ড সিনেমা' হলে। টিকেটের দাম রাখা হয়েছে ১৭ ডলার।

মিশিগানে 'বরবাদ' সিনেমার টিকেটসহ যে কোন তথ্য জানতে হলে ইশতিয়াক রুপুর সাথে ১-৩৪৭-৯৩৫-৭৭৪৬ এই ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

স্মার্টফোন ও কম্পিউটারকে শুল্ক থেকে অব্যাহতি দিলেন ট্রাম্প, চুক্তিতে জোর

রোকেয়া দীপা

মোবাইল, কম্পিউটারের মতো অনেক ইলেকট্রনিক পণ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্ক কার্যকর হবে না। চীনা পণ্যে যে উচ্চ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, তাও ইলেকট্রনিক পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংস্থা কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার পেট্রল।

যতদিন গড়াচ্ছে ততই একে অপরের ওপর উচ্চমাত্রার শুল্ক আরোপ করে যাচ্ছে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র। সর্বশেষ চীনের আমদানি পণ্যে ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এই নতুন শুল্ক কার্যকর হবে না স্মার্টফোন, কম্পিউটার, সেমিকন্ডাক্টর, সোলার সেল কিংবা মেমোরি কার্ডের মতো ইলেকট্রনিক পণ্যে। ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রযুক্তি খাতের স্থিতিশীলতা বিবেচনায় এই তিনটি খাতে সাময়িক ছাড়

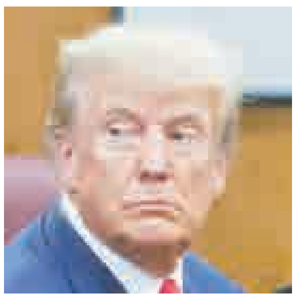

দেওয়া হয়েছে। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কড়া হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেন, ৯০ দিনের মধ্যে কোনো বাণিজ্য চুক্তি না হলে পূর্বের কঠোর শুল্ক আবার কার্যকর করা হবে।

একটি কেবিনেট সভায় ট্রাম্প বলেন, আমরা যেটা করছি তা হয়তো এখন একটু কঠিন লাগছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি একটা দারুণ ফলাফল এনে দেবে।

চীন যখন পাল্টা শুল্ক আরোপ করে, তখন হোয়াইট হাউজ তার উত্তরে চীনের সকল পণ্যের ওপর ১২৫ শতাংশ হারে নতুন শুল্ক বসায়। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফেব্রুয়ারিতে ঘোষিত ২০ শতাংশ ফেন্টানিল-সম্পর্কিত শুল্ক। সব মিলিয়ে চীনের পণ্যের ওপর মোট শুল্ক দাঁড়িয়েছে ১৪৫ শতাংশ ।

প্রযুক্তি শিল্পের প্রতিনিধিরা এই ছাড়কে স্বাগত জানালেও সামগ্রিকভাবে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। অনেক কোম্পানির মতে, যদি চুক্তি না হয় এবং শুল্ক আবার কার্যকর হয়, তবে উৎপাদন খরচ হঠাৎই বেড়ে যেতে পারে।

সমালোচকরা বলছেন, এত অল্প সময়ে এতগুলো চুক্তি বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব। অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে একটি ছোট চুক্তিতে সময় লেগেছিল ৮ মাস, আর কানাডা-মেক্সিকোর সঙ্গে চুক্তি করতে সময় লেগেছিল দুই বছরেরও বেশি।

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা

নিউইয়র্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান করেছে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল।

শুক্রবার (১১ এপ্রিল) সন্ধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কনসাল জেনারেল, কূটনীতিক, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের প্রতিনিধিসহ বিদেশী অতিথিদের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বীরমুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। কোরআন থেকে তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এর পরেই বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে কনসাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদা ৭১'-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে সকল শহিদ, শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ২০২৪'-এর জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে যারা আহত হয়েছেন, তাদের আশু সুস্থ্যতা কামনা করেন।

তিনি বলেন, 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ও আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে।'

নাজমুল হুদা সকলকে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান।

কনসাল জেনারেল বলেন, '২০২৪ সাল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছে এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা মেরামত তথা সংস্কারের এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে।'

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুসের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে 'আমরা দেশের সব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছি মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বের নজর কেড়েছে উল্লেখ করে দারিদ্র্য বিমোচন, গণসাক্ষরতা, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, কৃষি বিপ্লব, গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নবজাতক ও মাতৃস্বাস্থ্য, আয়ুষ্কাল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিল্পায়ন ও ডিজিটালাইজেশনের ধারাবাহিক বৃদ্ধি, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা অভিযানে তার সাফল্যের কথা তুলে ধরেন কনসাল জেনারেল ।

কনসাল জেনারেল স্বাধীনতার কাঙ্খিত লক্ষ্য, তথা একটি গণতান্ত্রিক ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, ন্যায্যতাভিত্তিক, মানবিক ও আধুনিক দেশ গড়ার জন্য সকলকে সচেষ্ট থাকার অনুরোধ জানান। বাংলাদেশের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি গতিশীল, আত্মপ্রত্যয়ী এবং উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের নতুন প্রজন্ম যে স্বপ্ন দেখছে, তা বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা পৃথিবীতে অবস্থানকারী আমাদের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ভাই-বোনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি তাদের এ সমর্থন এবং সহযোগিতা আরো শক্তিশালী করার অনুরোধ জানান। কনসাল জেনারেল দুই দেশের জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

তিনি কনস্যুলেট জেনারেলের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সর্বদা সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য অফিস অব ফরেন মিশনস, মেয়র অফিস, সোসাইটি অব ফরেন কনসালস এবং কূটনৈতিক সম্প্রদায়, ফেডারেল ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকে ধন্যবাদ জানান।

ডালাস হাই স্কুলে সহপাঠীর গুলিতে আহত ৪ শিক্ষার্থী

রোকেয়া দীপা

ডালাসের উইলমার-হাচিন্স হাই স্কুলে গুলিবর্ষণে চারজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। এই ঘটনায় সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে গুলিবর্ষণের এই ঘটনা ঘটে।

ডালাস পুলিশ বিভাগের সহকারী প্রধান ক্রিস্টিনা স্মিথ জানান, প্রাথমিক তথ্যে ধারণা করা হচ্ছে, এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ফল এবং সক্রিয় বন্দুকধারীর ঘটনা নয়। এদিকে ঘটনার সময় স্কুল প্রাঙ্গণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণ।

টেক্সাসে হামের ভয়াবহ সংক্রমণ, স্কুলগামী শিশুদের প্রাণহানি

রোকেয়া দীপা

টেক্সাসের পশ্চিমাঞ্চলে হাম সংক্রমণ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। সর্বশেষ সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৬১ জনে। গত পাঁচ দিনে নতুন করে শনাক্ত হয়েছে ২০ জন। সংক্রমিতদের বড় অংশই শিশু ও কিশোর, যাদের বয়স ৫ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে।

ভ্যাকসিন না নেওয়াই প্রধান কারণ: টেক্সাস স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ সার্ভিসেস (ডিএসএইচএস) জানায়, অধিকাংশ সংক্রমিতই অটিকৃত ভ্যাকসিনহীন বা ভ্যাকসিন গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য অজানা। মাত্র ৪ জন আক্রান্ত ব্যক্তি এক ডোজ এমএমআর (হাম, মাম্পস, রুবেলা) ভ্যাকসিন নিয়েছেন, আর ৭ জন নিয়েছেন দুই ডোজ। এখন পর্যন্ত ৫৮ জন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গেইন্স কাউন্টি, যা নিউ মেক্সিকোর সীমান্তবর্তী, সেখানে সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের সংখ্যা—৩৬৪ জন। ইতোমধ্যে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে, যারা উভয়েই স্কুলে পড়তো এবং ভ্যাকসিন নেয়নি।

ডিএসএইচএস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক হওয়ায় সংক্রমণের ক্ষেত্র ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আরও আক্রান্ত শনাক্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমরা স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি।"

মার্কিন সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) জানিয়েছে, ২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ২৪টি রাজ্যে ৭১২টি হাম আক্রান্তের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ইন্ডিয়ানা, কানসাস, নিউ মেক্সিকো, ওহায়ো ও টেক্সাসে তিনটির বেশি সংযুক্ত সংক্রমণ থাকায় সেখানে আউটব্রেক ঘোষণা করা হয়েছে।

সিডিসির তথ্যমতে, আক্রান্তদের ৯৭% ব্যক্তি ভ্যাকসিনহীন বা তাদের ভ্যাকসিন-সংক্রান্ত তথ্য অজানা। মাত্র ১% এক ডোজ নিয়েছে, আর ২% নিয়েছে প্রয়োজনীয় দুই ডোজ। আক্রান্তদের মধ্যে ১১% রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে, যাদের বেশিরভাগের বয়স ১৯ বছরের নিচে।

ভ্যাকসিনই একমাত্র প্রতিরক্ষা: সিডিসি বলছে, হাম প্রতিরোধে প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন ৯৩% কার্যকর, আর দুই ডোজে কার্যকারিতা ৯৭% পর্যন্ত। ভ্যাকসিন প্রাপ্ত প্রাপ্তবয়স্কদের সাধারণত বুস্টার নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে হাম নির্মূল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

কোয়ালিটি অফ লাইফ

শেষ পৃষ্ঠার পর

মোকাবেলা করা। সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা চাই আমাদের রাস্তাঘাট যেন সকল নিউ ইয়র্কবাসীর জন্য, বিশেষ করে আমাদের পরিবার ও শিশুদের জন্য, নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল থাকে।'

"কোয়ালিটি অফ লাইফ ডিভিশন" পাঁচটি প্রিসিঙ্কট এবং একটি হাউজিং পুলিশ সার্ভিস এরিয়ায় একটি পাইলট প্রোগ্রামের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করবে। এই এলাকাগুলোতে থাকবে স্থানীয়, প্রিসিঙ্কটভিত্তিক বিশেষ দল — যাদের বলা হবে "কিউ-টিমস।" এই টিমগুলো গঠিত হবে এমন পুলিশ সদস্যদের নিয়ে, যারা ইতোমধ্যেই তাদের কমিউনিটির সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন এবং যারা জীবনমান-সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর টেকসই সমাধানের জন্য অতিরিক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

সোমবার এপ্রিল ১৪, কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, 'একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলা জরুরি যে, এটি কোনোভাবেই "ব্রোকেন উইন্ডোজ" ধরনের পুলিশিং-এ ফিরে যাওয়া নয়। আমাদের "কিউ-টিমস" সদস্যরা এমনভাবে কাজ করবেন যেন সবার জন্য জীবনের মান উন্নত হয়, এবং আমাদের পাড়া-মহল্লা হয়ে উঠে আরও বাসযোগ্য। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তারা করবেন এলাকাবাসীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে।'

"কিউ-টিমস" পাইলট প্রোগ্রামটি "কম্পস্টেট" পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা একটি তথ্যনির্ভর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।এটি রিয়েল-টাইম ডেটার ভিত্তিতে অপরাধপ্রবণ এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ায় এবং প্রিসিঙ্কট কমান্ডারদের জবাবদিহির আওতায় আনে। এই পদ্ধতিটি নিউ ইয়র্ক সিটিতেই প্রথম চালু হয়েছিল ৩০ বছরেরও বেশি আগে এবং বর্তমানে এটি সারা বিশ্বেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবনমান-সংক্রান্ত সমস্যাগুলোকে ঘটনাস্থলেই শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেব এবং তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করব।

"কোয়ালিটি অফ লাইফ ডিভিশন" নিউ ইয়র্ক সিটিতে অপরাধ কমানোর ক্ষেত্রে আমাদের সাম্প্রতিক সাফল্যের ওপর দাঁড়িয়ে গঠিত হয়েছে। জননিরাপত্তার ওপর আমাদের প্রশাসনের অটল মনোযোগের ফলে ১ জানুয়ারি, ২০২৪ থেকে টানা পাঁচটি কোয়ার্টারে অপরাধের হার কমেছে — আমরা একের পর এক অপরাধ কমার রেকর্ড গড়ে চলেছি। বছরের প্রথম তিন মাসে নিউ

> বর্ধিত সভায় তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত ছয় স্তরের সাড়ে ৩ হাজার নেতা অংশ নিচ্ছেন বলে জানিয়েছে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় দপ্তর সূত্র।

ইয়র্ক সিটির ইতিহাসে সবচেয়ে কম গুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি, হত্যাকাণ্ডের সংখ্যাও ছিল রেকর্ডের দিক থেকে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। ট্রানজিট অপরাধও দুই অঙ্কের হারে কমেছে, এবং যদি মহামারির একটি বছর বাদ দেওয়া হয়, তবে এটি ইতিহাসের সবচেয়ে কম অপরাধের হার।'

নিউ ইয়র্ক সিটিকে পরিবার গঠনের জন্য সেরা স্থান করতে হলে শিশুদের বিদ্যালয়ে সাফল্য অর্জনের পথও সহজ করে তুলতে হবে বলে মনে করেন অ্যাডামস্। তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের প্রতি আরও ব্যক্তিগত যত্ন নিশ্চিত করতে আমরা ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে শহরের পাঁচটি বরোর ৭৫০টি পাবলিক স্কুলে অতিরিক্ত ৩,৭০০ শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছি। সবচেয়ে ভালো দিক হলো—এই পরিকল্পনাগুলো স্কুলের প্রয়োজন অনুযায়ী স্কুল কর্তৃপক্ষই তৈরি করেছে, যাতে প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকেরা নিজেদের শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করতে পারেন।'

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নির্ধারণ করা হয়েছে: কিন্টারগার্ডেন থেকে ৩য় গ্রেড পর্যন্ত প্রতি শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ২০ জন, ৪র্থ থেকে ৮ম গ্রেড পর্যন্ত ২৩ জন, ৯ম থেকে দ্বাদশ গ্রেড পর্যন্ত ২৫ জন এবং পারফর্মিং গ্রুপ ও শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থী রাখা যাবে। অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আগামী শিক্ষাবর্ষে আমাদের অন্তত ৬০ শতাংশ শ্রেণিকক্ষে এই সীমিত শ্রেণি-আকার বাস্তবায়িত হবে। আমরা অতিরিক্ত অর্থায়নের ঘোষণা আগেভাগেই দিচ্ছি যাতে প্রধান শিক্ষকরা যথাসময়ে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারেন এবং এই বছরের শরতে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাবর্ষের জন্য যথাযথভাবে পরিকল্পনা করতে পারেন।'

তিনি যোগ করেন, 'নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন রাস্তা, সমৃদ্ধ পাড়া-মহল্লা, গতিশীল পরিবহন ব্যবস্থা এবং শিশুদের প্রয়োজন অনুযায়ী যত্ন ও মনোযোগ দেওয়ার মতো স্কুলগুলি-এসব নিয়েই আমাদের প্রশাসন প্রতিদিন, প্রতিটি এলাকায় নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।'

নিউইয়র্ক যেন এক টুকরো বাংলাদেশে

শেষ পৃষ্ঠার পর

মঙ্গলশোভাযাত্রাকে করে তুলেছিল নীল আকাশে সাদা মেঘের পেখম তুলে ধাবমান বলাকার প্রাণিত আলোকশিখা। তবে আগের দিন বৃষ্টিস্নাত দিনে টাইমস স্কয়ারও হয়ে উঠেছিল বৈশাখের রঙিন দিবসের গীতাঞ্জলি।

প্রথম দিনে শনিবার (১২ এপ্রিল) সহস্র বাঙালি একত্রিত হয়ে সুরে-সঙ্গীতে-নৃত্যে পালন করেছে তাদের প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ। ওই দিন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটানের কনসাল জেনারেলবৃন্দ। একইসঙ্গে বহু দেশ ও জাতির মানুষ উপস্থিত থেকে বাংলা বর্ষবরণ উৎসব পালন করেন, যা রূপ নেয় আন্তর্জাতিকতায়। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বাইরে বিশ্বব্যাপী বাঙালিদের বৃহত্তম সমাবেশ হয় নিউইয়র্ক শহরেই। গত দুই বছরের মতো এবারও দুই দিনের অনুষ্ঠানের প্রথম দিনটি অর্থাৎ ১২ এপ্রিল টাইমস স্কয়ারে এবং রোববার (১৩ এপ্রিল) জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় পালিত হয় বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উৎসব। এবারের উৎসব উৎসর্গ করা হয়েছে 'ছায়ানটে'র সভাপতি ও সংস্কৃতি-সাধক সদ্য প্রয়াত প্রফেসর ড. সনজীদা খাতুনকে ।

বিশ্ববাঙালির আয়োজনে দুই দিনব্যাপি এ অনুষ্ঠানে ছিল গান-নৃত্য, মঙ্গল শোভাযাত্রা ও বৈশাখী মেলা। যেখানে শতকণ্ঠে শিশুরা গান গেয়ে এবং সহস্রকণ্ঠে বড়দের সুর এবং গানে বরণ করে নেওয়া হয় বাংলা বছরের প্রথম দিনটিকে। আয়োজক সংগঠনের প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিনের মহড়া ও নিবিড় অনুশীলনের মধ্য দিয়ে প্রস্তুত করা হয় সকলকে। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল মহীতোষ তালুকদার তাপসের নেতৃত্বে 'সহস্র কণ্ঠে বর্ষবরণ'। ১ হাজারেরও বেশি শিল্পী একসঙ্গে মিলিত হয়ে সম্প্রীতি, আনন্দ এবং মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসার গান গেয়েছেন নিউইয়র্কের মাটিতে। এছাড়াও, এই বছর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল 'হাজার বছরের বাংলা গানের গল্প'। কল্লোল বসুর পরিকল্পনায় এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অঞ্চলের ১০০ জন শিল্পী হাজার বছর ধরে বিস্তৃত এবং বহুবিধ সাংস্কৃতিক প্রভাবে প্রভাবিত বাংলা গানের ৩২টি ধারাকে তুলে ধরেন। পরিবেশনায় ছিল- ডায়াস্পোরা ইনক, কল্লোল, মৈত্রী, সিংগিং বার্ডস, সৃষ্টি একাডেমি, অনুপ দাস ডান্স একাডেমি প্রভৃতি। নৃত্যে ছিলেন- চন্দ্রা ব্যানার্জি ও সম্প্রদায়। এছাড়া, তাজলি, কৃষ্ণা তিথি, রেশমি প্রতীক, শাহ মাহবুব এবং মণিপুরি নৃত্যে জগন্নাথ ও সম্প্রদায় সংযুক্ত পরিবেশনায় মুখরিত ছিল টাইমস স্কয়ার। বলাবাহুল্য, কণ্ঠশিল্পী মহীতোষ তালুকদার তাপসের নেতৃত্বে শত কণ্ঠ থেকে সহস্রকণ্ঠের এই বর্ষবরণ বাঙালি সংস্কৃতির পালকে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এর সঙ্গে খ্যাতিমান রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা'র সুরেরধারা যুক্ত হয় উৎসবের সঙ্গে। বর্ষবরণ উৎসবে একই রকম শাড়ি ও পাঞ্জাবি পরে নারী-পুরুষের বর্ণিল পরিবেশনায় বাংলার জয় ঘোষণা করা হয়েছে।

১৪৩২ বঙ্গাব্দের বর্ষবরণের বিশেষত্ব হলো বহুমাত্রিকতা। সহস্রকণ্ঠের পরিবেশনায় ছিল নতুনত্ব; সঙ্গে নিউইয়র্ক রাজ্যসরকারের ক্যালেন্ডারে ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখের স্বীকৃতি এবং এশিয়ার কৃষিপ্রধান নয়টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশসহ ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকার কনসাল জেনারেল ও তাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য এনেছে প্রবাসী বাঙালিদের সর্ববৃহৎ এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে।

নিউইয়র্ক টাইমস স্কয়ারে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বিকেল পাঁচটার পর ঘটে উৎসাহব্যঞ্জক ও স্মরণীয় ঘটনা। এনআরবি ওয়ার্ল্ডওয়াইডের পক্ষ থেকে দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তারা হলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা এবং সমাজসেবী ড. পরিতোষ এম. চক্রবর্তী এবং অপরজন ডাক্তার মুহাম্মদ এস. চৌধুরী, যিনি মানব সেবা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের ক্ষমতায়নে নিবেদিতপ্রাণ। ব্যতিক্রমী এই পুরস্কার নববর্ষ উৎসবকে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছে।

নিউইয়র্ক টাইমস স্কয়ারে বর্ষবরণ শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালে। দৃশ্যত বাস্তবতা হলো, ২০২৫ সালে এসেই উৎসবটি আন্তর্জাতিক মহিমা অর্জন করেছে। বলাবাহুল্য, বাংলা বর্ষবরণের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এ বছরের উদযাপনকে অনেক বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে; পরিণত হয়েছে বৈশ্বিক উৎসবে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে ১৪ এপ্রিলকে বাংলা নববর্ষের স্বীকৃতি দিয়ে অঙ্গরাজ্যের রাজধানী আলবেনিতে গভর্নর অফিস বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় এই উৎসবকে ২৮ এপ্রিল উদযাপন করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিউইয়র্কে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের অনুরোধে সিনেটর লুইস সেপুলভেদার ১৫ জানুয়ারি প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্গরাজ্যের আইনসভার অধিবেশনে গত ২২ জানুয়ারি আইনপ্রণেতারা সর্বসম্মতিক্রমে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। রেজুলেশনে উল্লেখ করা হয়, ১৪ এপ্রিল, অর্থাৎ বাংলা বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখকে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে বাংলা নববর্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। এই অঙ্গরাজ্যের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি হিসেবে এবং এই রাজ্যে বসবাসরত বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে সম্প্রীতি দৃঢ় করার লক্ষ্যেই এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। টাইমস স্কয়ারে রেজুলেশনটি (১২ এপ্রিল)পাঠ করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে শোনানো হয়।

বলাবাহুল্য, অভিবাসী জীবনের লড়াইটা কেবল অন্ন সংস্থানের জন্য নয় বরং বাঙালি জাতির যা কিছু অহংকারের সামগ্রী তা সামনে নিয়ে এগিয়ে চলার লড়াইও। এই লড়াই নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার নিরন্তর সংগ্রামে উদ্দীপিত। আর এই আনন্দ উজ্জীবনের স্বাক্ষর রয়ে গেল ১৪৩২ বঙ্গাব্দের নববর্ষ উদযাপনের মধ্য দিয়ে। আয়োজক এনআরবি ওয়ার্ল্ডওয়াইড টিকে থাকুক বাঙালির রক্ষাকবচ হিসেবে।

উদ্যোক্তাদের দাবি, ১৩ এপ্রিল কেবল জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় প্রায় ৫০ হাজার বাঙালি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। আয়োজকদের কথায়, এই উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য বৃহত্তর প্রবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলা সংস্কৃতির প্রকৃত বার্তা পৌঁছে দেওয়া। মুক্তধারা এবং এনআরবি ওয়ার্ল্ডওয়াইড সভাপতি বিশ্বজিত সাহার কথায়, 'এই উৎসব বিশ্ব বাঙালির ঐক্য ও ভাষার প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।'

অভিবাসীরাই আমেরিকা গড়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে আমেরিকার সমৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে। আবার নিজ নিজ দেশগুলোও তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জনের সুযোগ পায়। পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি দেশ হিসাবে আমেরিকার দায়দায়িত্ব থেকে যায়। অনুন্নত দেশগুলোতে মানবিক সাহায্যর মাধ্যমে বাণিজ্য করার সুযোগ দিয়ে, শুল্কমুক্ত কিংবা সল্পশুল্কের সুযোগ দিয়ে আমেরিকার তার বিশ্বশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে আমেরিকাকে গ্রেট বানানোর জন্য সবকিছু উৎপাদন করতে হবে এমন যুক্তিহীন প্রস্তাব করেন। আপাতত নব্বই দিন স্থগিতের মাধ্যমে পৃথিবীতে কিছুটা স্বস্তি নেমে এসেছে। এরই মধ্যে আমেরিকার শেয়ার বাজার থেকে ছয় ট্রিলিয়ন ডলার উধাও হয়েছে, যেটি অবিশ্বাস্য ঘটনা। শেয়ার বাজারের ধ্বসের কারণে আমেরিকায় বিনিয়োগকারীরাও শঙ্কিত।"

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম-এর নেতৃত্বে নতুন অভিবাসন নীতিতে আইসিই-এর পাশাপাশি এফবিআই, ইউএস মার্শালস ও ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও যুক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মাহফুজুর রহমান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "যুদ্ধকালীন সময়ে অভিবাসী নিয়ন্ত্রণে প্রয়োগকৃত ক্ষমতা তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। এর মাধ্যমে যে মানুষগুলো এদেশে আসছে নতুন জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়ে, তাদের স্বপ্নকে তিনি বিভীষিকাময় করে দিচ্ছেন।"

সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসন ক্যালিফোর্নিয়ার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে কয়েক ডজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ভিসা বাতিল করেছে, যাদের অনেকেই স্নাতকের শেষ পর্যায়ে ছিল। এই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত প্রসঙ্গে মাহফুজুর রহমান বলেন, "আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে আর্থিক অবদান রাখে। এদেশে শিক্ষা অর্জন করতে আসা শিক্ষার্থীদেরকে শুধুমাত্র গাজা ইজরায়েলীদের সমর্থনের কারণে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কাঠোর পদক্ষেপ নিয়েছেন। ডিটেনশন সেন্টারে রেখে তাদেরকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। ছাত্রদের অনেকেই শুধু বিত্তশালী পরিবার থেকে নয়, তারা মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য এসে শিক্ষার পাশাপাশি কাজের মাধ্যমে তাদের ব্যয় সংকুলানের চেষ্টা করে। সেই শিক্ষার্থীদেরকে শুধুমাত্র তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারে গাজা-ইজরায়েল সমর্থনের কারণে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। সর্বোপরি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে অভয়ারণ্যে পরিণত আমেরিকার সেই অধিকার তিনি ক্ষুণ্ণ করে একটি কতৃত্ববাদ রাষ্ট্র হিসাবে তৈরি করতে যাচ্ছেন। এগুলো যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দুর্ভাগ্যজনক, স্ট্যাচু অফ লিবার্টি নিয়ে আমাদের গর্বের জায়গাটা এখন আর নেই। আমরা আশাবাদি যে ডোলান্ড ট্রাম্পের এই লাগামহীন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা মানুষের নাগরিক অধিকার অব্যাহত রাখবেন।"

বিদেশী ছাত্রদের পক্ষে তিনি যুক্ত করেন, "যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা একটা বিশাল বাণিজ্যিক বিষয়। এখানকার বিশ্ব বিদ্যালয়গুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষালাভের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন করে। আমরা জানি, প্যান্ডামিকের দুইবছর পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর্থিক সঙ্কটের মুখে পড়লে তাদের সংক্টাপন্ন বাজেট নিরসনে বাইডেন সরকার বিদেশী শিক্ষার্থীদের প্রতি একটা উদারনীতি করেছিলেন।"

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ জটিল এবং উদ্বেগজনক। একদল নির্বাচন চান আরেকজন সংস্কার চান, আরেক দল ড. ইউনুসকে ক্ষমতায় দেখতে চান। এই বিষয়ে মাহফুজুর রহমান বলেন, "জুলাইয়ে শেখ হাসিনা বিরোধী আন্দোলন ছিল ছাত্রদের কোটা না মেধা নামক একটি মৌলিক দাবী নিয়ে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে হাসিনা সরকারের পতন ঘটে ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। ওই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অনির্দিষ্ট কালের জন্য থাকবে এরকম কোন ম্যান্ডেট কেউ কাউকে দেয়নি। একটি দীর্ঘস্থায়ী সরকারকে দায়িত্ব দেবার জন্যেই একটা ক্ষণস্থায়ী সরকার আসে। মধ্যবর্তী সেই সময় সর্বোচ্চ একবছর হতে পারে। এই সময়ের মধ্যে সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করাটাই একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সেক্ষেত্রে পাঁচ বছর মেয়াদের চিন্তা একটা স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত। ভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে একটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংস্কারের কিছুই করেন নাই। প্রচ্ছন্নভাবে তারা ছিয়াত্তর দিন বয়েসী একটি নতুন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন ও প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছেন।"

বাংলাদেশের শীর্ষ দৈনিক হোয়াইট হাউজের 'রোজ গার্ডেন'কে অনুবাদ করে 'গোলাপের বাগান' বলা নিয়ে তিনি বলেন, "সাংবাদিকতা সহজ কিন্তু সাংবাদিকতা অনুবাদ সাহিত্য নয়। আমরা চাইলেই সব শব্দের অনুবাদ বাংলায় করতে পারি না। নামের অনুবাদ হয় না, আমাদের বাংলাদেশি সাংবাদিকদের এই ব্যাপারগুলোতে প্রশিক্ষণ থাকা দরকার।"

চলমান ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি সহিংসতা প্রসঙ্গে আলোচনায় আসে গত ২৩ মার্চে ইসরাইলে হামলায় ১৫ জন উদ্ধারকর্মীর মৃত্যু। প্রথমে তারা বলেছিল, সন্দেহজনকভাবে বাতি বা সংকেত ছাড়া এ্যাম্বুলেন্স গাড়ির বহর দেখে তারা গুলি চালায় কিন্তু ভিডিও-স্যাটেলাইট ফুটেজে দেখা গেছে অ্যাম্বুলেন্স বাতি জ্বালানো ছিল এবং তাঁরা ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে 'পিআরসিএস' চিহ্নিত গাড়ি ব্যবহার করছিল। ইসরায়েলি অভিযানের এই পর্যায়ে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবিক মূল্যবোধ কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে কিনা-জানতে চাইলে মাহফুজুর রহমান অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলেন, "ইসরায়েল প্রশ্নে জাতিসংঘ একটা ঠুঁটো জগন্নাথ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েলের প্রতি জাতিসংঘের এরকম নিরুত্তাপ হবার পিছনে আমেরিকা এবং ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলি (ব্রিটেন, জারমানী, ফ্রান্স) এদের প্রছন্ন প্রশ্রয়ে ইসরায়েল বছরের পর বছর এই মানবাধিকার লঙ্ঘন করে হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা সবসময়ই ইসরায়েলের এই গণহত্যার প্রতিবাদ করে আসছি কিন্তু আমাদেরকে একসাথে আরো দেখতে হবে যে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও কিন্তু একই ধরনের গণহত্যা হচ্ছে। এসব ঘটনা কিন্তু খবরে প্রকাশ পায়না। রাশিয়া যে যুদ্ধ ইউক্রেনে করছে সেখানেও মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। এক্ষেত্রেও কিন্তু জাতিসংঘ ব্যর্থ। হাস্যকরভাবে আরো দেখেছি যে, বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জাতিসংঘ তৎপর হয়ে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনিকে হুমকি দিয়েছিল। হুমকি দিয়ে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করে সরকার পতনে তারা ভূমিকা রেখেছে বলেও দাবী করে। এদেরকে আমরা কখনই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা নিতে দেখিনি। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ধনী দেশগুলোও ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপরে রক্ত ক্ষরণ হামলায় একজোট হয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। শুধু মৌখিক ও কাগজে নিন্দা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং সিনেট ইসরায়েলের গণহত্যাকে সরাসরি সমর্থন না করলেও এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। বরং প্রগতিশীল মানুষ ও ছাত্র সমাজের প্রতিবাদের উপরে উল্টো ট্রাম্প প্রশাসনের খড়গ হস্ত নেমে এসেছে।"

এমন সব নানা প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমেই সেদিনের পর্বটি শেষ হয়। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

বিতর্কিত অতীত দূরে

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রার্থী হিসাবে সিটি কাউন্সিলের স্পিকার অ্যাড্রিয়ান অ্যাডামসকে সমর্থন জানিয়েছেন।

এক টুইটার ভিডিও বার্তায় কুওমো বলেন, "নিউ ইয়র্ক সিটি এখনও সংকটে। আমিই অভিজ্ঞতা ও সাহস নিয়ে এই শহরকে পুনরুদ্ধার করতে পারব। এই জোট আমার বিরুদ্ধে নয়, বরং নিউ ইয়র্কের সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে।" তার নির্বাচনি প্রচারাভিযান থেকে দাবি করা হয়েছে, ব্রুকলিনে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কুওমোর ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে , "কুওমোর জনপ্রিয়তা তার চরিত্রগত দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। অনেক নাগরিক মনে করেন, কোভিডের সময়ে তার শক্তিশালী নেতৃত্ব নগরকে রক্ষা করেছে। তবে, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অভ্যন্তরে তার বিরোধিতা দলীয় বিভাজনকেই তুলে ধরছে।"

প্রাইমারির ভোট ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হওয়ার কথা রয়েছে। কুওমোর বিরুদ্ধে জোট যত শক্তিশালী হবে, ততই অ্যাডামস বা অন্য প্রার্থীদের জয়ের সম্ভাবনা বাড়বে। তবে, কুওমো ইতিমধ্যে টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় অঙ্কের বিজ্ঞাপন চালু করেছেন। আর্থিক সক্ষমতা ও তহবিল সংগ্রহেও তিনি এগিয়ে রয়েছেন।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অভ্যন্তরীণ এই সংঘাত আগামী নির্বাচনের রাজনীতিকে উত্তপ্ত করে তুলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত সপ্তাহে একটি ফেডারেল আদালত তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির মামলার শুনানি শুরু করেছে, যা ২০২১ সালে তার পদত্যাগের পর থেকে চলমান রয়েছে। এছাড়া, কোভিড-১৯ মহামারির সময় নার্সিং হোমে মৃত্যুর তথ্য গোপন করার অভিযোগেও তদন্ত চলছে বলে জানা গেছে।

৬৫ বছর বয়সী অ্যান্ড্রু কুওমো ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কোভিড-১৯ মহামারির সময় তার দৃঢ় নেতৃত্বের জন্য তিনি জাতীয়ভাবে প্রশংসিত হলেও পরবর্তীতে নার্সিং হোমে মৃত্যুর পরিসংখ্যান গোপন ও একাধিক কর্মীর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগে তিনি বিতর্কিত হন। ২০২১ সালের আগস্টে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এ সপ্তাহের শুরুতেই নিউ ইয়র্কের একটি ফেডারেল আদালতে তার বিরুদ্ধে আনা ১১টি যৌন হয়রানির মামলার প্রাথমিক শুনানি হয়েছে। কুওমো তার আইনি দলের মাধ্যমে সকল অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং এটিকে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" বলে উল্লেখ করেছেন। সমান্তরালভাবে, নার্সিং হোম মৃত্যু কভার-আপ তদন্তে নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ জমা দেওয়া হয়েছে, যা তার প্রশাসনের জবাবদিহিতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

নিউ ইয়র্কের বর্তমান গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, "ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে সম্মান করতে হবে।" কুওমোর সমর্থকরা দাবি করেন, তাকে আদালতের মঞ্চে লড়ার সুযোগ দেওয়া হোক। বিপক্ষে, নারী অধিকার সংগঠনগুলি অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি দাবি করেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আগে মনে করেছিলেন, কুওমোর পুনরায় রাজনীতিতে ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডাম রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে তার বর্তমান সম্পর্ক, অপরাধ মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়াসহ অভিবাসী বিতর্কে এরিক অ্যাডামসের অবস্থা নাজুক থেকে নাজুকতর হয়েছে। বেশ কিছুদিন থেকে কুওমো পডকাস্ট ও মিডিয়া সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জনমনে উপস্থিতি বজায় রাখছিলেন। তার লেখা বই "আমার প্রতিশোধ" (২০২৩) এ তিনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন, যা বেস্টসেলারে পরিণত হয়েছে।

অ্যান্ড্রু কুওমোর আইনি লড়াই ও জনসমর্থন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নৈতিকতা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই মামলার ফলাফল ভবিষ্যতে জনপ্রিয় নেতাদের জবাবদিহিতার মাপকাঠি নির্ধারণ করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিকের আয়োজনে ঈদ পুনর্মিলনী ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

জলি আহমেদ

ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিকের আয়োজনে নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঈদ পূনর্মিলনী ও পিঠা উৎসব।

রোববার (৬ এপ্রিল) সন্ধ্যায় হিলসাইড এভিনিউস্থ আল আকসা পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক সাংসদ এমএম শাহীন। এ বিশেষ অতিথি রাজনীতিবিদ গিয়াস আহমেদ ও আয়োজক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এমএন জামান উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ আর যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের মূল পর্ব দেশের ও প্রবাসী শিল্পীদের গানের ফাঁকে ফাঁকে ছিলো অতিথিদের সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য আর ক্রেস্ট প্রদান। স্বাগত বক্তব্য ও অতিথিদের মাঝে ক্রেস্ট তুলে দেন এমএন জামান।

অনুষ্ঠানে আকাশ হোম কেয়ারের কর্ণধার আকাশ রহমান ও এশা রহমান, রাজনীতিক রিটা রহমান, খলিল বিরিয়ানী হাউজের কর্ণধার খলিলুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার এমএ খালেক, অ্যাঙ্কর ট্রাভেলসের কর্ণধার এএসএম মাইন উদ্দিন পিন্টু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ইশতিয়াক রুমি, তরিকুল ইসলাম মিঠু, লিটন চৌধুরী ও সাংবাদিক হাসানুজ্জামান সাকী বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন সোনিয়া সিরাজ ও সৈয়দ আজাদ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, 'বাংলা, বাংলাদেশ, দেশের শিল্প-সংস্কৃতি প্রবাসীদের হৃদয়ে। ঈদের পর পূনর্মিলনী প্রবাসীদের মধ্যকার সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো জোরদার করবে। এছাড়াও প্রবাসে দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ আর পিঠার ঐতিহ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে এমন অনুষ্ঠান ভূমিকা রাখবে।'

অনুষ্ঠানে ভাঁপা, পাটি শাপটা, তেলের পিঠা, পাকন পিঠা, নারিকেল পিঠাসহ হরেক রকমের দেশীয় পিঠার পাশাপাশি ছিলো সিঙ্গারা আর ঝাল-মুড়ি। সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত শিল্পী নাজু আকন্দ, বিন্দু কনা, অংকন ইয়াসমীন, শাহ মাহবুব, রাজিব ভট্টাচার্য, মাসুদ রানা ও মিঠু গান করেন।

নিউইয়র্কে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় তিন শিশুসহ ছয়জন নিহত

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউ ইয়র্ক শহরের লোয়ার ম্যানহাটন ও নিউ জার্সির মধ্যবর্তী হাডসন নদীতে ১০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে তিন শিশুসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন। হেলিকপ্টারটি ছিল নিউ ইয়র্ক হেলিকপ্টারস নামে একটি ট্যুর কোম্পানির। এটি স্পেন থেকে নিউইয়র্কে আসা পাঁচ সদস্যের পরিবারের সঙ্গে পাইলটকে নিয়ে উড়ছিল বলে সন্ধ্যায় এক প্রেস কনফারেন্সে জানানো হয়েছে। নিহতদের পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি, পরিবারের সদস্যদের অবগত করার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

এফডিএনওয়াই ও এনওয়াইপিডির ডুবুরি দল সব ছয়জনকে নদী থেকে উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলেই চারজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বাকী দুজন, যাদের মধ্যে অন্তত একজন শিশুকে নিউ জার্সির তীরে নিয়ে গিয়ে সিপিআর দেয়া হয়। পরে তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যুর ঘোষণা দেয়া হয়।

হেলিকপ্টারটি বিকেল ২টা ৫৯ মিনিটে লোয়ার ম্যানহাটনের ডাউনটাউন স্কাইপোর্ট থেকে উড্ডয়ন করে। এটি প্রথমে ম্যানহাটনের তীর বরাবর উত্তরের দিকে যায় এবং জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজের কাছে পৌঁছে দক্ষিণে ফিরে আসে। এরপর এটি হাবোকেন এলাকার কাছে নদীর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায় বলে জানিয়েছেন এনওয়াইপিডি কমিশনার জেসিকা টিশ।

বিকেল ৩টা ১৭ মিনিটে নিউ ইয়র্ক সিটির বিভিন্ন সংস্থা দুর্ঘটনার প্রথম ফোন কল পায়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, হালকা বৃষ্টি, উত্তাল নদীর পানি এবং ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেও জরুরি সেবা সংস্থাগুলো তৎপরতা চালায়।

ম্যানহাটনের পিয়ার ৪০-এ একটি বড় পরিসরের উদ্ধার কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং হাবোকেনের কাছে নদীতে বহু জরুরি নৌযান মোতায়েন করা হয়। নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, পোর্ট অথরিটি ও কোস্ট গার্ডের শতাধিক উদ্ধারকর্মী উভয় তীরেই সক্রিয় ছিলেন।

ইউএস কোস্ট গার্ড একটি নিরাপত্তা এলাকা ঘোষণা করেছে, যা হাডসন নদীর হল্যান্ড টানেল ভেন্টিলেটরের এক মাইল উত্তর ও দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলে জলযান চলাচল বন্ধ করে দ্রুত বন্ধ করে দেয়া হয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গেছে, বেল ২০৬ মডেলের হেলিকপ্টারটি উল্টে গিয়ে পানির নিচে ডুবে গেছে। নিউ ইয়র্ক পাশ থেকে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, হেলিকপ্টারটি ৪৫ ডিগ্রি কোণে নিচে পড়ে এবং মুহূর্তেই পুরোপুরি নদীর জলে তলিয়ে যায়। বিকেল ৫টার কিছু পরে, নিউ জার্সি পাশ থেকে এনওয়াইপিডির একটি নৌকার পাশে হেলিকপ্টারের স্কিডস দেখা যায়। এটি ভেসে এসেছে না কি টেনে আনা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়, তবে হেলিকপ্টারটি উল্টো অবস্থায় ছিল।

জার্সি সিটির কাছাকাছি নদীতে হেলিকপ্টারের দরজা, সিট, লাইফ জ্যাকেট ও সিটবেল্ট ব্যবহারের নির্দেশনাসহ বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে। শিশুদের জুতা ভেসে থাকতে দেখা যায়।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগেও হাডসন নদীতে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে ২০০৯ সালে একটি প্লেন ও একটি ট্যুরিস্ট হেলিকপ্টারের সংঘর্ষে ৯ জন নিহত হন। এছাড়া ২০১৮ সালে "ওপেন ডোর" ফ্লাইট পরিচালনাকারী একটি চার্টার হেলিকপ্টার ইস্ট রিভারে বিধ্বস্ত হয়ে পাঁচজন নিহত হন।

সান্তো ডোমিনগোতে নিভে গেল ১৮৪ প্রাণ, গোটা দেশ স্তব্ধ

নাইটক্লাবে ছাদ ধস

রোকেয়া দীপা

ডোমিনিকান রিপাবলিকের রাজধানী সান্তো ডোমিনগোতে অবস্থিত বিখ্যাত 'জেট সেট' নাইটক্লাবে ছাদ ধসে অন্তত ১৮৪ জন নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১৫৫ জন। মঙ্গলবার (৮ এপ্রিল) রাত ১২টা ৩৪ মিনিটে মেরেংগে গায়ক রুবি পেরেজের কনসার্ট চলাকালে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছাদটি ধসে পড়ে বলে জানিয়েছে ডোমিনিকান জাতীয় পুলিশ।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ৬৯ বছর বয়সী রুবি পেরেজ, যিনি দেশের একজন খ্যাতিমান গায়ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এছাড়া মার্কিন মেজর লিগ বেসবলের সাবেক পিচার অক্টাভিও ডোটেল (৫১) এবং সাবেক এমএলবি ও জাপান প্রফেশনাল বেসবলের খেলোয়াড় টনি ব্ল্যাঙ্কো (৪৪) নিহতদের মধ্যে রয়েছেন।

ডোমিনিকান প্রেসিডেন্ট লুইস আবিনাদার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে বলেন, 'জেট সেট নাইটক্লাবে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা শুরু থেকেই মুহূর্তে মুহূর্তে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। সব উদ্ধার সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করছে।'

দুর্ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী দল পৌঁছায় এবং ভারী যন্ত্রপাতি দিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ শুরু করে। উদ্ধার কাজ এখনো চলমান।

অক্টাভিও ডোটেল, যিনি এমএলবিতে মোট ১৩টি দলের হয়ে খেলেছেন, ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার হওয়ার পর অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান।

টনি ব্ল্যাঙ্কো, ওয়াশিংটন ন্যাশনালসের সাবেক খেলোয়াড়, ঘটনাস্থলে নিহত হন।

নেলসি মিলাগ্রোস ক্রুজ মার্টিনেজ, মোন্তেক্রিস্তির গভর্নর এবং এমএলবি তারকা নেলসন ক্রুজের বোন, তিনিও মৃত্যুবরণ করেন।

মার্টিন পোলাঙ্কো, দেশের খ্যাতনামা ফ্যাশন ডিজাইনার, যিনি ড্যাডি ইয়্যাঙ্কি ও প্রেসিডেন্ট আবিনাদারের জন্য পোশাক ডিজাইন করতেন, তিনিও নিহত হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া:

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে অন্তত একজন মার্কিন নাগরিক এবং কয়েকজন স্থায়ী বাসিন্দা রয়েছেন।

মেজর লিগ বেসবলের কমিশনার রবার্ট ম্যানফ্রেড এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং ডোমিনিকান জনগণের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ছাদ ধসের কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে এই নাইটক্লাবে আগুন লেগেছিল, যা ভবনের

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্‌স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
•Emirates •Qatar Airways •Etihad Airways •Turkish Airlines •Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

নববর্ষ ও বাঙালি সংস্কৃতির বহুত্ববাদ

শেখর ভট্টাচার্য

পৃথিবীতে প্রচলিত অধিকাংশ বর্ষপঞ্জির উৎপত্তি কোনো না কোনো ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু বাংলা নববর্ষের সঙ্গে ধর্মীয় অনুষঙ্গ নেই। বাংলা নববর্ষ অনন্য বৈশিষ্ট্যময় অনিন্দ্য সুন্দর এক উৎসব। খাজনা সংগ্রহের ব্যবস্থাকে ঘিরে এর প্রচলন। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যবসায়-বাণিজ্যের দেনা-পাওনার হিসাব মেটানো। পহেলা বৈশাখ তাই ক্রমান্বয়ে হয়ে ওঠে এক সর্বজনীন আনন্দ-উৎসব। ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলা ভূখন্ডের সব মানুষের প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। নববর্ষের প্রথম দিনকে অনেক পন্ডিতেরা বাঙালির ‘কার্নিভাল’ বলে উল্লেখ করেন। বাঙালির এ কার্নিভালে অসাম্প্রদায়িক দিকটি ফুটে ওঠে। বাংলা নববর্ষে বেশ কিছু নতুন বিষয় সংযুক্ত হয়ে দিনে দিনে এটি নতুন রূপ রঙ নিয়ে হাজির হয় বাঙালির মন ও মননে।

মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। আকবর সিংহাসন আরোহণের সময় (৯৬৩ হিজরি) ‘ফসলি সন’ নামে যে সন প্রবর্তন করেন, তা কালক্রমে ‘বাংলা সন’ নামে পরিচিতি লাভ করে। তখন হিজরি সনের ভিত্তিতে এ দেশে বছর গণনা হতো। হিজরি বছর সৌর বছর থেকে ১১ দিন ছোট হওয়ায় কৃষির হিসাব-নিকাশ এলোমেলো হয়ে যেত। এতে কৃষকদের ‘ফসলি সন’ গণনায় সমস্যা তৈরি হয়। ফলে কৃষকের কাছ থেকে জমিদারের খাজনা আদায় করতেও সমস্যা দেখা দেয়। জমিদার ও কৃষকদের সুবিধার্থে, এ সমস্যা দূর করতে মূলত বাংলা সনের প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ। তাই, বাংলা নববর্ষের উৎসবের আমেজটা কৃষকের একটু বেশিই থাকে।

এক সময় রাজা-বাদশাহ-জমিদার-ব্যবসায়ীরা খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে নববর্ষকে বেছে নিয়েছিলেন। শ্রেণিভেদে এর নাম ছিল পুণ্যাহ-হালখাতা। মানুষ কষ্ট করে টাকা সংগ্রহের পর পুণ্য লাভের আশায় রাজদর্শনে উপস্থিত হতেন। সামান্য মিষ্টান্ন পেলেই তাঁরা গদগদ হতেন। আজকের পহেলা বৈশাখ ভিন্ন চিত্রের। সরকার তার কর্মীবাহিনীকে স্বচ্ছন্দে পহেলা বৈশাখ উদযাপনের জন্য ভাতা দিচ্ছে। এতেও আমরা খুশি নই। বলি, কেন সবাইকে ভাতা দেওয়া হলো না। আমরা বুঝি না বাজারে অর্থ সরবরাহ বাড়লে খেটে খাওয়া মানুষের আয়-রোজগার বৃদ্ধি পায়। কারণ বাড়তি ভোগের জিনিস প্রস্তুতে তাদের সহযোগিতা লাগে। তারা অতিরিক্ত টাকা উপার্জন করতে পারে। ফলে আনন্দ ভাগাভাগি হয়ে যায়। এটা আমাদের কম পাওয়া নয়। পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ আমাদের সংস্কৃতির অংশ। আমরা এখন থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে জীবনকে ঐতিহ্য বিমুখ হতে দিতে পরি না। যদি বিমুখ হই, তবে ‘জগতে আনন্দযজ্ঞে আমাদের নিমন্ত্রণ’ বৃথা হয়ে যাবে।

নববর্ষ উদযাপনে গ্রামীণ সংস্কৃতি প্রাধান্য পেতে আমরা দেখি। মানববিধ্বংসী ব্যক্তিস্বার্থবাদীরা এসব সংস্কৃতিকে সেকেলে আখ্যা দেয়। সেই তথাকথিত সেকেলে আবার নতুনরূপে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে রমনার বটমূলকে কেন্দ্র করে। বাংলা নববর্ষ আমাদের আদি সংস্কৃতির অঙ্গ। প্রাণের টানে আনন্দ উপভোগের জন্য কিছু করার অর্থ অন্যকে উপহাস করা নয়। স্রোতহীন নদী যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি বৈচিত্র্যহীন সংস্কৃতি অবলুপ্ত হতে থাকে। সংস্কৃতির ওপর মতবাদের রং লাগালে তা আর সর্বজনীন থাকে না। বাংলাদেশে নববর্ষ উদযাপন মতবাদীরা একেবারে দখল করতে পারেনি; যদিও তাদের চেষ্টার বিরাম নেই। কে জানে হয়তো এক দিন তা দখল হয়ে যাবে। তা'যদি সম্ভব হয়, তখন নববর্ষের ‘সবারে বাসরে ভালো’ এর বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হবে।

‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় নজরুল বলেছেন, ধ্বংস আর যুদ্ধ থেকেই নতুনের সৃষ্টি হয়! তেমনই বাংলা নববর্ষের কালবৈশাখী ঝড় বা রুদ্র রূপ থেকেই অনুপ্রেরণা পায় বাঙালি। বাংলাদেশে আমাদের অস্তিত্ব ‘স্বাধীনতা অর্জন’। বাঙালির লড়াকু মনোভাবের প্রতিফলন আমরা যেমন দেখতে পাই আমাদের প্রকৃতিতে একই ভাবে দেখতে পাই প্রকৃতি কেন্দ্রিক আমাদের অনেক উৎসবের মধ্যেও। চৈত্র ও বৈশাখ মাসের কাল-বৈশাখীর তান্ডবকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে পহেলা বৈশাখ যেনো এর রঙিন উদযাপন। এই দৃঢ়তা আমরা লক্ষ্য করি ফসল রক্ষার লড়াইয়ে আবার ঝড়ের রুদ্ররূপের প্রভাব থেকে জীবন রক্ষার লড়াইও বাঙালির লড়াকু মনোভাবের প্রতিচ্ছবি।

> বাংলা নববর্ষ এ দেশের সবচেয়ে বর্ণিল এবং সর্বজনীন ঐতিহ্য। পহেলা বৈশাখের উৎসবের মধ্যদিয়ে এ দেশের মানুষ এ ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নববর্ষের উৎসব ধর্মাশ্রয়ী না হওয়া এবং এর সর্বজনীনতা বাংলা নববর্ষকে সময়ের স্রোতের সাথে আরও মাধুর্যমন্ডিত এবং তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে বলে সকলেই বিশ্বাস করেন।

পহেলা বৈশাখ উৎসব শুরুর দিক ছিল মূলত গ্রামাঞ্চল। গ্রামীণ-মেলা, লোকজ খেলাধুলা ও নৃত্য-সংগীত ছিল প্রধান আকর্ষণ। দিনে-দিনে তা শহরাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালির আদি সাংস্কৃতিক পরিচয় বহনকারী এ অসাম্প্রদায়িক উৎসব বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে আমাদের বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছে। এ ভূখন্ডের বাঙালির ঐক্যবদ্ধ করেছে এ সাংস্কৃতিক-উৎসব ও চেতনা।

বাঙালি নজরুলের কথার অনুরণন তোলে ধরে জীবন সংগ্রামে, প্রকৃতির সাথে লড়াইয়ে একই ভাবে বিজয় লাভ করে তার উদযাপনের মধ্য দিয়েও। বাংলা নববর্ষ তাই সময়ের আবর্তে হয়ে উঠছে বাঙালির জীবন ও কর্মের চলচ্চিত্র। বাংলা নববর্ষের সাথে ছায়ানট ওতপ্রোত ভাবে যেনো জড়িয়ে আছে। ছায়ানটের নব বর্ষ উদযাপন আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে রুপায়িত হয়ে পড়েছে। ষাটের দশকে রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ উৎসব বাঙালির সশস্ত্র-মুক্তিসংগ্রামসহ বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামকে বেগবান করেছে। বৈশাখের সংস্কৃতি আমাদের জীবন-সাহিত্য ও বাঙালি জীবনে জড়িয়ে পড়ে ওতপ্রোতভাবে। নৃ-তাত্ত্বিক, সামাজিক অনন্য বৈশিষ্ট্য মিলে নববর্ষ উৎসব এখন বাঙালির প্রাণের উৎসব, প্রাণবন্ত এক মিলনমেলা।

বাংলা নববর্ষ এ দেশের সবচেয়ে বর্ণিল এবং সর্বজনীন ঐতিহ্য। পহেলা বৈশাখের উৎসবের মধ্যদিয়ে এ দেশের মানুষ এ ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নববর্ষের উৎসব ধর্মাশ্রয়ী না হওয়া এবং এর সর্বজনীনতা বাংলা নববর্ষকে সময়ের স্রোতের সাথে আরও মাধুর্যমন্ডিত এবং তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে বলে সকলেই বিশ্বাস করেন। নববর্ষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের মেল বন্ধনের মধ্যেই এর টিকে থাকার সকল উপাদান বিদ্যমান আছে। বৈশাখী মেলায় সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের আনাগোনা। মৈত্রী-সম্প্রীতির এক উদার মিলনক্ষেত্র। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর সবাই আসে মেলায়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিকিকিনির আশা আর বিনোদনের টান। কৃষিক্ষেত্রেও বৈশাখ মাসের গুরুত্ব অনেক। বৃক্ষের ক্ষেত্রেও নব উদ্যমে নতুন জীবন শুরু হয়- নতুন পাতা গজিয়ে।

আমরা সমগ্র বিশ্বকে একটি পরিবার হিসেবে বিবেচনা করি। বিশ্ব পরিবারে ঐতিহ্য নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম কবি টি এস ইলিয়ট। বৃক্ষের সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন ঐতিহ্যকে। বৃক্ষের সমস্ত শক্তি যেমন শেকড়ে সঞ্চিত থাকে, একটি সমাজেরও সব নান্দনিক সৌন্দর্যের উৎস লুকিয়ে থাকে ঐতিহ্যের মধ্যে। বৃক্ষ যেমন শেকড়চ্যুত হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না, সমাজও ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে পথহারা হয়ে পড়ে। শুধু পথকেই হারায় না, ঐতিহ্য হারিয়ে সভ্যতার পথ থেকেও দূরে সরে আসে। আমরা মাটির উপর থেকে বৃক্ষকে নানা রূপে দেখতে পাই। পত্র-পল্লবে সুশোভিত। মাটির নিচে শেকড়ের সাহায্যে প্রাণরস সংগ্রহ করে বৃক্ষ সুশোভিত হওয়ার সুযোগ পায়।

আমাদের প্রাণের উৎসব যার মধ্যে জাতির গৌরবের উপাদান বিদ্যমান, সেই উৎসবকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদেরকে বৈচিত্র্য এবং বহুত্ববাদকে ধারন করতে হবে। নববর্ষের এই শুভক্ষণে আমরা আমাদের শেকড় রক্ষার শপথ করি। শেকড়কে দৃঢ় করে এর ভেতরে প্রাণরস সঞ্চারের মাধ্যম আমারা দীপ্ত পায়ে এগিয়ে যাই। শুভ নববর্ষ।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক

শ্রদ্ধা: হাসান শাহরিয়ার

ইশতিয়াক রুপু

সিলেট বিভাগের এক কৃতি সন্তান আন্তর্জাতিক মানের সাংবাদিকতায় যিনি নিজ জীবনের পুরো সময় ও কাল উৎসর্গ করে গেলেন তেমনি একজন সৎ ও নির্লোভ সাংবাদিক প্রয়াত হাসান শাহরিয়ার। তাহিরপুর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান মরহুম হাসান শাহরিয়ার। একই পরিবারের আরো দুইজন গুনী সাংবাদিক যাদের একজন পরে আইন পেশায় যোগ দেন আর অন্যজন যোগ দেন আন্তর্জাতিক মানের সৎ সাংবাদিকতায় তিনি হলেন হাসান শাহরিয়ার ভাই।

তিন ভাইয়ের (আমার জানা) মধ্যে আইনজীবী তওফিক ভাই আজো শহরে সমান সমাদৃত এবং সম্মানিত। সবার ন্যায় আমিও তওফিক ভাইকে শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি। শহর নিয়ে আমার অনেক লেখার তথ্যাদি আমি সংগ্রহ করেছি তওফিক ভাইয়ের নিকট থেকে। শৈশব থেকে এই শহরে যাদের সাংবাদিকতা পেশায় দেখেছি তাদের সিংহভাগ ছিলেন পেশায় সম্মানিত তবে আর্থিক ভাবে নাজুক অবস্থায়। এমনকি স্বাধীনতার পর পর যারা শহরের সাংবাদিকতার হাল ধরেছিলেন উনারা ও বিলাসী জীবনযাপনের চেয়ে সত্য অনুসন্ধান তথা সৎ সাংবাদিক জীবন পরিচালনায় মনোযোগী ছিলেন।

সাংবাদিকতাসহ আরো কিছু নিদৃষ্ট পেশাকে টাকা বানানোর মেশিন তৈরি করা শুরু হয় দেশে যখন সামরিক শাসনের আমল থেকে। শুরুতে শাসনকর্তাদের দেয়া ডিনার ও লাঞ্চে যোগ দিয়ে ধীরে ধীরে আলাদীনের চেরাগের লেজ ধরতে পারলেই কেল্লা ফতে। এরপর শুধু সময় ও সুযোগ মত জলপাই রঙের পকেট প্রবেশ করে উর্দিআলাকে মালিশ করে কিম্বা চুষে খুশি করলেই রিকন্ডিশন গাড়ি পরে প্লটের ঠিকানা গায়েব থেকে আসা শুরু হতো।

সেই যে যেভাবে পারে নিজেদের ধনী কিম্বা হাই সোসাইটির হোমড়া চোমড়া বানানোসহ উপরতালায় দ্রুত উঠার সব কসরত ও ধুম ধাড়াক্কার জমজমাট কালেও হাসান শাহরিয়ার ভাইরা ছিলেন নিজ পেশায় সৎ থাকার নীতি আঁকড়িয়ে।

আর কি আশ্চর্য শিশুকাল থেকে সচ্ছল ও রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম নেয়া একজন স্বল্পভাষী ও শতভাগ সৎ ব্যাক্তিত্ব সারা জীবনে দেশ বিদেশে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ডলার পাউন্ডের লোভে নিজেকে বিক্রি না করে চলে গেলেন জীবনের অপর পাশে একজন আদর্শবান সাংবাদিক পরিচয়ে। এই রকম একজন আদর্শবান সাংবাদিককে ভুল বুঝে এক অসৎ জনের প্ররোচনায় শাপ শাপান্ত করেছিলাম বলে আজ বিশাল অনুশোচনার ভুগছি। অনেক ভাবনার ফসল আজকের এই লেখায় ২৬ বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনার সত্য বিবরন। পুরো ঘটনার চাক্ষুষ স্বাক্ষী দুইজন মুরুব্বি আজো সুন্দর এই পৃথিবীর যাবতীয় রহমত ভোগ করে যাচ্ছেন নিয়মিত। ৯০ দশকের শেষ দিকে আমার লন্ডন বাসের অনেক আনন্দ আর আমোদের তালিকায় অগ্রাধিকার পেতো দেশ থেকে চেনা জানা স্বজন এবং গুনীজনদের আয়োজনে যোগ দিতে পারা।

> নির্লোভ ও সৎ সাংবাদিকতার মুকুট সবার মাথায় তুলে রাখা সহজ না। যারা যেনতেনভাবে রাজনৈতিক সুবিধাভোগী কিংবা প্রাসাদে বাস করার স্বপ্ন দেখে তারা কখনোই সৎ সাংবাদিকতার চর্চা করতে পারেনি।

লন্ডনে সুপ্রবাস নামে একটি আঞ্চলিক সামাজিক সংস্থার মূল দায়িত্বে ছিলেন সিনিয়র বন্ধু মহি জামান ও শ্রদ্ধেয় বড় ভাই শাহগীর বখত ফারুক। তারই ধারাবাহিকতায় সামাজিক সংগঠনের কর্তা ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত নিলেন লন্ডনে আগত সুনামগঞ্জ শহরে জন্মানো দুইজন সাংবাদিককে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান জানাবেন। দুইজনের একজন সিনিয়র ও পৃথিবীর সাড়া জাগানো পত্রিকায় কলাম লেখক বলে সুপরিচিত আন্তর্জাতিক মানের সাংবাদিক। আর অন্যজন দেশের দশ বিশটি গড় পড়তা মানের পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক। তবে দুইজনই আমাদের নিকট সমান প্রিয়পাত্র। প্রয়াত হাসান শাহরিয়ার ভাইয়ের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, বৃটেনের মূলধারার রাজনৈতিক নেতা এবং অন্যতম একজন সংগঠক শাহগীর বখত ফারুক ভাই। স্বভাবতই শাহরিয়ার ভাইয়ের যোগাযোগ ফারুক ভাইয়ের সঙ্গে। আর আরেকজন সাংবাদিক যিনি দেশের সাংবাদিকতা জগতের একজন নবীন সদস্য তবে তৎকালীন সরকারের উচ্চমহলে যার যোগাযোগ ছিলো ইর্ষনীয় পর্যায়ে।

সুপ্রবাস নামের সংগঠনের পুরো টিম তৈরি একত্র দুইজনকে সম্বোধিত করতে বা ভালোবাসা জানাতে। দিনক্ষণ ঠিক করে সেই শুভ সংবাদটি দুইজনকে জানানোর দায়িত্ব নিলেন সুপ্রবাসের সিনিয়র দুইজন সংগঠক।

আমরা সবাই বেশ উৎফুল্ল ও উত্তেজিত অবস্থায় অপেক্ষায়। কিন্তু মাত্র এক দিন পর শুনলাম একটি অনাকাঙ্ক্ষিত সংবাদ। সিনিয়র এক সংগঠক জানালেন প্রবীণ ও আন্তর্জাতিক মানের দেশ ও বিদেশের প্রথম সারির সাংবাদিক প্রয়াত শাহরিয়ার ভাই সময়ের অজুহাত দিয়ে সেই যৌথ সংবর্ধনার আয়োজনে যোগ দিতে অপরাগতা জানিয়েছিলেন।

বিষয়টি তাৎক্ষণিক আমাদের বিশেষ করে আমাকে ব্যথিত করেছিল। তবে নাম বলার শর্তে কোন এক সোর্স থেকে জেনেছি। প্রয়াত হাসান শাহরিয়ার ভাইয়ের জানা ছিলো কোন সাংবাদিক কতটুকু সততা ও স্বচ্ছতার চর্চা করে সাংবাদিকতার জগতে ইয়াহু ইয়াহু বলে হৈ চৈ করছেন।আর নিজের সততার মান এতো উর্ধে ছিলো বলেই সবার সঙ্গে স্রোতের টানে ভাসতে চাননি।

তিনি জানতেন সাংবাদিকের পরিচয় নিলেই সৎ সাংবাদিক হওয়া যায় না। নির্লোভ ও সৎ সাংবাদিকতার মুকুট সবার মাথায় তুলে রাখা সহজ না। যারা যেনতেনভাবে রাজনৈতিক সুবিধাভোগী কিংবা প্রাসাদে বাস করার স্বপ্ন দেখে তারা কখনোই সৎ সাংবাদিকতার চর্চা করতে পারেনি।

আজ দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ডজন ডজন অসৎ ও লোভী সাংবাদিকদের নানা কাহিনী মিডিয়ায় আসছে। অনেকের হয়তো আসতো।তবে প্রকৃতি মায়া করেছে। সবশেষে আমরা সুনামগঞ্জবাসী গর্ব করে বলি আমাদের যেমন দুই চারজন ত্যাগী ও সৎ সাংবাদিক ছিলেন, তেমনি কেউ কেউ পবিত্র পেশাকে সিসিম ফাঁকের পাহাড়িয়া গুহায় রুপান্তরের ব্যস্ত ছিলেন কিনা তা উপরওয়ালার জানা।

সাবিনা শারমিন নিহার একটি প্রেরণার নাম

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

সাবিনা শারমিন নিহার। একটি পরিচিত মুখ, যার কণ্ঠে মিশে থাকে আবেগ, যার উচ্চারণে বাজে শব্দের সুর, আর যাঁর জীবনজুড়ে ছড়িয়ে আছে সংস্কৃতির নিঃশর্ত প্রেম। ছোটবেলায় মাত্র ছয় বছর বয়সে কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে তাঁর সাংস্কৃতিক পথচলার সূচনা। চট্টগ্রামের ‘মুক্তনিড় খেলাঘর’-এর মঞ্চে সেই প্রথম নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন শব্দের মধ্য দিয়ে। সেই শুরু- তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। জেলা ও মহকুমা পর্যায়ের একের পর এক প্রতিযোগিতায় জয় করে নিয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে কবিতা হয়ে ওঠে তাঁর নিত্যসঙ্গী, তাঁর আত্মপ্রকাশের ভাষা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) অধ্যয়নকালেই তিনি যুক্ত হন বাংলাদেশ বেতারের চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সঙ্গে। ঘোষিকা ও উপস্থাপক হিসেবে তাঁর কণ্ঠ সহজেই আলাদা করে চিনে নেওয়া যেত। ছিল এক ধরনের মায়া, স্পষ্টতা, আর ছন্দময় বাচনভঙ্গি, যা শ্রোতাদের মনে গেঁথে যেত অনায়াসে। শব্দের প্রতি তাঁর নিখাদ ভালোবাসা, উচ্চারণে নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ এবং ভেতরের অনুভূতিকে শব্দে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁকে একজন অনন্য শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলে।

দেশ ছেড়ে প্রবাসে এলেও কবিতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এতটুকু কমেনি। বরং কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝে কবিতাই হয়ে উঠেছে তাঁর নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা, নিজের সত্তাকে খুঁজে পাওয়ার এক নির্ভর আশ্রয়। নিউইয়র্কে এসে তিনি পেশাগতভাবে যুক্ত হন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অর্থ বিভাগে। প্রশাসনিক দায়িত্বে কাজ করার পাশাপাশি তিনি যেভাবে বাংলা সংস্কৃতিকে বুকে আগলে রেখেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পারফর্মিং আর্টসের (বিপা) একজন আবৃত্তিশিক্ষক হিসেবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন পরম নিষ্ঠায়। নতুন প্রজন্মকে শেখাচ্ছেন কীভাবে শব্দের সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়, কীভাবে শব্দ দিয়ে অনুভব প্রকাশ করা যায়। তাঁর শেখানো আবৃত্তি শুধু কণ্ঠনির্ভর নয়- তা মননির্ভর, হৃদয়স্পর্শী। তাঁর শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে শুধু ছন্দ নয়, পাচ্ছে মূল্যবোধ, পছন্দের ভাষা, নিজস্ব পরিচয়।

নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলেও তিনি নিয়মিত আবৃত্তি প্রকাশ করেন। তাঁর প্রতিটি পরিবেশনায় থাকে কবিতার প্রতি গভীর প্রেম, শব্দের প্রতি আস্থা, আর নিজের অভিজ্ঞতার ছায়াপাত। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও তিনি হয়ে উঠেছেন প্রবাসী বাঙালিদের কাছে এক পরিচিত কণ্ঠস্বর।

নিউইয়র্কের নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থাপক এবং আবৃত্তিশিল্পী হিসেবে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর উপস্থাপনাভঙ্গি সুস্পষ্ট, মায়াবী এবং ভাবপূর্ণ। বাংলাদেশ কনস্যুলেট, দূতাবাসসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনে তাঁর অংশগ্রহণ- বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার এক নীরব প্রয়াস।

তিনি বর্তমানে চবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন আমেরিকা শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে প্রবাসে থেকেও তিনি গড়ে তুলেছেন প্রাক্তনদের একটি শক্তিশালী বন্ধন, যা সময় ও দূরত্বকে অতিক্রম করে তৈরি করেছে এক সাংগঠনিক ঐক্য।

পারিবারিক জীবনেও তিনি একজন যত্নবান কন্যা এবং মমতাময়ী মা। নিউইয়র্কে তিনি বসবাস করছেন তাঁর বাবা-মা ও মেয়েকে নিয়ে। কর্মজীবন, সাংস্কৃতিক কাজ এবং পারিবারিক দায়িত্ব- সবকিছু একসাথে সামলানোর অসাধারণ ভারসাম্যই তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সাবিনা শারমিন নিহার আমাদের দেখিয়েছেন, প্রবাসে থেকেও কীভাবে নিজের শেকড়ের সঙ্গে গভীর সংযোগ বজায় রাখা যায়। কবিতা, আবৃত্তি এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে তিনি গড়ে তুলেছেন এক আলোয় ভরা পথ, যেখানে শব্দ হয়ে ওঠে ভালোবাসা, উচ্চারণ হয়ে ওঠে পরিচয়। তিনি শুধু একজন শিল্পী নন, তিনি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এক নির্ভীক প্রতিনিধি, যাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ হয়ে ওঠে অনুপ্রেরণার বাণী। তাঁর যাত্রা চলুক আরও বহু দূর, শব্দ আর অনুভবের পথে- নিরন্তর, নির্ভার, নির্মল।

রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ

তৌফিকুল ইসলাম পিয়াস

রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ নিয়ে পুরো পৃথিবী টালমাটাল! যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি বড় নাড়া দিয়েছেন পৃথিবীটাকে, মানে আমাদের এই গ্রহটিকে। আমার মনে হয় এই নাড়াটার একটা প্রয়োজন ছিলো। নাড়াটা না দিলে আমরা অনেক কিছুই জানতাম না, জানার সুযোগ হতো না। এই পৃথিবীতে আমেরিকার অবস্থান কতটা শক্তিশালী, তা এই একটি মাত্রা নাড়াতে একটি সম্পূর্ণ গ্রহ কেঁপে উঠায় আমরা তা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছি। যারা আমেরিকাকে খাটো করে দেখতে অভ্যস্ত, তাদের জন্যও এই নাড়াটি প্রয়োজনীয় ছিলো।

আমেরিকার সবচে আদরের বন্ধু রাষ্ট্র হচ্ছে ইসরাইল। সেই ইসরাইলের উপর আমেরিকা 'রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ' আরোপ করেছে ১৭ শতাংশ।চায়নার অগ্রযাত্রা থামাতে আমেরিকা ভারতকে ব্যবহার করছে; সেই ভারতের উপরও 'রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ' আরোপ করেছে ২৬ শতাংশ। এছাড়া চায়নার উপর তা ৩৪ শতাংশ। অপরদিকে আমেরিকার আরেক বন্ধু তাইওয়ানের (চীনের শত্রু) উপর তা ৩২ শতাংশ! পাকিস্তানের উপর ২৯ শতাংশ এবং আমাদের বাংলাদেশের উপর তা হচ্ছে ৩৭ শতাংশ।

কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে বৃটেন, ব্রাজিল, সিংগাপুর, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, চিলি এবং কলম্বিয়ার উপর এই 'রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ' আরোপিত হয়েছে মাত্র ১০ শতাংশ! কারণ দেশগুলো আমেরিকান পণ্য প্রচুর পরিমাণে আমদানী করে এবং আমেরিকান পণ্যে তারা ট্যাক্স অনেক কম চাপায়। এই 'রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ'টি একটি দুর্দান্ত এবং স্মার্ট ক্যালকুলেশন। আমার ধারণা এটি ইলন মাস্কের মাথা থেকে বের হয়েছে। অবশ্য তা, স্বয়ং ট্রাম্পের মাথা থেকে বের হওয়াটাও অবাস্তব নয়। আমেরিকা পুরো পৃথিবী থেকে উৎপাদিত দুনিয়ার প্রায় সবকিছুরই একক এবং বৃহৎ আমদানীকারক।

আমি যেসব পণ্য নিয়মিত ব্যবহার করি তার বেশীরভাগই আসে চায়না, শ্রীলঙ্কা, উরুগুয়ে, মেক্সিকো, ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েটন্যাম, তুরস্ক, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, কোরিয়া (আমি ইন্ডিয়ান পণ্য ব্যবহার করি না) ইত্যাদি দেশগুলোর উৎপাদিত। এই পৃথিবীর সবচে বড় জ্বালানি তেলের উৎপাদক হচ্ছে আমেরিকা। আবার একই সঙ্গে এই পৃথিবীর সবচে বড় জ্বালানি তেলের আমদানীকারকও কিন্তু এই আমেরিকাই। আমেরিকার অর্থনীতি বোঝা খুব সহজ কোন বিষয় নয়। মাত্র ৩৪ কোটি মানুষের এই দেশটির অর্থনীতি এককভাবে এই পৃথিবীর টোটাল অর্থনীতির প্রায় ২৫ শতাংশ! যেখানে প্রায় ১৫০ কোটি মানুষের দেশ চায়নার অর্থনীতি হচ্ছে মোটে ১৫ শতাংশ; আর ১৫০ কোটি মানুষের অপর দেশ ভারতের অর্থনীতি হচ্ছে মাত্র পৌনে ৩ শতাংশ!

সামান্য ২.৮৬ শতাংশ সাইজের বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে ইন্ডিয়ার সে কি আকডুম-বাকডুম! সে কি দেমাগ! মনে হয় যেন ইন্ডিয়াই দুনিয়া চালাচ্ছে! অথচ ইন্ডিয়া হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম ভাগাড়! না খেতে পারা মানুষের দেশ! বাদ দিন ওদের কথা!

যা বলছিলাম, সেই 'রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ' নিয়েই আলোচনা করি। 'রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ' আরোপিত হওয়ার পর বিশ্ব অর্থনীতি উলট-পালট হয়ে গেছে। কাউকে কাউকে দেখলাম হিসেব কষে দেখাচ্ছে এর ফলে আমেরিকার অর্থনীতি নাকি ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়েছে ইতিমধ্যেই; তারা শিগগিরই ফুতুর হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। তার মানে, আমেরিকা এতোটাই বোকা একটি দেশ যে জেনে বুঝে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মেরেছে! মনে পড়ে গত বছর 'সময় টিভি' আর '৭১ টিভি' প্রতিদিন পালা করে সকাল-বিকেল প্রচার করতো আমেরিকা দেওলিয়া হয়ে গেছে, আমেরিকা শেষ। কোলকাতার দুষ্টু বালক ময়ুখ সময় টিভিতে থাকলে বলতো, 'আমেরিকা আর থাকবেন, আমেরিকা আর থাকবে না!' না, সময় বা ৭১ টিভিওয়ালারা আমেরিকার অর্থনীতি বুঝতে অক্ষম বালক মাত্র। এরা না বুঝে রাজনীতি, না বুঝে অর্থনীতি। ব্যাঙ্গের মতো শুধুই লাফায়।

দেখুন কোভিড-১৯ এ আমেরিকা তার অর্থনীতির প্রায় ১৬ ট্রিলিয়ন ডলার লস করেছে। ইয়েছ, সিক্সটিন ট্রিলিয়ন ডলার। ১০০০ বিলিয়নে এক ট্রিলিয়ন হয়। তাহলে কোভিডের পর ১৬ ট্রিলিয়ন ডলার হারানো আমেরিকার মানুষ কি না খেয়ে সব মরে গিয়েছিলো? না রে ভাই, আমরা এখনও মরে যাইনি। বেঁচে আছি তো! কোভিডের পর আমেরিকার নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুর মূল্যই দ্বিগুন হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ মারা যায়নি। সত্যি কথা বলতে, এই দ্বিগুন হয়ে যাওয়ায় আমাদের গায়ে কোন ফুলের আঁচরও লাগে নি। কেন লাগেনি? কারণটাও খুবই সাধারণ। একজন আমেরিকানের গড় আয় 'এতোটাই বেশী' যে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম দ্বিগুন কেন, এক লাফে ৫ গুন বাড়লেও তাদের এতে কিছুই যাবে-আসবে না। আর এবার আমেরিকার অর্থনীতি পরিচালনা করছেন বিশ্বের সবচে ধুর্ত দুইজন ব্যবসায়ী এবং ধনকুবের; এদের একজন ইলন মাস্ক এবং অপরজন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পকে বাদ দিন, ইলন মাস্কের হিসাব কখনওই মুখ থুবড়ে পড়বে না, পড়তে পারে না।

যাই হোক, আসল কথায় ফিরি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে ক্যালকুলেশনটা করেছেন তা হচ্ছে কোন দেশ আমেরিকা থেকে কি পরিমাণ পণ্য ক্রয় (আমদানী) করে এবং আমেরিকান পণ্যে তারা কত শতাংশ আমদানী শুল্ক আরোপ করে - তার উপর ভিত্তি করে বিপরীতমুখী পণ্য আমদানী (সে দেশের রপ্তানী) শুল্ক (ট্যারিফ) নির্ধারণ করা। অর্থাৎ কাটা দিয়ে কাটা তোলা। সেই হিসাব করেই সারাবিশ্বের দেশগুলোর উপর 'রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ' আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। আর সেই ট্যারিফের জালে আটকে গেছে পুরো পৃথিবী। তুমি আমেরিকান পণ্যে বড় ট্যারিফ বসাবে, এমনকি আমেরিকা থেকে মালামাল কিনবে না; কিন্তু তোমার পণ্য বিনাশুল্কে আমেরিকায় দেদারছে বিক্রি করবে? এটা কি মগের মুল্লুক নাকি হে! এত কাল আমেরিকা এটা দেখেও না দেখার ভান করেছে, কিন্তু দিন বদলেছে এখন! ট্রাম্পের মতো মহাধুরন্ধর এক ব্যক্তি এখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট!

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখন বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন! সহজ সরল কথা হচ্ছে আমেরিকার কি এমন দায় পড়েছে যে, সব দেশ তাদের পণ্যে (আমেরিকা থেকে আমদানীকৃত) চড়া শুল্ক নিবে কিন্তু আমেরিকা সব শুধু চুপচাপ দেখে যাবে, কিছুই বলবে না। এতোটা আশা করাটাও নিশ্চয় সুন্দর হয়নি! ট্রাম্প বলেছেন, বিশ্বের দেশগুলো যে হারে আমেরিকান পণ্যে ট্যারিফ বসায়, আমরাও যদি একই হারে (অর্থাৎ বিপরীতমুখি সমান-সমান ১০০ শতাংশ হারে) তাদের পণ্যে ট্যারিফ বসাই তাহলে বিশ্বের অনেক দেশ-ই মুখ থুবরে পড়ে যাবে; তারা যেন মুখ থুবরে না পড়ে সেজন্য ১০০ শতাংশ ট্যারিফ আরোপ না করে অর্ধেক হারে মাত্র ৫০ শতাংশ ট্যারিফ বসালাম। অর্ধেক হারে বসানো (৫০ শতাংশ) ট্যারিফেই বিশ্ব আজ টালমাটাল, ১০০ শতাংশ বসালে কি হতো - চিন্তা করুন!

এখন আসল কথা হচ্ছে, কিভাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরোপিত আমেরিকার এই রেসিপ্রোকাল ট্যারিফকে মোকাবেলা করা যাবে? ইসরেল কি করছে? আমেরিকার বন্ধু রাষ্ট্র ইসরাইল এত কাল পর্যন্ত আমেরিকা থেকে আমদানীকৃত পণ্যে মাত্র ১ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতো, সেটাও তারা এখন বাদ দিয়ে দিচ্ছে, আমদানী শুল্ক ০ শতাংশ নিয়ে এসেছে এবং মাত্র ৩ মাসের মাথায় ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানেয়াহু আগামী সপ্তাহে দ্বিতীয় বারের মতো আমেরিকায় যাচ্ছেন, কি করে কোন প্রক্রিয়ায় আমেরিকান পণ্য আমদানী বাড়িয়ে এবং আমদানীতে কোন তরিকায় ভারসাম্য এনে এই বাড়তি ১৭ শতাংশ শুল্ক ছাড় পাওয়া যেতে পারে তা আলোচনা করতে।

বাংলাদেশের এখন কি করা উচিৎ! বাংলাদেশের রপ্তানীর সবচে বড় এবং একক বাজার হচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকা বাংলাদেশ থেকে এককভাবে সবচে বেশী পণ্য আমদানী করছে। প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার রপ্তানী হচ্ছে আমেরিকায়। ৩৭ শতাংশ রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ আরোপ হলে গার্মেন্টিস খাত সম্পূর্ণভাবেই মুখ থুবরে পরবে।

কি করা যায় তাহলে: আমাদের বিশ্ব বরেণ্য প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুস স্যার কি ওয়াশিংটন ডিসিতে উড়ে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পায়ে ধরে বসে পড়বেন? না, এতেও কোন লাভ হবে না। যা করতে হবে তা যেন বাস্তবসম্মত হয় - সেটা মাথায় রাখতে হবে। চিন্তা করতে হবে, আমেরিকা ঠিক কি চায় এবং আমেরিকার সেই চাওয়াটাকে গুরুত্ব দিয়ে যথাযথভাবে আইন প্রণয়ণ করতে হবে। আমেরিকা চায় বিদেশী রাষ্ট্রগুলো তার দেশ থেকে অধিক পরিমাণে পণ্য আমদানী করুক। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে - প্রথমত, আমেরিকা থেকে কেনার মতো পণ্য হাতে গোনা; আর দ্বিতীয়ত আমেরিকান পণ্যের মান এবং দাম দুইটাই অনেক বেশী বিশ্ব বাজারের তুলনায়।

কিন্তু কিছু সুযোগ তো কিছু রয়েছেই। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বেশ কিছু মার্কিন পণ্য বিনা শুল্কে আমদানি করছে। সেগুলো হলো কটন বা সুতা, ভাঙা বা আস্ত সয়াবিন, তরলীকৃত বিউটেনাস, সমুদ্রগামী জাহাজ ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস। এছাড়া রয়েছে ভোজ্য তেল। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ আমেরিকান ভোজ্য তেলের বড় ক্রেতা। এই তেল ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা খুবই সাধারণ বিষয়। বাংলাদেশ সরকার 'আমেরিকান ভোজ্য তেলের উপর আমদানী শুল্কে ছাড় দিতে পারে। এতে আমদানী অনেক গুন বেড়ে যাবে। দুই। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস। আমেরিকা থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানী উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়াতে হবে। বাংলাদেশে প্রচুর চাহিদা থাকায় এই গ্যাস আমাদানী আমাদের অর্থনীতিকে আরও শক্তপোক্ত করতে পারে। চাহিদা মেটাতে পারে। তিন। আমেরিকান তুলা। আমেরিকান প্রিমা তুলা হচ্ছে এই গ্রহের সবচে উন্নত জাতের তুলা। প্রিমা তুলার দাম অনেক বেশী; কিন্তু প্রিমা তুলায় তৈরি পণ্যের দামও অনেক গুন বেশী। আমার জানা মতে, বাংলাদেশের অনেক গার্মেন্টিস ব্যবসায়ী আমেরিকা থেকে অতি উচ্চমূল্যের প্রিমা তুলা আমদানী করে এবং সেই তুলার সুতায় তৈরি পোশাক অনেক চড়া দামে বিশ্ব বাজাবে রপ্তানীও করে থাকে। প্রিমা তুলা আমদানী বহুগুনে বাড়াতে পারে বাংলাদেশ এবং সেই তুলার তৈরি পোশাক রপ্তানী করে রপ্তানী আয় বহুগুন বাড়াতে পারে।

চার। আমেরিকান গাড়ী। এসব কিছুর চেয়েও সবচে বেশী জরুরী হচ্ছে আমেরিকান গাড়ী আমাদানী বৃদ্ধি করা। সেভি, ফোর্ড, জীপ- এসব আমেরিকান গাড়ীর মূল্য কিন্তু খুবই কম। কিন্তু বাংলাদেশে এসব গাড়ী পৌছায় না। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে গাড়ী আমদানীতে বাংলাদেশ আরোপিত অতিউচ্চ আমদানী শুল্ক। যে কারণে জাপানী টয়োটার পাশাপাশি বাংলাদেশে অতি নিম্নমানের ভারতীয় গাড়ী দিয়ে বাজার ভরে গেছে। বাংলাদেশে ভারতীয় সস্তা পচা নিম্নমানের গাড়ীর উপরও যে আমদানী শুল্ক আরোপ করা রয়েছে অতি উচ্চমানের জাপানিজ গাড়ীর উপরও সেই একই হারে শুল্ক আরোপ করা হয়। এটা সম্পূর্ণ অন্যায্য এবং ভুল চিন্তা-ভাবনা প্রসুত সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশের উচিত অতি নিম্নমানের ও সস্তা ভারতীয় গাড়ী আমদানী 'সীমিত' করে ফেলা। ভারতীয় গাড়ীর উপর ১ হাজার শতাংশ ট্যাক্স আরোপ করা সময়ের দাবী। উল্টো দিকে (আমেরিকাকে খুশী করতে হলেও) আমেরিকান গাড়ীর উপর আমদানী শুল্ক কমিয়ে দিতে হবে এমনভাবে যেন বাংলাদেশে সস্তায় আমেরিকার নতুন গাড়ী কিনতে পারা যায়। এবং এটা বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত। এছাড়া ইলেকট্রিক গাড়ী টেসলা (ইলন মাস্কের)'র উপর আমদানী শুল্ক 'জিরো' করে দিতে বলবো, কারণ ইঞ্জিন-বিহীন ইলেকট্রিক গাড়ী পরিবেশের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং এটার জন্য কোন তেলের প্রয়োজন হয় না। টেসলা আমদানী করলে বাংলাদেশ নিজেই লাভবান হবে।

পে-পল'কে বাংলাদেশে সার্ভিস দেবার সুযোগ করে দিতে হবে। বাংলাদেশে 'পে-পল' যেন ব্যবসায় করতে পারে সেজন্য ড. ইউনুসের সরকারকে অতি দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই সঙ্গে এমাজন, গুগলসহ আমেরিকান অন্যান্য কোম্পানীগুলোকেও সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে যেন তারা বাংলাদেশের আইটি খাতকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু জরুরী একটি বিষয় বলি, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে বিকাশ, নগদসহ অন্যান্য অনলাইন মানি ট্রান্সফার সার্ভিস সম্পূর্ণ ফ্রি করে দিতে হবে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের কোন কোথাও কোন ফি দিতে হয়ে না, বাংলাদেশ ব্যাতীত (তা না হলে গুগল পে বা এমাজন পে'কেও বাংলাদেশে সার্ভিসে আনতে হবে)।

ইলন মাস্কের স্টারলিংক ইন্টারনেট বাজারে আসছে শিগগিরই। বাংলাদেশে প্রায় অর্ধকোটি তরুণ আমেরিকার আউটসোর্সিং কাজের সঙ্গে জড়িত। তারা হিউজ এমাউন্টের আমেরিকান ডলার উপার্জন করছে বাংলাদেশে বসেই। যদি পে-পল বাংলাদেশে কাজ করতে পারে এবং স্টারলিংক তাদের ইন্টারনেট সেবা দেয়, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারে বাংলাদেশের তরুনদের রিমোট জবের সুযোগ হাজারগুন বৃদ্ধি পাবে। তরুণরা তখন বিদেশ যাওয়ার পরিবর্তে ঘরে বসে রিমোর্ট ওয়ার্কে আরও বেশী আগ্রহী হয়ে উঠবে। এদের জন্য সরকারকে উদ্যোগী হয়ে পর্যাপ্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশী রিমোট ওয়ার্কারা পে-পলের অভাবে এবং ভালোমানের ইন্টারনেট না থাকায় ভালোভাবে সুযোগের সদব্যবহার করতে পারছে না। এসব আমেরিকান কোম্পানীগুলো বাংলাদেশে কাজ করতে পারলে, এর এদ্বারা আমেরিকা এবং বাংলাদেশ উভয়েই লাভবান হবে ব্যাপকভাবে। আমেরিকার 'চাওয়া'টুকু আমার কাছে বাংলাদেশের জন্য আর্শীবাদ বটে। বাংলাদেশকে এই 'সুযোগ'টুকু কাজে লাগিয়ে 'রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ' এর ফাঁদ থেকে বের করে আনতে হবে। আর এই রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ থেকে বের হতে পারলে বাংলাদেশ খুব সহজেই গার্মেন্টিস রপ্তানী আগের চেয়েও বহু গুন বাড়িয়ে দিতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। সেই সঙ্গে দ্রুতই বদলে যেতে থাকবে বাংলাদেশও!

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, DCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

শিল্পচর্চার পথ কখনো সহজ নয়। একজন শিল্পীর জীবন ও অভিজ্ঞতা, তার চারপাশের সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, প্রকৃতি এবং আত্মিক চেতনা—সব মিলিয়েই গঠিত হয় তার শিল্পভুবন। রঙের মাধ্যম যেমন শিল্পীর কাজকে প্রভাবিত করে, তেমনি তার ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশও গভীরভাবে তার শিল্পীসত্তাকে গড়ে তোলে। তেল রঙের গভীরতা, টেক্সচার এবং বহুমাত্রিকতা শিল্পীর কল্পনাকে বিস্তৃত করে তুলতে সাহায্য করে, আবার অ্যাক্রিলিক রঙের সীমাবদ্ধতা অনেক শিল্পীকে এই মাধ্যম থেকে দূরে রাখে। তবে রঙের মাধ্যম যাই হোক না কেন, শিল্পীর হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত থাকে তার আত্মপরিচয় এবং শিকড়।

আজ শিল্পঘর-এ দুজন চিত্রশিল্পীর গল্প থাকছে, যাদের শৈল্পিক কাজ ও ভাবনার অনুরণনে আপনারাও মুগ্ধ হবেন। আশাকরি 'শিল্পঘর' এর আজকের মূল্যায়নটি আপনাদের ভালো লাগবে। ধন্যবাদান্তে—**রোকেয়া দীপা**

শিল্প এক অন্তর্জাগতিক যাত্রা

জীবনকে যখন কেউ কেবল সময়ের ক্যালেন্ডারে নয়, বরং মায়ার অলিন্দে উপলব্ধি করেন—তখনই একজন শিল্পী হয়ে ওঠেন সময়ের সাক্ষ্য, সমাজের বিবেক। এমনই এক শিল্পী তারিক জুলফিকার, যিনি মনে করেন—জীবন আসলে মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মায়ার ভেতরেই জন্ম নেয় আকাঙ্ক্ষা, লালসা, হতাশা; যা মানুষের মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে, গড়ে তোলে তার পরিচয়, আবার ভেঙে দেয় সেই চেনা সত্তা। তারিক এই জীবনচেতনা, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং আত্মানুসন্ধানকে নিজের শিল্পকর্মে ফুটিয়ে তুলেন দারুণ দক্ষতায়।

১৯৭৯ সালে খুলনায় জন্ম নেওয়া তারিক বেড়ে উঠেছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়। তার বাবার সরকারি চাকরির সুবাদে তিনি সমাজের নানা শ্রেণির, বর্ণের, ধর্মের মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, শিখেছেন বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার বৈচিত্র্য। এই ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা তার মানসিক জগৎকে করেছে বহুবর্ণিল এবং দার্শনিক চিন্তায় পূর্ণ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৪ সালে বি.এফ.এ এবং ঢাকার ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (UODA) থেকে ২০০৬ সালে এম.এফ.এ সম্পন্ন করেন তিনি।

তারিকের শিল্পচর্চার প্রাথমিক সময় কেটেছে ঢাকায়, ২০০৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত। এ সময়ে তিনি সিরামিক ডিজাইনার থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন সংস্থা, মিডিয়া, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ নানা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। কিন্তু তার শিল্পীসত্তা সবসময় তার কাজের বাইরেও খুঁজে ফিরেছে মানুষের মনোজগত, সমাজের অসঙ্গতি, দর্শন ও আত্মিক মুক্তির পথ।

তার উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ২০২০ সালের মহামারিকালে করা সিরিজ "বিউটিফুল সোল অফ ডেড সিটি", যেখানে করোনাকালীন সামাজিক সংকট, নিঃসঙ্গতা ও মৃত্যুভয় উঠে এসেছে তীব্রভাবে। এই কাজগুলোর মধ্যে তিনি তুলে ধরেছেন শহরের নিস্তব্ধতা, মানুষের আতঙ্ক, বিচ্ছিন্নতা ও ভেতরের আর্তনাদ। যেন শিল্পই হয়ে উঠেছে সেই সময়ের একটি দর্পণ।

২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে তারিক সপরিবারে পাড়ি জমান নিউ ইয়র্কে, যেখানে তিনি এখন নিয়মিত শিল্পচর্চা করছেন। নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন গ্যালারি ও আর্ট ক্যাম্পে অংশ নিয়েছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস লার্নিং (JCAL)-এ অংশগ্রহণ, যেখানে তার "Imagination and Realization of Nirvana" সিরিজের তিনটি চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে। এই সিরিজে শিল্পী নির্ভানা বা পরম মুক্তির ধারণা—যা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে গভীরভাবে নিহিত—তার নিজস্ব উপলব্ধিতে রূপ দিয়েছেন। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে গাঢ় রঙ ও মূল বিষয়বস্তুতে সাদার ব্যবহারে প্রতীকী ধাঁচে বোঝানো হয়েছে অস্তিত্ব, জন্ম-মৃত্যুর চক্র, এবং অতীত-বর্তমানের সেতুবন্ধন।

একইভাবে তার "গোস্ট গান" সিরিজ শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সময়ের কঠিন বাস্তবতার প্রতিফলন। এখানে তিনি বন্দুক ও সহিংসতা কেন্দ্রিক এক মনস্তাত্ত্বিক বোধময়তা প্রকাশ করেছেন, যেখানে সমাজের অন্ধকার দিক এবং তা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট। শিল্পী এই কাজগুলোর মাধ্যমে মানুষের মনোজগত ও সমাজের বিবেককে নাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। প্রতিটি কাজেই তিনি রেখার ব্যবহার, রঙের প্রতীকী প্রয়োগ ও বিমূর্ত চিন্তার মিলনে তৈরি করেছেন এক নতুন শিল্পভাষা।

তারিকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ "Simulacrum", যা ২০০৭ সালে বাংলাদেশ জাতীয় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হয়। এই ধারায় তিনি পোস্ট মডার্ন দর্শনের আলোকে তৈরি করেছেন এমন সব চিত্রকর্ম, যেখানে পুরাতন ঘটনার পুনরাবৃত্তি এক নতুন রূপে হাজির হয়। "Copy without original"—এই ধারণাকে কেন্দ্র করে তারিক বোঝাতে চেয়েছেন কীভাবে বর্তমান রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি আমাদের অতীতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র, নতুন মোড়কে। ছবিতে ডানা মেলা এক মানবসত্তাকে সময়ের স্রোতে উড়ে যেতে দেখা যায়—যেন অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এক অদৃশ্য রেখায় যুক্ত।

বর্তমানে তারিক কেবল চিত্রশিল্পেই সীমাবদ্ধ নেই। তিনি কাজ করছেন ভিডিও আর্ট, ফটোগ্রাফি, গ্রাফিক্স ডিজাইন ও ডকুমেন্টারি নিয়ে। পাশাপাশি 'মিউজিয়াম অফ আর্ট' থেকে আর্ট বিষয়ক বিভিন্ন অনলাইন কোর্স করছেন, যা তাকে সমসাময়িক শিল্পচিন্তা এবং আন্তর্জাতিক শিল্পচর্চার সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত করেছে।

তারিক জুলফিকারকে বোঝার জন্য তার কাজগুলোর দিকে তাকানো যথেষ্ট নয়; তার চিন্তাধারার গভীরে প্রবেশ করাও জরুরি। তিনি জীবনের মূল্যবোধ, দর্শন, আত্মিক চেতনা, সমাজের অস্থিরতা—সব কিছু একসূত্রে গাঁথেন তার ক্যানভাসে। তিনি মনে করেন, অতীতকে বুঝে ভবিষ্যতের পথ তৈরি হয়। তাই শিল্প তার কাছে কেবল রঙ আর রেখার খেলাই নয়—এ এক অন্তর্জাগতিক যাত্রা, নিজের ও সমাজের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস।

এই শিল্পী নিজেকে এখনও নির্মাণ করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। এবং সেই নির্মাণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের আরও অনেক "Simulacrum," আরও অনেক "Nirvana," আর হয়তো আরও অনেক "Beautiful Soul"। শিল্পের এই পথ চলায় তারিক জুলফিকার হয়ে উঠছেন আমাদের সময়ের এক দর্পণধারী শিল্পযোদ্ধা।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই শিল্প

"কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, মনে মনে মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা..."—এই লাইন যেন আলমা লিয়ার জীবনের এক নিখুঁত প্রতিধ্বনি। একজন স্বপ্নচারিণী নারী, যিনি জন্মেছিলেন ঢাকা শহরের এক রক্ষণশীল পরিবারে, কিন্তু সমাজের প্রতিটি রূঢ় বাস্তবতার মাঝেও নিজের ভেতরের আলোর প্রদীপ নিভতে দেননি। ছোটবেলা থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ ছিলেন সমাজের বিভিন্ন অনিয়ম, বৈষম্য ও বাধাগুলো নিয়ে। সেই প্রশ্ন আর স্বপ্নই একদিন তাকে করে তোলে এক সংগ্রামী শিল্পী, যিনি জাগ্রত চোখে স্বপ্ন দেখেন এবং সাহসের সঙ্গে সেগুলো বাস্তবে রূপ দেন।

আলমা লিয়া শিক্ষাজীবন শুরু করেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজে, যেখানে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের কারুশিল্প বিভাগ থেকে অর্জন করেন স্নাতক ডিগ্রি। এই সময়েই তার শিল্পীসত্তা গড়ে ওঠে আরও গভীরভাবে। পড়ালেখা শেষ করে তিনি 'ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ারর্ক'-এ প্রধান চিত্রশিল্পী হিসেবে কাজ শুরু করেন, যা তার পেশাগত জীবনের প্রথম ধাপ হলেও শিল্পীসত্তার মূল অন্বেষণ তখনও চলমান ছিল।

লিয়া ২০১৩ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস শুরু করেন। নতুন একটি দেশে শুরু হয় নতুন সংগ্রাম, যেখানে শিল্পচর্চা অব্যাহত রাখাটা সহজ ছিল নয়। কিন্তু জীবনের প্রতিটি বাধাকে শক্তিতে পরিণত করে তিনি নিজের শিল্পপথে হেঁটেছেন নিরন্তর। ২০২০ সালের বিশ্বব্যাপী মহামারীর সময়, করোনা থেকে বেঁচে ফিরে তার শিল্পজগতে

আসে এক নতুন বাঁক। এই সময়ের অভিজ্ঞতা, জীবনের নশ্বরতা, অস্তিত্বের সংকট তার চিত্রকর্মে পায় নতুন মাত্রা।

এই পুনর্জন্মপর্বেই তিনি পান NYFA City Artist Corps Grants, যা তাঁর জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ পালাবদল। ২০২১ সালে নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস এন্ড লার্নিং-এ অনুষ্ঠিত হয় তার প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী। এরপর ২০২২ সালে তিনি জ্যামাইকা ভ্যাক্স (Jamaica Vaxx Scene) অনুদান পান। এর পাশাপাশি তিনি ৩৪ জন বাংলাদেশি-আমেরিকান শিল্পীকে নিয়ে "Memoir" শীর্ষক একটি গোষ্ঠীগত প্রদর্শনীর কিউরেশন করেন, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়।

আলমা লিয়া অংশগ্রহণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের অসংখ্য গ্রুপ এক্সিবিশন, ওয়ার্কশপ এবং পাবলিক আর্ট প্রজেক্টে। তিনি শুধুমাত্র একজন শিল্পী নন, বরং এক সাংস্কৃতিক দূত, যিনি তার শিল্পভাষায় তুলে ধরেন নারীর অভিজ্ঞতা, সমাজের দ্বান্দ্বিকতা এবং মানবিক উপলব্ধির গভীর রূপ।

তার শিল্পচর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 'মিক্সড মিডিয়া'-তে দক্ষতা। সাদা এবং সোনালী রঙের মিশ্রণে তিনি নিজ ক্যানভাসে নির্মাণ করেন এক ত্রিমাত্রিক অনুভব। তার 'দ্য লিজেন্ড', 'জার্নি', 'হোম', 'দ্য কনট্রোভার্সি', 'দ্য সেভিয়র' সিরিজগুলোর চিত্রকর্মে দেখা যায় ঐতিহ্যবাহী ট্যাপেস্ট্রির অনুপ্রেরণা, ধাতব উপাদানের বিচক্ষণ প্রয়োগ, এবং বিমূর্ত ভাবনাগুলোর এক পরিশীলিত রূপ। এইসব মাধ্যম ও কৌশলের সংমিশ্রণে তার শিল্প হয়ে ওঠে একান্ত নিজস্ব—এক ধরনের আত্মপ্রকাশ যা একাধারে সামাজিক, দর্শনচিন্তামূলক এবং নান্দনিক।

লিয়া বিশ্বাস করেন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই শিল্প, আর সেই শিল্পের মাধ্যমেই তিনি কর্ম ও আনন্দের সন্ধান করেন। তার কাছে জীবন মানেই সৃষ্টি, আর সৃষ্টি মানেই দায়বদ্ধতা। তাই তিনি চেষ্টা করেন প্রতিটি কর্মকে অর্থবহ করে তুলতে—হোক সেটা ক্যানভাসে, প্রদর্শনীতে কিংবা জীবনের প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজের মধ্যেও।

একজন নারী শিল্পী হিসেবে প্রবাসে দাঁড়িয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন বহু মানুষের অনুপ্রেরণা। তার সাহস, ধৈর্য, এবং শিল্পপ্রতিভা নতুন প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল পথচিহ্ন।

পরিশেষে বলা যায় যে, আমেরিকার মতো দেশে একজন শিল্পী পায় বহুমুখী সুযোগ, বিস্তৃত প্ল্যাটফর্ম, শিল্পের যথাযথ মূল্যায়ন এবং সার্বিক সহযোগিতা—যা তাদেরকে করে তোলে আরও সাহসী, অনুসন্ধানী এবং বিশ্বদর্শী। ভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা, আবহাওয়া, সৌন্দর্যবোধ এবং দর্শনের সংস্পর্শ একজন শিল্পীকে নতুন নতুন অনুভব দেয়। সে শিখে নিতে পারে অন্যরকম সৌন্দর্য দেখা, অচেনাকে আপন করে নেওয়া এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে সৃজনশীলতা আহরণ করা।

তবুও, যতদূরেই শিল্পী যাক না কেন—সে কখনো নিজের শিকড়কে ভুলে যায় না। সে বয়ে নিয়ে চলে নিজের মাতৃভূমির গন্ধ, তার সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিচয়। আর সেখানেই শিল্পী ও শিল্পের আসল স্বার্থকতা—যখন তা শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রদর্শনী নয়, বরং আত্মার প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে। শিল্প তখনই সফল, যখন তা দর্শকের হৃদয়ে নাড়া দেয়, প্রশ্ন তোলে, সাড়া জাগায়। সেই শিল্পই চিরস্থায়ী, কালজয়ী। তাই বলা যায়, শিল্পী, তার রং, ক্যানভাস, সমাজ ও আত্মা—সবকিছু মিলিয়েই এক অন্তহীন যাত্রার নাম শিল্প।

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

কবিতার এক পাতা

শীতের রেশ থেকে গেলেও প্রকৃতিতে বর্ণ ও রূপমুগ্ধময় ফুলেল হসন্ত। আর এপ্রিল মাসটাকেই মার্কিনীরা বেছে নিয়েছে 'কবিতার মাস'। 'প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র নিয়মিত বিশেষ প্রকাশনা 'কবিতার এক পাতা' বিশেষ আয়োজনে রেখেছে বাংলাদেশ, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার ৫ জন কবি ও অনুবাদকের ৫ টি আমেরিকান কবিতার বাংলা ভাষান্তর। ভিন্ন স্বাদের প্রতিটি কবিতা নিঃসন্দেহে আপনাদেরকে পাঠ আনন্দ দেবে।

আমাদের মাতৃভূমিতে এখন বাংলা বর্ষবরণে পহেলা বৈশাখের আনন্দ আমেজ। আমাদের বিশেষ আয়োজন— দ্বিতীয় পাতায় 'বাংলার বৈশাখ, বাঙালির বর্ষবরণ' শীর্ষক ৮ টি বিশেষ কবিতা।

আপনাদের সকলকে আমাদের নববর্ষের প্রাণময় শুভেচ্ছা ! **ফারুক ফয়সল**

কাঁধ

নওমি শিহাব নয়ী

অনুবাদ - হাইকেল হাশমী

একজন লোক বৃষ্টিতে রাস্তা অতিক্রম করবে,
সে খুব সাবধানে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে
দু'বার উত্তরে আর দক্ষিণে সতর্ক চোখে তাকাল,
কারণ ছোট শিশু তার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে।
কোন গাড়ি তার উপর পানি ছিটিয়ে চলে যেতে না পারে।
কোন গাড়ি তার ছায়ার কাছেও যেন না ভিড়তে পারে।
লোকটি দুনিয়ার সবচেয়ে সংবেদনশীল পণ্য বহন করছে
কিন্তু এব্যাপারে কোথাও কোনো সতর্কবাণী লেখা নেই।
তার জ্যাকেটে লেখা নেই - ভঙ্গুর,
যত্নের সাথে নাড়াচাড়া করুন।
তার কান শিশুর নিঃশ্বাসে পরিপূর্ণ
সে শিশুর স্বপ্নের গুঞ্জন
নিজ মনের গভীরে শুনতে পাচ্ছে।
এই পৃথিবীতে আমাদের কোনো ঠাঁই হবে না
যদি আমরা তাদের সাথে সম্মত না হই
সম্মতি জানাতে হবে তারা যা করছে একে অন্যের সাথে।
যদি তা না হয় তবে রাস্তা প্রশস্তই থেকে যাবে
বৃষ্টি অঝোরে ঝরতেই থাকবে আর কোনদিন থামবে না।

শান্ত সৌন্দর্যের মেজাজ

জন অ্যাশবেরি

বাংলা ভাষান্তর কামরুল হাসান

সন্ধ্যার আলো ছিল বৃক্ষে ঝুলে থাকা মধুর মতন
যখন আমাকে ছেড়ে তুমি হেঁটে গিয়েছিলে সড়কের শেষপ্রান্ততক
যেখানে আচম্বিতে শেষ হয়েছিল সূর্যাস্ত।
বিবাহের কেক টানাসেতুর মতো নিচু করেছিল নিজেকে
ভঙ্গুর ভুলো-না-আমায় ফুলগুলোর কাছে।
আর তুমি বেলুনে গিয়ে চড়েছিলে।

দগ্ধ দিগন্তগুলো হঠাৎই সজ্জিত হলো সোনালি পাথরে
যে সকল স্বপ্ন ছিল আমার, আত্মহত্যাসহ,
তপ্ত বাতাস-বেলুন ফুলিয়ে তোলো এখন।
এটি বিদীর্ণ হচ্ছে, এটি প্রায় বিস্ফোরণন্মুখ
অদৃশ্য কিছু একটা নিয়ে
কেবল ঐসব দিনের মাঝে।
আমরা শুনি, আর কখনো কখনো জানতে পাই,
খুব কাছে চেপে আসে

কুড়ানো রক্ত নামিয়ে আনো নিচে, এবং ওইরূপ জিনিষগুলো।
জাদুঘরগুলো তখন উদার হয়ে ওঠে, তারা বাস করে আমাদের
নিঃশ্বাসে।

উত্তর

সারা টিসডেল

বাংলা ভাষান্তর—বদরুজ্জামান আলমগীর

আমি আবার দুনিয়ায় যাই
আমার সারা শরীর চনমনে,
লাল সাদার হৈ-হুল্লোড় দেহ থেকে খুলে রাখি
একসময় এগুলো খুব মাঞ্জামারা ব্যাপার ছিল,
আমার নিরাভরণ অবস্থিতির কারণে
কেউ যদি লোক-দেখানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে
আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়
আমার দেহ তার ধূলা থেকেও মোচড় দিয়ে উঠবে
পরিস্কার গলায় তাদের উত্তর দেবে:

আমি এখনও অনিঃশেষ, ফাঁপা নই— খাঁটি
তোমার মুখস্থ আহাজারি ফিরিয়ে নাও
আমার মধ্যে আনন্দ ছিল বুঝি বহ্নিশিখা
ঝড়ের তুমুল ঝাপটায় যেন হেলেদুলে পড়া নলখাগড়া
নুয়ে পড়ে বিছিয়ে যায় তবু মচকায় না।
বেদনার গহীন ভিতর আমি আনন্দের ঝিলিক পাই
আনন্দের মজমায়ও যে আনন্দের দেখা পাও না তুমি।

অ্যাকিলিসের জয়

লুইস গ্লিক

ভাষান্তর: লায়লা ফারজানা

প্যাট্রোক্লাসের গল্পে কেউ বাঁচেনি,
এমনকি অ্যাকিলিসও
যিনি অর্ধেক দেবতা, অর্ধেক মানুষ—প্রায় ঈশ্বর,
আর প্যাট্রোক্লাস তার একাত্মা—প্রতিচ্ছায়া—অনুরূপ।
একই বর্ম পরতেন দুজনে।
তবুও সে বন্ধুত্বে
একজন আরেকজনের অনুগত,
একজন আরেকজনের চেয়ে কম:
সর্বদা দৃশ্যমান সে অনুক্রম।

কিংবদন্তি সত্য নয় কিন্তু জীবন্ত—
পরিত্যক্ত কিন্তু জাগ্রত।
এ ক্ষতির তুলনায় কি তুচ্ছ নয়
আগুনে জ্বলে যাওয়া গ্রিক জাহাজগুলো?
তাঁবুতে, অ্যাকিলিসের পুরো সত্ত্বা শোকে মুহ্য—
আর দেবতারা দেখছিল একটি মৃত মানুষ,
ইতিমধ্যেই যে মরে গেছে,
প্রেমের শিকার হয়ে যার দেবত্ব
আত্মসমর্পণ করেছে
মনুষ্যত্বের কাছে,
অর্ধেক দেবতা আজ সম্পূর্ণ এক মানুষ—
যে মানুষ প্রেমিক,
যে মানুষ মরণশীল।

আমি তোমার মন বয়ে বেড়াই

ই ই কামিংস

ভাষান্তর: মিলটন রহমান

আমি নিজের সাথে বহন করছি তোমার হৃদয়
(আমি তা বয়ে বেড়াই নিজের মনের ভিতর)
তোমাকে ছাড়া কোথাও যাই না!
(যেখানে যাই তুমিও যাও, হে বন্ধু, আমি যা করছি
মূলত তুমিই করিয়ে নিচ্ছো, তুমি আমার পরম বন্ধু)

আমার ভয় হয় আমার অন্য কোন ভাগ্য নেই
(কারণ তুমিই আমার ভাগ্য প্রিয়তমা)
আমি অন্য কোন বিশ্ব চাই না (সুন্দরের জন্য তুমিই
আমার পৃথিবী, আমার সত্য)
চাঁদ বলতে যা বোঝায় তুমি সব সময় আমার কাছে তাই
আর সূর্য যে গান গায়, সে তুমি, তোমার জন্য

এ গভীর গোপনীয়তা যা অন্য কেউ জানে না
এখানে প্রোথিত শেকড়ের শেকড়, কুঁড়িরও কুঁড়ি
এখানে আকাশের-আকাশ নামক জীবন বৃক্ষ;
যা আত্মার প্রত্যাশার চেয়েও বৃহৎ ও সুউচ্চ
এ হলো অত্যাশ্চর্য, যা তারাগুলোকে আলাদা অবয়ব দিয়েছে।

আমি তোমার হৃদয় বহন করি (আমি আমার মনের ভিতর তা বয়ে বেড়াই)

কবি পরিচিতি

নাওমি শিহাব নয়ী
একজন কবি, সম্পাদক, গীত রচয়িতা এবং ঔপন্যাসিক। তিনি ১২ মার্চ ১৯৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরির সেন্ট লুইসে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু সাহিত্যে পুরস্কার অর্জন করেছেন। তরুণদের জন্য লিখে সম্মানিত হয়েছেন। লাইব্রেরি অব কংগ্রেস প্রদত্ত পুরস্কার ছাড়াও তিনি সাহিত্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারে সম্মানিত।

জন অ্যাশবেরি
১৯২৭ সালে নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে তাঁর সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী আমেরিকান কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। কবিতার জন্য পুলিৎজারসহ আমেরিকার সকল গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তিনি একাডেমি অব আমেরিকান পোয়েটসের সম্মানিত চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সারা টিসডেল
১৮৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিজৌরি স্টেটের সেন্ট লুইসে জন্মগ্রহণ করেন, যদিও তাঁর কবিতার বিস্তার ঘটে নিউ ইয়র্ক শহরে। ১৯৩৩ সালে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে আত্মহননের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। স্বল্প পরিসরের জীবন সীমাতেই তিনি সাহিত্যে অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কলাম্বিয়া পোয়েট্রি প্রাইজ (বিখ্যাত পুলিৎজার পুরস্কার) সহ নানা পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন।

লুইস গ্লিক
জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে, ১৯৪৩ সালে। পড়াশোনা কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এগারটি কবিতার বই ছাড়াও তিনি গদ্য রচনায় অবদান রেখেছেন। ২০২০ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী হওয়ার পূর্বে তিনি ১৯৯৩ সালে 'ওয়াইল্ড আইরিস' কবিতা-গ্রন্থের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যে নানা সম্মানজনক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

ই.ই. কামিংস
পুরো নাম এডওয়ার্ড এস্টলিন কামিংস। ১৮৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাচাচুসেটস্ অঙ্গরাজ্যের কেমব্রিজে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, চিত্রকর, লেখক ও নাট্যরচয়িতা ছিলেন। এই কবি ও লেখক নিজের সময়ে ব্যকরণ, বিরাম চিহ্ন এবং বাক্য গঠনের ভিন্ন শৈলীর জন্য ছিলেম অনন্য। মার্কিন সাহিত্যের বাঁক বদলে তাঁর ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

কবিতার এক পাতা ২

আমরা কি বৈশাখ দেখবো

তমিজ উদ্‌দীন লোদী

বৈশাখের রঙ কি লাল নাকি খয়েরি ? নাকি হলুদ , সবুজ?
এই কৌতূহলের ভেতর আমার চারপাশ ছেয়ে গেছে কৃষ্ণচূড়ার লালে
ঝাঁক বেঁধে খয়েরি ডানার শালিখ উড়ছে
ধুলো উড়ছে ধুলো রঙে

মভ রঙের প্রজাপতি এক্রিলিকে ছবি আঁকছে গোধূলিতে
একটি উদিত সূর্য হাসছে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে
জয়নুলের আঁকা ছবির মতো ষাঁড় এই বুঝি দড়ি ছিঁড়লো
সুপোরি গাছগুলো কেমন হেলে যাচ্ছে এক্রোবেটের মতো

এইসব দৃশ্য কি লেখা আছে তেজস্ক্রিয়ায় , ভৌত বিজ্ঞানে
আমরা কি বৈশাখ দেখবো দেশে দেশে , বিনির্মাণের দিনে !

বৈশাখস্মৃতি

মাহমুদ হাফিজ

আমাদের হাতে লেগে থাকে বিগত চৈত্রের রঙ
সান্ধ্য আজানের ধ্বণি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই-
বোসবাড়ির আড়ঙ থেকে মাটির মালসা হাতে
সদাই কিনে ফিরি।
গোবিন্দপুরবাসী হরেন কাকার পুতুল, চক্কোতির বেতকাঠা
ছাতিয়ান গ্রামের ছবেদ আলীর মুরকি ও মোয়া।

প্রথম বৈশাখে কাগজের ফুল হাতে বড়দের সাথে হাটে যাই
দূর থেকে শুনি হাটুরে কলরব
হালখাতার জিলাপি খেয়ে রঙিন ঠোঁটে ফিরে আসি
গড়াই নদীতে মাঝি ভাই বাদাম তুলে ভাটিয়ালি গায়।

দুনিয়া পাল্টে যায় যাক-
আমাদের স্মৃতিগ্রন্থিতে মিশে থাকে শৈশবের বৈশাখস্মৃতি
অটুট, অমর ও অক্ষয়।

বাড়িতে আসো আষাঢ়

রাকীব হাসান

আমার আঙুল ছেড়ে আষাঢ় মাস হারিয়ে গেল
জানি না কোথায় সে
বৃষ্টি বাড়িতে রেখে মেঘে মেঘে নিরুদ্দেশ –
হায় প্রিয় আষাঢ়, জলজ দেহ আমার
আবার কি ফিরবে চৈত্র শেষ হলে নতুন বছরে?

আমার আঙুলের চোখে জল এখন শুকিয়ে যায়
চাঁদ ডুবে যাওয়া রাতের কোন এক মুহূর্তে
ব্যাঙের ডাকে অন্ধকার পুকুরে আর কোন শব্দ নেই –

যে বাড়ি ব্লাউজ খুলে টিনের চালে সাঁতার শেখে,
আলতা পরা পায়ের পাতায় আবার যদি আষাঢ় আসে –

কবে থেকে পহেলা বৈশাখে মেলার মাঠে কালবৈশাখীর চুলে
এলোমেলো ভেজা গন্ধে ব্যাকুল সন্ধ্যায়
মেঘের নিচে শাদা রাজহাঁসের ডাকের পরে বৃষ্টিপাত –

তোমার জানালায় পিঠের নীরবতায়
দীর্ঘ নিঃশ্বাসের পিছনে আমি দাঁড়িয়ে আছি –
দু'জনের প্রিয় এই চিত্রকল্প আষাঢ়ের।

এই বৈশাখে আবার তোমার চোখে যদি মেঘ চমকায়
বাড়িতে আসো আষাঢ়, ফিরে আসো বৃষ্টির সন্ধ্যায়,
আমার যে কোন অন্ধকারে তুমিই তো প্রিয় জলের মাস!

পরিযায়িবৃত্তে বাংলার বৈশাখ

তাপস গায়েন

সময় অতিক্রমী আমার কোনো সময় নেই
ভন্তে, আমার নেই কোনো পরিনির্বাণ
আমি আছি পরিযায়ি পাখিদের পরিবৃত্তে
আপাত- এবং নির্বিরোধ-সত্য
এই উভয়কে মান্য করে, প্রভু, আম্র-মুকুলের গন্ধে
প্রতি বছর আমি ফিরে আসি এই বঙ্গে—
তীরবিদ্ধ পরিযায়ি পাখিদের রক্তে
আম্রমুকুল আজ উন্মাদনায় অস্থির,
আর যারা ধূর্ত, তারা নিয়ে যেতে চায় সকল মাঙ্গলিক দ্যুতি
পরিনির্বাণের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই জেনেও
আমি আছি অনন্ত পরিব্রজ্যায়, কারণ
আমি তো শ্রমণ, তাই সকল ধ্বংসস্তুপে দেখছি
জেগে উঠছে বাংলার উৎসব—পহেলা বৈশাখ

কান্নাহাট

মুজিব ইরম

কান্দিছে তোমার তরে দেহতনুমন
যদি ফিরে আসি
বানিও গো তুমি
এলোকেশী
ফুলঝুরি
ছিটা পিঠা
মনের যতন...
বিদেশ নগরে ঘুরি
সঙ্গী করি তোমার শহর...
খুলেছি রোদন ভরা শব্দের দোকান
কবিতা বাজার
কান্নাহাট
বিপনি বিতান...
যদি ফিরে আসি
এমন জড়িয়ে রাখো
আঞ্জা মারি ধরো গো আমায়
আমার বেদনা যেন নাই হয়ে যায়
আমার রোদন যেন সুদূরে পালায়...

সম্পর্কতত্ত্ব

খলিল মজিদ

বৃষ্টিতে মাথাল ধরে তুমি দাঁড়িয়ে আছো
অন্তত আট শ' বছর—

আমরা দু'জনে মিলে গেয়েছিলাম
বর্ষারম্ভের স্বাগতিকা
বর্ষবরণ প্রভাতীর আবহমান গানে
তুমি আমার ছয় শতাব্দীর কোরাস
তবুও কেনো তুমি আমার উঠানে আছড়ে পড়ো
শিলাময় বৃষ্টির কাঁটা?

তুমি না আমার বৈশাখীদিন বন্ধু
তোমার সাথে আমার বাদলাদিন সম্পর্ক
তুমি না আমার পাটখড়ি পার্টনার
তোমার সাথে আমার ধানদূর্বার সম্পর্ক
তুমি না আমার কাঁচাপিঠা প্রতিবেশী
তোমার সাথে আমার সাগরদীঘি সম্পর্ক

বৃষ্টিতে মাথাল এগিয়ে ধরে তুমি দাঁড়িয়ে আছো
অন্তত আট'শ বছর—
তবুও আমাদের 'মঙ্গল' যাত্রায় কেনো তোমার
'মোঙ্গল' চেতনা জেগে ওঠে?

লড়াই

অপরাহ্ণ সুসমিতো

এই মিডিয়া সশরীরে সরে যা বলছি, কান নেই তোর?
দেখছিস না তোর দাপুটে কখকে আমার স্যান্ডেল ভিজে যাচ্ছে
ভিজে যাচ্ছে নষ্টামির সেল-ফোন, ডাউনলোড রিং টোন।
তুই হেলে উঠছিস কেন? শুকাতে জানিস না, পারিস শুধু শুধু ভেজাতে।
ভিজে যাচ্ছে চোখের পাতা, পত্রিকার কলাম, জিপিও,
বৈশাখের মধ্যবিত্ত আর খান সাহেবের ক্যারিয়ার।
নায়ক নায়িকার দাম বেড়ে যাচ্ছে
কাটা থেমে যাচ্ছে যৌতুকে পাওয়া সবেধন টিকটিকে দাবীনামা ঘড়ি।

সরবি না?
ম্যাজিস্ট্রেট ডাকব?
খান সাহেবকে ডাকব? (তিনি জিম করছেন তো ...)
অনাস্থা আনবো সংসদে?ওহ সংসদ তো বিলুপ্ত। কণ্ঠ ভোটে তোকে সরাব
টেবিল চাপড়ে উল্লাস করব তোকে পরাজিত করে?
অসভ্য সম্পর্ক, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আমার মন পড়তে পারিস না?

বাণভাসি ইথারে ইস্তেহারে জানান দেই :
স র ব ল ছি..
এত বছর কই ছিলি ঠোঁটে লিপস্টিক দেয়া মানুষ?
 অসহ্য সন্ত্রাসী সময়..চুপচাপ সর। থাপ্পর দিব
ক্রস ফায়ারে দেবো তোকে, তারপর প্রেসনোটঃ বন্দুক যুদ্ধে'মিডিয়া নিহত।

ও নায়ক নায়িকা আয় ডুয়েল লড়ি সোনা
দেখি কে কাকে তিন তালাক ভেজাতে পারে!

অন্য বৈশাখ

মনিজা রহমান

কিছু কি ভেঙেছে আজ—কোনো চোখ, কোনো নদী?
পড়েছে কি আজ কোনো হিংসা? উড়েছে কি মৃত্যু?
        না উড়লেও আজ আমি কিছুই চাইনা
পান্তা ইলিশ, গুড়ের জিলাপি, অবাক সন্দেশ, টমটম গাড়ি
লালপেড়ে শাড়ি, কাচের চুড়ি, শখের হাড়ি, বকুল-মালা
                ওগুলো বরং জমা থাক স্মৃতিতেই
চৈত্রসংক্রান্তির রাত শেষে জেগে উঠুক
 বৈশাখী মেলা, রমনার বট,
            টাইমস স্কয়ার, ডাইভারসিটি প্লাজা
আলপনা আঁকা পথ, রঙিন মুখোশ,
            'এসো হে বৈশাখ' আমার আঁচলেই বাঁধা থাক
                    গুচ্ছ চাবির মত সিন্দুক হয়ে

কে জানে আজ রাতে কত শিশু ঘুমাবে ক্ষুধার্ত,
            আর, কাল কত মানুষ উড়বে মিসাইলের শব্দে?
তবু ইস্ট রিভারের পানকৌড়ি সাক্ষী রেখে আমি কাঁদব না
আমার অশ্রুপাত জানি বাঁচাতে পারবেনা
                গাজার একটি শিশুকেও।

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)
একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা
যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে
আমাদের সেবা সমূহ–
আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা
এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।
Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
17 April 2025, Thursday, Issue 422
বৃহস্পতিবার, ১৭ এপ্রিল ২০২৫, ৪ বৈশাখ ১৪৩২, ১৯ শাওয়াল ১৪৪৬

সহস্রকণ্ঠে বিশ্ববাঙালির বর্ষবরণ

নিউইয়র্ক যেন এক টুকরো বাংলাদেশে

নিজস্ব সংবাদদাতা

১৪৩২ বঙ্গাব্দ স্মরণকালের বিস্ময় নিয়ে আবির্ভূত হলো নিউইয়র্ক শহরে। দুই দিনের বর্ষবরণ উৎসব বাঙালি জাতির পরম আরাধ্য ও চরম প্রাপ্তির বৈকুণ্ঠময় অনুভবের স্মারক হয়ে থাকল। যেন একখণ্ড বাংলাদেশ বিশ্ববাসীকে জানান দিল আমাদের জীবনও আনন্দময়। ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি। জ্যাকসন হাইটসে ৫০ হাজার মানুষের জমায়েত

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বাংলা নতুন বর্ষবরণ। ছবি: সংগৃহীত

বিতর্কিত অতীত দূরে সরিয়ে আবারো রাজনীতিতে কুওমো!

নিউ ইয়র্ক সিটি নির্বাচন

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদে প্রার্থিতার দৌড়ে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো বর্তমানে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন। তবে, ব্রুকলিন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃত্বে একটি জোট গঠিত হয়েছে তাকে পরাজিত করার লক্ষ্যে। এরমধ্যেই নড়েচড়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধে আনিত মামলাগুলো। কুওমোর অতীত বিতর্ক ও কর্তৃত্ববাদী নেতৃত্ব তার জন্য কাল হয়ে উঠেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২১ সালে যৌন হয়রানি ও কোভিড মহামারি পরিচালনায় গাফিলতির

অ্যান্ড্রু কুওমো

অভিযোগে পদত্যাগ করার পর অ্যান্ড্রু কুওমো এবার রাজনীতিতে পুনরায় প্রবেশের ঘোষণা দিয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত এক জরিপ অনুযায়ী, ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে তার সমর্থন ৩৪%, যা অন্য প্রার্থীদের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। তবে, ব্রুকলিনের ডেমোক্র্যাট নেতারা তার এই অগ্রগতিকে "নিউ ইয়র্কের জন্য ঝুঁকি" বলে উল্লেখ করে জরুরি বৈঠক করেছেন।

ব্রুকলিন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চেয়ারপার্সন রোজা মেন্ডেজ, "কুওমোর নেতৃত্বে ফিরে আসা নিউ ইয়র্কবাসীর প্রতি অবিচার। আমরা কোনোভাবেই তার প্রার্থিতা সমর্থন করব না।" এই জোটে ব্রুকলিনের প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট নেতারা, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি এবং স্থানীয় কর্মীরা যুক্ত হয়েছেন। তারা বিকল্প

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

কোয়ালিটি অফ লাইফ ডিভিশন এক নতুন দিগন্ত

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস্

এনওয়াইপিডি "কোয়ালিটি অফ লাইফ ডিভিশন"-এর মাধ্যমে অ্যাডামস প্রশাসন একটি নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে। শহরজুড়ে জননিরাপত্তামূলক এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো, পুলিশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস বৃদ্ধি করা এবং শহরের নিত্যনতুন সমস্যাগুলো, যেমন-অতিরিক্ত শব্দ, বেআইনি পার্কিং, গৃহহীনতা-সংক্রান্ত সমস্যা, প্রকাশ্যে মাদক সেবন, আগ্রাসী ভিক্ষাবৃত্তি এবং অন্যান্য সমস্যাগুলো

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

টক অফ দ্য উইকে মাহফুজুর রহমান

আমেরিকা গড়েছে অভিবাসীরাই

সোহানা নাজনীন

মাহফুজুর রহমান

'ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিটাই একটা অমানবিক নীতি। যারা নিজের দেশে নিরাপত্তা পায়নি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা পায়নি, তারাই আমেরিকা প্রতিষ্ঠা করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পিতামহ এদেশে এসেছিলেন পরিবার নিয়ে। একজন অভিবাসীর সন্তান হিসাবে জন্মসুত্রে ট্রাম্প আজকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। পঞ্চাশ বছর আগে কেউ যদি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো অভিবাসন নীতিমালা গঠন করতেন তাহলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিবার এদেশে থাকতে পারতো না। ডোলান্ড ট্রাম্প অভিবাসীদেরকে ঠুনকো অভিযোগে অভিযুক্ত করছেন, তাদেরকে মানুষ বলে গণ্য করছেন না, একইভাবে কিন্তু নিজের পিতামহকে ট্রিট করছেন। আমার মতে তারা ৭৫ সংখ্যাকে সামনে দেখিয়ে এর অধিক মানুষ প্রতিদিন ফেরত পাঠাচ্ছেন,' - প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিমালা নিয়ে এভাবেই মত প্রকাশ করেন সিনিয়র সংবাদিক মাহফুজুর রহমান।

গত ৯ এপ্রিল প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিনি।

আলোচনার আরো বিষয়বস্তু ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধি, গাজার হত্যাযজ্ঞ এবং বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি। উপস্থাপনায় ছিলেন সোহানা নাজনীন, পরিচালনায় ছিলেন এইচ বি রিতা।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি এশিয়ার শেয়ারবাজারে অস্থিরতা তৈরি করছে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই এ প্রসঙ্গে জানতে চান সোহানা নাজনীন। মাহফুজুর রহমান বলেন, "ডোনাল্ড ট্রাম্প পূর্বের করা পরিকল্পনা অনুযায়ী ইমিগ্রেশন ও ট্যাক্স নিয়ে কাজ করছেন। ভোটারদের কাছে তিনি তার পরিকল্পনাগুলো জানিয়ে, ম্যান্ডেট নিয়েই তিনি এসব করছেন। আমেরিকা বাণিজ্যিকভাবে যে শুল্ক ধার্য করেছে সেটি যৌক্তিক না হবার কারণে সমস্যা হচ্ছে, সেটা ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই এখন বুঝতে পারছেন। যে ছিয়াত্তরটি দেশের উপর এই শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল তারমধ্যে চীন ছাড়া বাকী দেশগুলোর উপর তিনি নব্বই দিনের জন্য স্থগিত রেখেছেন। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমেরিকার কাছে রপ্তানিকারক দেশকে আনুপাতিক হারে অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হবে। এই নীতি ততোটা কার্যকরী হবে না বলেই তিনি এই স্তগিত আদেশ দিয়েছেন। তবে আমেরিকার চিরশত্রু চীনের বিরুদ্ধে ব্যাপারটা স্থগিত না করে আরো বাড়িয়েছেন। সারা বিশ্বে অন্য দেশর চাইতে আমেরিকা বেশি পন্য আমদানি করে। এটা আমেরিকার জন্যে গর্বের, পৃথিবীর অন্য দেশ উৎপন্নের মাধ্যমে যা আয় করে, আমেরিকা সেই পন্য উৎপাদন ও রপ্তানীর মাধ্যমে তার চেয়ে বেশি আয় করে। অন্যদিকে আমেরিকা সারা বিশ্ব হতে যা আমদানি করে তা আমেরিকায় উৎপাদন করলে ব্যয়বহুল হত। আমেরিকায় মানুষের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা এবং অর্থনীতি সচল রাখার জন্যেই আমেরিকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে জিনিস আমদানি করে। এটি আমেরিকার অর্থনৈতিক একটি বিচিত্রতা। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোও আমেরিকার সঙ্গে অর্থনৈতিক এই বাণিজ্যিক সম্পর্কের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com